ঐতিহাসিক নড়াইল

গালিব হরমুজ

ঐতিহাসিক নড়াইল

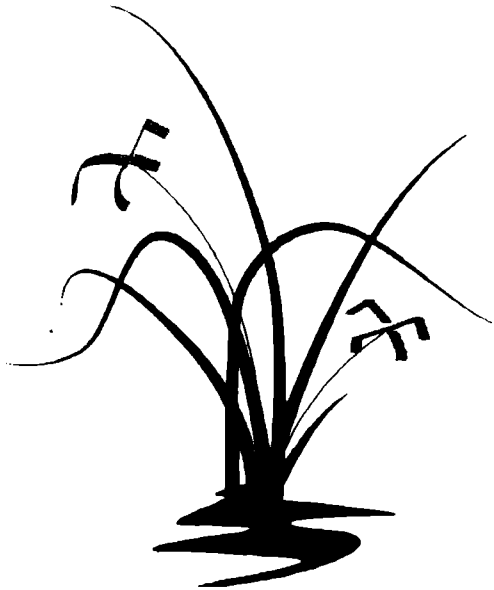

গালিব হরমুজ

www.pathagar.com

গালিব হরমুজ

গ্রাম+ডাক ঃ বসুন্দিয়া
উপজেলা ঃ যশোর সদর
জেলা ঃ যশোর।

প্রকাশকাল ঃ মে ' ২০০২।
প্রকাশক ঃ গালিব হরমুজ গবেষনাগার পরিষদ
স্বত্ব ঃ লেখক
বর্ণ বিন্যাস ঃ এস, এম ডটকম কম্পিউটার, বসুন্দিয়া মোড়, যশোর।
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ মোঃ কামাল হোসেন,
নোভা কম্পিউটার্স, শরীফ মার্কেট, নওরাপাড়া, যশোর।
মুদ্রণে ঃ বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
পুরাতন কসবা, যশোর।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

১। টুনির পিঠে - শিশু গল্প।
২। বিস্মৃতির অতলে ৭১ মুক্তিযুদ্ধ।
৩। সুন্দরবনের আদিকথা - শিশুতোষ।
৪। রহস্যময় সুন্দরবনের কথা।
৫। ভিন্ন নাম ছড়া।
৬। জ্ঞানের আলো জ্বাললো যাঁরা
৭। আমার জীবন প্রবাহ - জীবনী।
৮। ঐতিহাসিক যশোর - ইতিহাস।
৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম।
১০। মুক্তিযুদ্ধের পল্লী চিত্র- মুক্তিযুদ্ধ।

প্রকাশের পথে - সৃষ্টির অন্তরালে - গল্প
তাছাড়া অপ্রকাশিত সব ধরণের পাণ্ডুলিপি অনেক

মূল্য ঃ অফসেট - ১১০.০০
সাদা - ৮০.০০
প্রাপ্তিস্থান ঃ হাসান বুক ডিপো, দড়াটানা, যশোর।
বাংলাদেশ লাইব্রেরী, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল।
পাঠক সমাবেশ ১৭/এ ও ২১ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

সূচী

থানা সদর ঃ ১ - ৫৬
থানা লোহাগড়া ঃ ৫৭ - ৮৫
থানা কালিয়া ঃ ৮৬ - ১১৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

ঐতিহাসিক নড়াইল নামে এ ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিনা ভাড়ায় ডাকবাংলোগুলোতে থাকাসহ সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন জেলা প্রশাসক এ.কে.এম.জাহাঙ্গীর। গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে গ্রাম ভিত্তিক গ্রামের সুচনা, নাম করণ, লোক বসতি কাল, ঐতিহ্যের মসজিদ, মন্দির, দীঘি, বাওড়, মাজার, শ্মশান, গাছ, রাজা বাদশাদের ভগ্ন বা বিলীন বাড়ি, প্রত্নতত্ত্বের যা কিছু, যাবতীয় শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সহ ওইকাল, সাবেক ও বর্তমান প্রধাণ শিক্ষকগণের নাম। ইউনিয়নের আয়তন, লোক সংখ্যাও শিক্ষিতের হার।

এরপর লিপিবদ্ধ হলো বিরামহীন বাই সাইকেল আরোহনে তথ্য সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ২০০১ সালের ২৩ নভেম্বর পৌনে বারোটার সময় জেলা প্রশাসক থেকে সনদ নিয়ে পৌর সভার দুর্গাপুর এবং পাঁচ নম্বর ইউনিয়ন শাহাবাদের তথ্য নিয়ে এক নং ইউনিয়ন মাইজপাড়ায় উপস্থিত হই বিকেল ৩টায়। মাঝ পথের প্রত্যেক শিক্ষালয়ের তথ্য এবং মাইজপাড়া ইউনিয়নের ৩টা গ্রাম বাদে অবশিষ্ট তথ্য নেবারপর পৌনে পাঁচটায় ধলগ্রামের খেয়া পার হয়ে বাড়ি আসি ৬টা ৫মিনিটে।একটানা তথ্য সংগ্রহ করণে দু সপ্তাহের অধিক সময়ের প্রয়োজন হতো না।সময় সুযোগে মাঝে মধ্যে করেছি। প্রায় ৩ হাজার শব্দ লেখা হলেও মাত্র দু দিনের তথ্য সংগ্রহে রাখা হলো সিমাবদ্ধ।

কালিয়া থানার অবশিষ্ট ৮টা ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহ লক্ষ্যে ০২সালের ২৪ফেব্রুয়ারী নওয়াপাড়া থেকে ভোর ৫টায় রওনা হয়ে চাকই, মির্জাপুর, শিদাশোলপুর অতিক্রম করে নদী পার হয়ে পুরুলিয়া বাজার রেখে চাঁচাড়ী বাজারে নাস্তা করি সকাল ৭টা ২০মিনিটে। এ ইউনিয়নের তথ্য নেওয়া ছিল বিধায় নাস্তা করে যেতে হয় ১নং বাবরা হাচলা ইউনিয়নে। এখানকার তথ্য নিয়ে নদী পার হই ৯ টায়। কালিয়ার বাজার পৌরসভা সহ বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ইউ.এন.ও অফিসে যেতে বেজে যায় দুপুর সাড়ে ১২টা।

রাত ৯টা পর্যন্ত বিরামহীন সাইকেলে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ হয় ৫টা ইউনিয়নের। এর মধ্যে ২টা বিস্কুট ও এক কাপ চায়ের অধিক খাবার সুযোগ হয়নি। পরের দিন ফজরের আজান হলে আশ্রয় কেন্দ্র ডাকবাংলো থেকে নামাজ পড়ে রওনা হয়ে বড়দিয়া বাজারে গিয়ে ইউনিয়নের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি। এরপর নদী পার হয়ে মহাজন বাজার থেকে নাস্তার পর নাড়ুলী ইউনিয়নের তথ্য নিতে থাকি। সকাল ৯টার মধ্যে চূড়ান্ত করে বিলের অভ্যন্তর দিয়ে শিদাশোলপুর রেখে, নওয়াপাড়া থেকে খেয়ে, বাড়ি আসি বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে। ভুলক্রমে বাদ পড়ে এখানকার ১০ নং ইউনিয়ন পহরডাঙ্গার তথ্য। পরে তা সংগ্রহ করতে হয় ভিন্ন পদ্ধতিতে। এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাইকেলে চলতে হয় বেপরোয়া। তাতে দুর্ঘটনায় মাঝে মধ্যে রক্ত ঝরাতে হয় কিছু। তবু গতি রোধ করতে পারেনা স্বল্প বিদ্যে এবং অধিক বয়স ৭৫ বছর। তাছাড়া নিজের খাদ্য দিয়ে গ্রন্থের উদরপুর্তি করা থেকে বিরত হইনে। এতেও দুঃখের বদলে আনন্দ যা পাই তার চেয়ে আরো অধিক পেতাম বছরে যদি ৪/৫টা গ্রন্থ প্রকাশ হতো সব ধরনের। পরিশেষে কলম হাতে থাকা অবস্থায় যেন মৃত্যু হয় এটাই কামনা মহাপ্রভুর দরবারে।

www.pathagar.com

বাণী

ইতিহাস মানুষের মনের গতির দিক নির্দেশক। মহামানীষীদের অনুসারীর সহায়ক। তাঁরা যা করে গেছেন সে পথে ধাবিত করায় ইতিহাস। যা পাঠে মানুষ হতে পারে বিশ্ববিখ্যাত। উপনীত করায় আবিস্কারকের অঙ্গনে। অনুরূপ জেলা ভিত্তিক নড়াইলের ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা গালিব হরমুজ। এ গ্রন্থটাই লেখককে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। যেহেতু জেলার জন্য গ্রন্থটা হবে আয়না স্বরূপ।

জেলার তিন থানার, ৩৭ ইউনিয়ন, দু'পৌরসভার, ৬টা ওয়ার্ডের, ৩৮এলাকা সহ ৬২৯ টা গ্রাম নিয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে ঐতিহাসিক নড়াইল গ্রন্থ। এ ধরণের বিরল ইতিহাস বিৎকে অশেষ ধন্যবাদ শুধু নয়, উপরন্ত এ নিবেদিতপ্রাণ লেখকের কলমের গতি আরো প্রসারিত হোক সে প্রত্যাশার সঙ্গে তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উপ-পরিচালক উজির আহমেদ খান
জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর নড়াইল।

যাদের সর্বাত্নক সহায়তায় আমার সাহিত্য চর্চার পথটা সুগম অর্থাৎ ত্বরান্বিত হলো তাদের মধ্যে যশোরের শিক্ষক ও লেখক তারাপদ দাস। আগের জেলা প্রশাসক আমিনুর রসুল। বর্তমান জেলা প্রশাসক একে, এম, জাফরউল্যা। পৌর চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান চুন্ন, কাজী আলহাজ্জ শাহেদ আহমেদ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাশিদা বেগম। সাবেক এম.পি আলেয়া আফরোজ। বাঘারপাড়ার আগের ইউ, এন, ও মোফাজ্জেল হোসেন। বর্তমানে তিনি মানিকগঞ্জ জেলার রাজস্ব এ, ডি, সি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার ইকবাল হোসেন বিনা ভাড়ায় আমার বই প্রকাশনা সহ যে কোন উৎসবের জন্য দ্বার রেখেছেন উম্মুক্ত। সভাপতি শাহাজান আলী এবং সাধারণ সম্পাদক হারুনার রশিদ বাদশা নামযুক্ত করে গবেষণাগারের কমিটি গঠনের মাধ্যমে আমার মনে প্রবাহিত করালেন বিদ্যুতের তরঙ্গ। অভয়নগর নওয়াপাড়ার শিল্প পতি আমির হোসেন, পৌর চেয়ারম্যান অলিয়ার রহমান। শিল্প পতি এবং বাজার সমিতির সভাপতি আলহাজ্জ সরদার আব্দুল গনি। নড়াইলের জেলা প্রশাসক এ, কে, এম জাহাঙ্গীর।

আমার, এলাকায় বসুন্দিয়া বাবুল আক্তার, মিজানুর রহমান মিজান, রফিকুল ইসলাম চান্দু এবং ডাঃ এম, এ গণি খান গণ পৃষ্ঠপোষকতার কার্পণ্য করেননি, প্রত্যেকে সাংবাদিক। এসব ব্যক্তি বর্গ চিরস্মরণীয়। পরিশেষে সাদেক আহমেদ মৌলভী কালিয়া থানার পেড়লী গ্রামের স্থালে হবে তুলারাম পুর ইউনিয়নের পেড়লী। এ ভুলের জন্য দুঃখিত।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক নড়াইল

অনেক অনেক বছর আগে যশোর খুলনা ও নড়াইলের সমগ্র এলাকা ছিল সাগরের অন্তর্গত। সে প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন থানার মাটির নিচ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত উত্তোলিত হওয়ায়। যশোর সদর থানায় সাহাবাটী গ্রামের সাজ্জাদ মিয়ার ইটের ভাটার মাটি কাটা কালীন ৮/৯ হাত নিচে আবিস্কার হয় একটা নৌকার ছাপ ৫২ ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া। জংধরা লোহা ও ছিলো অনেক। বাঘারপাড়া থানার শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাসী মকছেদ গাজী পুকুর খনন কালীন ৮/৯ হাত মাটির নিচে পেয়েছিলেন কুমীরের পচা মাথা ও কয়েকটা দাঁত।

বড় বড় মাটির ছাপের সুপারী এক ঝাঁকা, এ থানার এগারোখান এলাকার সমপরিমান মাটির নিচে কেউ পেয়েছে সুন্দরী কাঠ, পাত কূপের চাড়ি এবং পাকা ঘাট। অভয়নগর থানার প্রেমবাগ গ্রামে মুচির পুকুর সংস্কার করা কালীন ৮/৯ হাত মাটির নিচে আবিস্কার হয় একটা বাইচের নৌকা হাত চল্লিশেক লম্বা। তার উপর পচা আমের আঁটিতে ছিল ভরপুর। এ ধরণের বস্তু যে যা পেয়েছে তার অন্ত নেই বিধায় অগ্রাহ্য করা যায় না কোন রূপ যে সাগর ছিল না পূর্বে;

কালে কালে চরপড়ায় হতে থাকে দ্বীপের সৃষ্টি। পরবর্তীতে ওই সব দ্বীপে বিভিন্ন গাছপালা জন্মে হতে থাকে ভরপুর। এরপর দ্বীপ গুলো অনেক কাল পর্যন্ত জঙ্গলে থাকে আবৃত। এ অবস্থায় আদি মানবদের ঘটতে থাকে আগমন। ক্রমন্বয়ে তাঁরা আসা শুরু করে ভারতবর্ষ অভিমুখে। বংশ বৃদ্ধির ফলে অথবা জায়গার সংকুলান না হওয়ায়।

তবে আর্য্য অনার্য্য যেই হোক তাঁরা যে আদি মানব এবং তাদের বসতি যে ছিল আরব এলাকায় এতে সন্দেহ নেই। কালে কালে ওই সব অসভ্য আদি মানবদের বংশ বৃদ্ধির ফলে দেখা দেয় জায়গার অভাব। যে কারণে তাদের আগ্রহ জন্মে এদিকে আসার। তাছাড়া উত্তর ও পশ্চিমে বিশালতপ্ত মরু ভূমি থাকায় বসবাসের উপযুক্ত নয় বিবেচনায় আসার গতি অব্যাহত রেখে ছিল ভারত বর্ষের দিকে।

এভাবে গড়ে উঠেছিল জন বসতি। প্রথম দিকে ভারতের অংশে সীমাবদ্ধ রইলেও পরবর্তীতে ওটা অতিক্রম করে আসতে থাকে বিভিন্ন দেশ সহ বাংলাদেশের দিকে। যেহেতু এদেশের গাছপালা এবং পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে বাড়ি ঘর নির্মাণ করতে থাকে জঙ্গল বেষ্টনীর অভ্যন্তরে। প্রথম দিকে যাঁরা আসে হয়তো তাঁরা ছিল চতুর এবং কিছুটা বিত্তশালী । পরবর্তীতে তাঁরাই হয় কেউ জমিদার কেউ রাজার দাবিদার

www.pathagar.com

ওই শ্রেণীর ব্যক্তি গণ এসে গড়ে তোলেন রাজ্য বা জমিদারী। ও সময়ের মানুষ হয়তো জমির সঙ্গে তুলনা করতো যমের। জমির কথা শুনে ভয় পেতো বিধায় কেনা দুরে থাক মাগনা ও নিতে চায়তো না কেউ। সে কারণে আগে আসা চতুর ব্যক্তিগণ নিজের ইচ্ছেনুযায়ী বৃহৎ রাজ্য বা জমিদারী পত্তন করার পেয়েছিলেন সুযোগ। জমি যে ভবিষ্যতের সম্পদ হবে সে ব্যাপারে তাঁরা বিচক্ষণ ছিলেন বিধায় জমির ওপরে দিয়েছিলেন অধিক গুরুত্ব।

সে কারণে বিপুল জমির দখলদার হয়ে প্রলোভন দেখিয়ে আনতে থাকেন যাঁরা ছিল গরীব শ্রেণীর। লোক আনার মূলেও যুক্তি ছিল প্রকট, যেহেতু মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব। সে হিসেবে জঙ্গল আবেষ্টনীর অভ্যন্তরে একার পক্ষে বাস করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় লোক আনতে বাধ্য হন। তাই আগতরা এসে বাড়ি ঘর করার সঙ্গে রাজা বা জমিদারকে স্বীকৃতি দেবার পর সমর্থন ও করছিল। রাজা বা জমিদারগণের হয়তো এভাবে হয়েছিলেন উন্নতি ওই পদে।

পরবর্তীতে ধারাবাহিকতা ছিল অব্যাহত, পর্যায়ক্রমে বৃহত্তম যশোর এলাকায় যে জমিদারের উৎপত্তি হয়েছিল তাদের নাম রাজা সীতারাম রায়, রাজা রাম রায়, রাজা মুকুট রাম রায়, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়, রাজা কন্দর্প নারায়ণ, রাজা রত্নেশ্বর রায়, জমিদার আনন্দ মোহন চৌধুরী, জমিদার কালী শংকর রায় এবং জমিদার বনমালী বসু। যাদের কথা উল্লেখ করা হলো তাদের মধ্যে প্রথমে রাজা সীতারাম রায়ের বিষয় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এ রাজা ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন কাটোয়ার মহিপতি গ্রামে মামা বাড়িতে। রাজা সীতা রামের জনক উদয় নারায়ণ চাকুরী করতেন রাজ মহলের নবাব সেরেস্তায়। সেখানে থাকা কালীন অথবা তারপরে নিজেই রাজ্য স্থাপন করেন ভূষণায়, পরবর্তীতে সুচারু ভাবে এ রাজ্যটা পরিচালনা করতে থাকেন। কয়েক বছর পর সে রাজার মৃত্যু হলে স্থলাভিষিক্ত হন ছেলে সীতারাম। রাজ্য প্রাপ্তির পর তিনি নির্বিবাদে করতে থাকেন পরিচালনা। অনেক দিন পর রাজ্যটা স্থানান্তরিত করার বাসনায় অনুসন্ধান করতে থাকেন নতুন জায়গার।

সে উদ্দেশ্যে এক দিন রওনা হলেন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে। কিছু দুর যেতেই অতর্কিতে ঘোড়ার পা গুলো ডেবে যায় শুকনা মাটিতে। অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন মাটি থেকে পা তুলতে, তখন হতবাক হয়ে রাজা ভাবলেন নিশ্চয় কোন কারণ নিহিত আছে এতে। তাই ভেবে রহস্য উদঘাটনের জন্য নির্দেশ দিলেন মাটি খননের। রাজার নির্দেশে লোকেরা নিযুক্ত হয় মাটি খননের কাজে। কয়েক হাত খননের পর আবিস্কার হয় একটা মন্দিরের চূড়া।

এতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় খনন কাজ থাকে অব্যাহত। আরও কিছু খনন হলে মাটির নিচ থেকে বের হয় একটা দেব মন্দির। সে মন্দিরটা আবিস্কার হওয়ায় রাজা ভাবলেন নিশ্চয় এতে কোন কল্যাণ নিহিত আছে। তাই ভেবে সেখানে প্রতিষ্টিত করেন নতুন রাজধানী। ওটা করার পর সুচারু ভাবে করতে থাকেন রাজ্য

www.pathagar.com

পরিচালনা। এরপর তিনি ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে লিপ্ত হলেন ষড়যন্ত্রে। এ খবর কর্ণগোচর হওয়ায় ভারত সম্রাট বিরোধীকে দমন করার জন্য অসংখ্যা প্রেরণ করেন সৈন্য।

তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য রাজা সীতারাম নিলেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে তিনি সঙ্গে একটা পোষা কবুতর নিয়ে বললেন, যুদ্ধে যদি পরাজিত হই তাহলে আমার বদলে ফিরে আসবে এই কবুতরটা। তাই বলে তিনি রওনা হলেন যুদ্ধের ময়দান অভিমুখে। গন্তব্যে যেতেই শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈনিক হতে থাকে হত, নিহত। জয় পরাজয় হবার পূর্বেই অতর্কিতে সঙ্গে নেওয়া কবুতরটা উড়াল দেয় পাখা মেলে।

ক্ষণেকের মধ্যে উপস্থিত হয় ভুষণার রাজধানীতে। রাজার বদলে শুধু কবুতরটাকে ফিরে আসতে দেখে রাজ পরিবারের লোকেরা ভাবলো নিশ্চয় রাজা পরাজিত হয়েছেন যুদ্ধে। তা না হলে কবুতর একা ফিরে আসতো না কোন রূপ। সে ধারণার বশবর্তী হয়ে রাজা সীতারামের বংশধর গণ সহ অনেকে আত্ম হনন করে প্রকান্ড একটা দীঘির পানিতে নিমজ্জিত হয়ে। এ আত্ম হনন থেকে মুক্তি পায়নি রাজ বংশের কোন একটা প্রাণী।

এদিকে রাজা সীতারাম বিপক্ষের সৈনিকদেরকে বিতাড়িত করে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তিন দিন পরে ফিরে এলেন রাজধানীতে। আসার পর ঘটনা শুনে এবং প্রত্যক্ষ করে শোক তাপে হলেন মর্মাহত। ফলে পরিবার বর্গদের বিচ্ছেদে তিনি ও হলেন তাদের অনুসারী অর্থাৎ ওই দীঘির পানিতে ডুবে করলেন আত্ম বিসর্জন। অদ্যাবধি যে দীঘিটা চতুর্দিকে গড়ের ন্যায় আছে পরিবেষ্টিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য ও সময় ওই ধরণের গড়ের প্রথা চালু ছিল রাজা বাদশাদের মধ্যে।

কিন্তু রাজা সীতারাম সম্পর্কে কারো দ্বিমত ও আছে। কারো মতে রাজা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় বন্দী অবস্থায় প্রেরিত হন রানী ভবাণীর কারাগারে। তারপর অপমানের গ্লানি সহ্য না করতে পেরে সে কারাগারেই মৃত্যু বরণ করেন ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে। সে রাজা ধরাধামে না রইলে ও অটুট বাড়ি সহ তার অনেক কীর্তির মধ্যে রাম সাগর, সুখ সাগর, কৃষ্ণ সাগর এবং সাগর দীঘি নামে বড় বড় এসব পুকুর রয়ে গেছে কালের সাক্ষী হিসেবে।

শ্রীরাম রাজার রাজধানী ছিল বারোবাজারের বাদুরগাছা মৌজার ছাপাই নগরে। সে রাজার আদি বাড়ি ছিল নাকি তার থেকে কিছু দুরে মাসলে হাসিলবাগ গ্রামে। কিংবদন্তীর গাজী কালু ব্রাহ্মণা নগরে যাচ্ছিলেন এ রাজার রাজধানীর ভেতর দিয়ে। কিন্তু শ্রীরাম রাজা তাদেরকে যেতে না দিয়ে গতি রোধ করে বলে জানা যায়। এতে গাজী কালু ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে অতর্কিতে সে রাজার রাজধানীতে আগুন ধরে যায়।

www.pathagar.com

সে আগুনে দাউ দাউ করে পুড়তে থাকে গোটা রাজ্যটা। সে আগুন নেভাবার সাধ্য কারো হয়নি। রাজবাড়ি সহ গাছ পালা ও পুড়ে হতে থাকে ভস্মীভূত। অবশেষে রাজার পরিবার বর্গ সহ সবাই পুড়ে মরেছিল সে আগুনে। তখন গাজী কালু নির্বিবাদে যেতে থাকেন গন্তব্যের দিকে। শ্রীরাম রাজার রাজ্যের ঘটনা গুলো কখন যে সংগঠিত হয়েছিল তার কোন সাল তারিখ উল্লেখ নেই কোন ইতিহাসে। তবে সে রাজার কীর্তির মধ্যে আছে একটা বড় গড় সহ দীঘি।

অত্র এলাকায় একটা প্রাচীন হাটের সন্নিকটে আছে গাজীর দরগা, একিংবদন্তীর গাজী কালুর দরগা বা মাজার কত যে আছে সারা দেশে তার হিসেব নেই। এ ধরণের ভিত্তিহীন যে কোন বস্তুর উপরে সমাজবাসী ভ্রান্ত মানুষ গড়ে তোলে স্বপ্নের তাজমহল। তারপর তা নিয়ে ব্যবসার পথ করে নেয় প্রসস্ত। একুসংস্কারের উপরে আকৃষ্ট সব শ্রেণীর মানুষ। ওর থেকে যাঁরা জ্ঞানী গুণী তাঁরা যে বাদ আছে তা নয় সবাই ওই পন্থী।

মুকুট রাম রাজার রাজধানীর কথা জানা যায় দুই জায়গায়। ঝিনাইদহ জেলার বিজয়পুরে এবং যশোরের ঝিকরগাছা থানার লাউজানী গ্রামে। সে রাজার মেয়ে চম্পাবতীকে ঘাত সংঘাতের পর যাকে বিয়ে করেছিলেন গাজী। তাছাড়া ও সময় ছাপাই নগর গ্রামের নাম ছিল ব্রাহ্মণা নগর। সে গ্রামে বাড়ি ছিল মুকুটরাম রাজার, অথচ গাজী কালুর জন্মস্থানের উল্লেখ আছে ছাপাই নগর গ্রামে। যাহোক গাজীর বউ ছিল না কোন অলৌকিক মহিলা, তবু তার মাজার ঝিনাইদহের বারো বাজারে এবং শ্যামনগর থানার লাবসা গ্রামে।

আরো এক রাজার নাম জানা যায় বিষ্ণুদাস হাজরা। তিনি ছিলেন ফরিদপুর জেলার ভাবরাসুরা গ্রামের অধিবাসী। বাল্যকালে এ রাজা ঝুঁকে পড়েন ধর্ম কর্মের দিকে। ওতে মুগ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগ করে হন ভবঘুরে পন্থী। ফলে ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে উপনীত হন ঝিনাইদহের ব্যাং নদীর তীরে। সেখানে একটা গাছের নিচে বসে লিপ্ত হন মহাপ্রভূর আরাধনায়। পরবর্তীতে তিনি হয়েছিলেন নলডাঙ্গার রাজা। এর অধিক আরকোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

রাজ্যটার অভিষেক কিভাবে হয়েছিলেন তারও তথ্য নেই কোন ইতিহাসে। আবার সে রাজার শেষ বংশধরের নাম ইন্দ্রভূষণ। তার আগের সে রাজার সন্ততি যাঁরা ছিল তাদের কথা এবং ইন্দ্রভূষণের রাজ্য প্রাপ্তি তাও রয়ে গেছে অজ্ঞাত। সমাপ্তি কাল তারও কোন সাল তারিখ নেই। মনে হয় পূর্বেকার রাজাদের সমসাময়িক কালে অথবা আগে পরেও হতে পারে।

রাজা প্রতাপাদিত্যের বাপের নাম শ্রীহরি। তিনি চাকরী করতেন দাউদ কররাণীর সেরেস্তায়। সেখান থেকে প্রাপ্ত হন সুন্দরবনের তালুক। ওটা কেনার পর চাকরী ছেড়ে চলে আসেন নতুন তালুকে। আসার পর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে হন আত্মনিয়োগী। নতুন জায়গায় এসে নতুন বিক্রমাদিত্য নামে হন পরিচিত।

www.pathagar.com

কররানীর সেরেস্তায় চাকরী ছেড়ে আসার সময় খুড়াতো ভাই জানকি বল্লভকেও সঙ্গে এনেছিলেন বিক্রমাদিত্য।

জানকি বল্লভও ভাইয়ের সঙ্গে চাকরী করতেন একই সেরেস্তায় সুন্দরবনে আসার আগে। তিনিও চাকরী ছেড়ে নতুন বসন্ত রায় নামের সনদ নিয়ে এসেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। আসার পর দু'ভাই যৌথ ভাবে সৌহার্দের সঙ্গে সুন্দরবনের নতুন রাজ্যটা পরিচালনা করতে থাকেন সুচারু ভাবে। কিছু দিন রাজ্য চালাবার পর হঠাৎ করে রাজা বিক্রমাদিত্য গমনকরেন পরলোকের উদ্দেশ্যে। ফলে রাজ্যটা হয় মুকুটহীন রাজার ন্যায়।

এ অবস্থায় বসন্তরায় যদিও রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য তবু নিজে না হয়ে রাজ পদে অধিষ্ঠিত করেন ভাই বেটা প্রতাপকে। তিনি রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে লিপ্ত হন ষড়যন্ত্রে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যদিও চাচা চাপে পড়ে রাজ্যটা আমাকে প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন সুযোগ পেলে পরবর্তীতে দখল করা থেকে বিরত হবেন না। তাই ভেবে পথটা নিষ্কন্টক করার বাসনায় কৌশলে সুযোগ বুঝে হত্যা করেন চাচা বসন্তরায়কে।

চাচার সঙ্গে তার পরিবার বর্গকেও নিস্কৃতি দেননি। প্রত্যেককে হত্যা করেন নির্মম ভাবে। এ হত্যা থেকে রক্ষা পায় শুধু রামু নামের বসন্ত রায়ের ছোট ছেলে কচু বনে লুকিয়ে থেকে। পরক্ষণে সে কচু ক্ষেত থেকে বেরিয়ে সবার অলক্ষ্যে চলে যায় অজানার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে ভারত সম্রাটের পৃষ্ঠ পোষকতায় যুদ্ধে অবর্তীণ হয় ভাই প্রতাপের সঙ্গে। সে যুদ্ধে রাজা প্রতাপকে হত্যা নয় বিতাড়িত করে দখল করে সুন্দরবনের রাজ্যটা।

যশোর খুলনার ইতিহাসে এসব বিবরণ উল্লেখ রইলেও শুধু যশোরের ইতিহাসে ভিন্নতর অর্থাৎ কারো সঙ্গে নেই কোনটার সামঞ্জস্যতা। ফলে ইতিহাস গুলো রূপ নেছে অন্ধদের হাতি দেখার শামিল। অন্ধরা হাতি দেখতে গিয়ে কুলো, মূলো লাঠি বা খুটির বর্ণনা করেছে জীবন্ত হাতির যেখানে যে হাত দিয়েছিল তারই ব্যাখ্যা তাঁরা করেছিল। সুতরাং যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে সেগুলো সঠিকের স্থলে মন্তব্যের উপরে।

রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে এর অধিক আর কিছু পাওয়া যায়নি কোন ইতিহাসে। সে রাজার রাজধানী সুন্দরবন এলাকার ধুমঘাটের ঈশ্বরীপুরে উল্লেখ রইলেও বেশ কিছু মতান্তর আছে। কারো কারো অভিমত রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিলো যশোরের চাঁচড়ায়। এ ধরণের দ্বিমতের অন্ত নেই। এর সঠিক বেঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে অনেকের অভিমত চাঁচড়ার আদি রাজা কন্দর্প নারায়ণ প্রতাপ নয়। কন্দর্প রায় চাঁদ খা নামক ব্যক্তির কাছ থেকে গাতি কিনে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

কারো অভিমত চাঁচড়ার রাজা কন্দর্প নারায়ণের রাজধানী ছিল মুরলীতে। হাজী মহসীন বিদ্যালয়ের সন্নিকটে যে আধ ভাঙ্গা মন্দিরটা বিদ্যমান ওখানেই ছিল

www.pathagar.com

সে রাজার বাড়ি এবং রাজধানীটাও। ওর অদুরের পশ্চিমে সড়ক লাগোয়া বিদ্যমান দুটো জোড় মন্দির ও রাজা কন্দর্প নারায়ণের নির্মিত। তার পূব দক্ষিণ পাশের ঈমাম বাড়িটাও সে রাজার কীর্তি। পরবর্তীতে দানবীর হাজী মহাম্মাদ মহসীন এসব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আবার রাজা কন্দর্প নারায়ণ ছিলেন মুকুটরাম রাজার সন্তান। বিভিন্ন ইতিহাসে এ ধরণের ভিন্ন মতবাদ। তাছাড়া রাজা প্রতাপাদিত্যের জন্ম এবং জন্ম স্থানের বিষয়টা পাওয়া যায় না কোন ইতিহাসে। যা যায় তাও আদি মানব আর্য্য অনার্য্য গণেরই শামিল। এ আদি মানবদের জন্ম ভূমি যে কোথায় ছিল সে ব্যাপারে ইতিহাস গুলো মুখ খুলতে নারাজ বিধায় হয়তো নীরব ভূমিকা পালন করাটাই উত্তম ভেবেছিল।

এরপর আনন্দ মোহন চৌধুরীর কথা যত দুর জানা যায় তিনি হাজার খ্রীষ্টাব্দের দিকে জমিদারী পত্তন করেছিলেন যশোরের বকচরে। প্রথমে তিনি বাঘারপাড়া থানার রাধানগর গ্রামে এসে বসতি শুরু করেন। কোন দেশ থেকে এলেন তারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না কোথাও। অথচ বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেক উঁচু করে মাইল খানেক ব্যাপী যে গড়টা তৈরী করেছিলেন তা আজও বিদ্যমান। তবে কিছুটা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।

পরবর্তীতে আনন্দ মোহন জমিদারী পত্তন করেন বকচরে গিয়ে। তার সে জমিদারী কতদিন স্থায়ী ছিল এবং বংশ পরম্পরের ধারা বাহিককতা ছিল কিনা তারও সঠিক কোন তথ্য নেই। তবে সে জমিদারের কীর্তির মধ্যে একটা জীর্ণ মন্দির আছে বকচরে। মুরলীর জোড় মন্দিরটাও সে জমিদারের নির্মিত বলে অভিমত বা ধারণা এলাকা বাসীদের। ভিন্ন জনের ভিন্ন মন্তব্য রইলেও আদি কাল থেকে চাঁচড়ায় বসবাস কারী ঘোষদের মতে প্রকৃত চাঁচড়ার রাজা ছিলেন প্রতাপাদিত্য ছাড়া আর কেউ নয়।

এ বক্তব্য চাঁচড়ার বাসিন্দা শিব চরণ ঘোষের। তিনি দাবি করেন তার পূর্ব পুরুষ গণ রাজা প্রতাপাদিত্যের সমকাল থেকে এখানে বসবাস করছেন। সে দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের বিপক্ষে মামলা করে বিজয়ীও হয়েছেন। ফলে ঘোষের মন্তব্য উপেক্ষা করার উপায় নেই। সুতরাং রাজা প্রতাপাদিত্যের এবং রাজা কন্দর্প নারায়ণ উভয়ের মধ্যে প্রকৃত চাঁচড়ার রাজা যে কে সে সম্পর্কে যদি কারো জানার আগ্রহ থাকে তাহলে তা নির্ণয় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

রাজা রত্নেশ্বর রায়ের অবস্থা ও তদ্রূপ কোন তথ্য নেই। কোথায় সে রাজার জন্ম বা জন্মস্থান উল্লেখ নেই কোথাও। তথ্য যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে তিনি একটা কালী মন্দির নির্মান করেছিলেন অভয়নগর থানার নওয়াপাড়া বাজারে দীর্ঘকাল আগে। তবে সাল তারিখ জানা নেই কারো। যদিও সব কিছু জানার বাইরে তবু সে মন্দির টিকে আছে কালের সাক্ষী হিসেবে। আড়ম্বরের সঙ্গে সে মন্দিরে পূজো পার্বণ ও হয় মাঝে মধ্যে।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে বনমালী বসু নামে আরো এক জমিদার ছিলেন অভয়নগরের পাথালিয়া গ্রামে। এ জমিদারের বিষয় উল্লেখ ছিল ঐতিহাসিক যশোরে বিধায় পুনরায় ব্যাখ্যা নিষপ্রয়োজন। সমসাময়িকে আরো কত খুঁদে জমিদারদের উদ্ভব যে হয়েছিল যেখানে সেখানে তার ঠিক নেই। তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কলমের দিক পরিবর্তন করে নেওয়া হলো নড়াইলের দিকে।

যশোর খুলনার ইতিহাসে জানা যায় নড়াইলের আদি জমিদার কালী শংকর রায়ের জন্ম ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নড়াইল এলাকায়। তার জনকের নাম রূপরাম দত্ত। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি। ফলে ছেলে কালী শংকরকে নিযুক্ত করেছিলেন নাটোরের রাণী ভবানীর সেরেস্তায় চাকরীতে। তিনি সেখান থেকে কয়েকটা পরগনা কিনে ১৭৯৬ সালে জমিদারী পত্তন করেন নড়াইলে। সেই হিসেবে নড়াইলের আদি বাসিন্দা রূপরাম দত্তকে বলা যায়।

রূপরামের আগে হয়তো নড়াইল এলাকায় আর কোন মানুষের আগোমন ঘটেনি। তিন শতাধিক বছর আগে এসে তিনি জঙ্গল বেষ্টনীর অভ্যন্তরে বাড়ি-ঘর নির্মণ করেছিলেন। পরবর্তীতে এনেছিলেন কয়েকঘর লোক। আগতরা আসার পর অনুরূপ জঙ্গল কেঁটে ছোট ছোট ঘর নির্মাণ করতে থাকে। সুতরাং তিন শতাধিক বছর আগে নড়াইলের ময় এলাকা জঙ্গলে যেমন ছিল আচ্ছাদিত তেমন জলাশয়ে ভরপুর। এর পরিবর্তন করেন কালী শংকর।

তিনি জমিদারী পত্তনের সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে লোক এনে বসতি গড়ে তোলেন। এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল জনসংখ্যা। আগতরা প্রজায় রূপান্তরিত হয়ে জমিদারকে দিতে থাকে স্বল্প খাজনা। কালে কালে সে জমিদারের বংশধরগণ ওয়ারেশ সূত্রে জমিদারী করেছিলেন পরিচালনা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সঙ্গে নড়াইলের জমিদারগণ মাতৃভূমি ত্যাগ করে গমন করেন ভারতের উদ্দেশ্যে। তারাঁ গেলেও তাদের আশ্রিত গরীব বুনো বাগদীরা মাটি কামড়ে পড়ে ছিল এদেশে।

যাহোক পরবর্তীতে নড়াইল মহাকুমায় রূপান্তরিত হয়ে সংযুক্ত হয় যশোর জেলার সঙ্গে। তারপর নড়াইল জেলায় উন্নীত হয় ১৯৮৪ সালে। তিনটা থানা নিয়ে এ জেলার উৎপত্তি। এ তিন থানায় দুটা পৌরসভা, ৩৭ ইউনিয়ন এবং ৬৬৭টা গ্রাম আছে দুটা পৌরসভার ৩৮টা এলাকাসহ ১৯৯১ সালের সরকারী পরিসংখ্যান মোতাবেক।

যদিও পৌরসভার ওয়ার্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু লোক সংখ্যাও শিক্ষিতের হার চুড়ন্ত হয়নি বিধায় আগের হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে সমস্যা নিরসনের জন্য। তাছাড়া যেমন লাইনের পরিবর্তে ইউনিয়নগুলো ওলট-পালট তেমন গ্রামের অবস্থা তথৈবচ সে হিসেবে কয়েকটা ইউনিয়নের গ্রামগুলোকে লাইন মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা হলো। অবশিষ্ট পরিসংখ্যানের উপরে ভিত্তি করে। যেহেতু পরিসংখ্যান থেকে নিতে হয়েছে গ্রামের নাম, ইউনিয়নের আয়তন, লোকসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার। বাদবাকি তথ্য নিজের সংগ্রহ করা।

www.pathagar.com

সদর থানার পৌরসভা

সদর থানার পৌরসভা থেকে শুরু করা হচ্ছে। এ সভার এক নম্বর ওয়ার্ডে এলাকা আছে ৭টা। ও গুলোর নাম বরাশুলা, বাহিরডাঙ্গা, দূর্গাপুর, ডুমুর তলা, মহিষ খোলা, রঘুনাথপুর ও ভাটিয়া। এরপর লিপি বদ্ধ করা হচ্ছে যে এলাকায় ঐতিহ্যের যা কিছু আছে। মসজিদ, মন্দির, দীঘি, বাওড়, মাজার, শ্মশান, গাছ, রাজা-বাদশাদের ভগ্ন বা বিলীন বাড়ী, প্রত্নতত্বের যা কিছু, যাবতীয় শিক্ষালয়, ইউনিয়নের আয়তন, লোক সংখ্যা ও শিক্ষিতের হার।

তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সহ শহীদ ও নিহতদের তালিকা, গণকবর, বদ্ধভূমি এবং যুদ্ধ। এসব তথ্য গ্রন্থে সংযুক্ত করার বাসনা নিয়ে যদিও তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তবুও সে সব তথ্য বাদ রাখতে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা না হওয়ায়। সে সত্ত্বে আমি যদি তাদের তালিকা করতে যাই তাহলে বাদ পড়বে হাজার হাজার ভূয়া মুক্তি যোদ্ধাগণ। যাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হাতিয়ে নিচ্ছে রাজ কোষের অর্থ। তবু সম্ভব হলে ভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছে।

এবার মূল প্রসঙ্গের প্রথম এলাকা বরাশুলায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং এতিম খানা। এলাকার পূবে চিত্রা নদী তীরে আছে শ্মশান। নতুন জেলখানা অত্র এলাকায় *বাহির ডাঙ্গা এলাকায় বাড়ি কবি ও গীতিকার বিপিন সরকারের। তার প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ মাটির প্রদীপ, ঝরাফুল, প্রতিচ্ছবি, ছোট ডিঙ্গি, ও শ্রীমজ্জু গীতিকা। এ কবির জন্ম ১৯২৪ সালে * দুর্গাপুর এলাকায় আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। অত্র এলাকার সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জেলা প্রশাসক। তখন কার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুন নেছা। বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর হোসনেয়ারা বেগম।

এখানকার দাখিল মাদ্রাসা ১৯৮০ সালে স্থাপন করেন নওয়াপাড়া পীর শাহ্ রফিকুজ্জামান। তখন থেকে সুপারের পদে আছেন মাওলানা সামছুর রহমান। অত্র এলাকায় সার্কিট হাউজ স্থাপিত। রেজিষ্ট্রি, ভূমি অফিস এবং মৎস অধিদপ্তর তাও এখানে। এসব তেভাগা অনন্দালনের মাঠে। যে মাঠে ঐ আন্দোলনের নেতা কর্মী গণের হতো সমাবেশ। তাদের নাম লিপি বদ্ধ হবে যার বাড়ি যে এলাকায়।

তাছাড়া পূর্বে এ মাঠটা ছিল নড়াইল জমিদার গণের রথখোলা। বর্তমানে সে মাঠে গড়ে উঠেছে সরকারী অফিস আদালত। যাহোক এলাকার পশ্চিম পাড়ায় পূজো মন্ডব এবং উত্তর পাশে বিলের অভ্যন্তরে শ্মশান * ডুমুরতলা এলাকায় একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ নূরানী ও হাফেজী উভয় মাদ্রাসা আছে। বেগ পাড়ায় আছে প্রাচীন মসজিদ। এজমালি একটা গোরস্থান ও আছে অত্র এলাকায়।

www.pathagar.com

তেভাগা আন্দোলনের নেতা নূর জালাল মোল্যার বাড়িটা ও ছিল এলাকায়। তিনি ধরাধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন অজানার উদ্দেশ্যে। যেখান থেকে কেউ কোন দিন ফিরে আসে না আর। তবু মানুষ ভুলতে পারেনি তার কর্ম কান্ড। সবকিছু বিলীন হলেও মহামনীষীদের কীর্তিগুলো বিলুপ্ত না হয়ে চির ভাস্বর হয়ে রয়ে যায় স্মৃতি স্বরূপ।

মহিষখোলা এলাকায় আছে দুটো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বালক বালিকা উভয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে। বালক বিদ্যালয়টা ১৯০২ সালে স্থাপিত হলেও প্রতিষ্ঠাতা এবং তখনকার প্রধান অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান ভারপ্রাপ্ত নূরজাহান বেগম। বালিকা মাধ্যমিক ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন এস.ডি.ও ওয়ারেশ আলী চৌধুরী। প্রথম প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত তাহাজ্জুল হোসেন, বর্তমান প্রধান মোশাররফ হোসেন। এলাকার পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৬ সালে স্থাপন করেন গোলাম মোস্তফা গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান প্রধান নূরুল ইসলাম।

এ মহিষখোলায় আব্দুল হাই ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় ১৯৮৪ সালে স্থাপন করেন চেয়ারম্যান খান আব্দুল মতিন। প্রথমকার অধ্যক্ষ মৃত হরিপদ বসু। বর্তমান অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুনশী। তিনি কবি ও সাহিত্যিক। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কাব্য ৮ এবং ইতিহাস ৫ ও অনুবাদ ১টা। এলাকার পশ্চিম পাড়ায় আছে একটা প্রাচীন মসজিদ। ১৯৬৪ সালে কালেক্টরী ভবন স্থাপিত এলাকায়। বর্তমান জেলা প্রশাসক এ, কে, এম জাহাঙ্গীর। ১৯৭২সালে স্থাপিত পৌরসভা। চেয়ারম্যানের পদে আছেন নিজাম উদ্দিন খান নিলু।

জেলা পরিষদ স্থাপিত ১৯৮৮ সালে অত্র এলাকায়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমীর হোসেন বর্তমান পদধারী। এলাকার চিত্রা নদীর তীরে থানা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী ফাউন্ডেশন, আধুনিক ডাকবাংলো, নতুন জজ আদালত, প্রাচীন কারাগার, তৎসংলগ্ন প্রাচীন বটগাছ, তার পশ্চিমে বড় ধরণের পুরানো পুকুর, সরকারী ও বে-সরকারী গণপাঠাগার এবং চিত্রবাণী ছবিঘরটাও অত্র এলাকায়। শিল্প কলা একাডেমী, অডিটরিয়াম তাও এলাকার আওতায়। মাতৃসদন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাজারের প্রাচীন মসজিদ, ফেরীঘাট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এলাকায়। কর্ম কর্তার পদে আছেন গুরুপদ নন্দী। অত্র এলাকার অবদার বাউন্ডারীতে ৮ জনকে হত্যা করায় পরিচিত হয়েছে বদ্ধভূমি হিসেবে।

রঘুনাথ পুর এলাকায় আছে শুধু একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষালয়ের মধ্যে। এলাকার বাগবাড়ি পাড়ায় আছে প্রাচীন মসজিদ। মাঝামঝি একটা দীঘি আছে উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত। এলাকার ঘোড়াখালী নামক জায়গার মোড়ে একটা পাকুর এবং খেয়াঘাটে আছে প্রকান্ড একটা বট গাছ। দক্ষিণে মরন পথের যাত্রী চিত্রা নদীর ওপরে সেতু। অত্র এলাকায় বাড়ি ছিল তেভাগা আন্দোলনের নেতা শেখ আঃ গনির। ঘোড়াখালীর সন্নিকটে নীল কুঠির নিদর্শন আছে।

www.pathagar.com

এলাকার নিশিকান্ত সাহা ১৯৩০ সালে স্বপ্নে দৃষ্ট হয়ে চিত্রা নদী থেকে তুলে আনে চড়ক পাট সহ পুজার সরঞ্জাম। স্বপ্নের নির্দেশে তার স্ত্রীর সমাহিত কংকাল দু' বছর পর কবর থেকে তুলে সংরক্ষণ করা মন্দির যেটা বিদ্যমান আছে * ভাটিয়া এলাকায় আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এলাকার উত্তরে চিত্রা নদী তীরে শ্মশান, তৎসংলগ্ন বৃহৎ এবং অতি প্রাচীন দুটা আমগাছ আছে এলাকার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে। কালে কালে গুরুত্ব সহকারে করে যাচ্ছে তাদের কর্তব্য পালন। পরিশেষে এ ওয়ার্ডের আয়তন ২৩১২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬২৭৪, মহিলা ৫৫১৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৫৭.৫ ও মহিলা ৪৪.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

২ নম্বর ওয়ার্ড

এ ওয়ার্ডে এলাকা আছে ৬ টা। ও গুলোর নাম আলাদাৎ পুর, ভাদুলিডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, মাছিমদিয়া, নড়াইল ও ভওয়াখালী।

ওয়ার্ডের প্রথম এলাকা আলাদাৎ পুরে আছে প্রাচীন একটা মসজিদ মধ্য পাড়ায়। এলাকার পূবে ও পশ্চিম পাড়ায় দুটা পূজো ম ন্ড ব। কারিগরী প্রশিক্ষণ অফিস অত্র এলাকায়। সরকারী গোরস্থান ও উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়ের অফিস তাও এলাকার আওতায় * ভাদুলিডাঙ্গা এলাকায় আছে বারোয়ারী পূজো মন্ডব। ফরিদপুরী খাজা বাবার দরগা এবং মহাসড়কের ওপরে সে আমলের দুটা পাকুড় গাছ আছে অতি বৃহৎ।

কুড়িগ্রাম এলাকায় ভিকটোরিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয় ১৮৮৬ সালে স্থাপন করেন জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়। তখন কার অধ্যক্ষ ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ সেন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত নিরাঞ্জন কুমার মল্লিক। এলাকার ফাজিল মাদ্রাসা ১৯৮৫ সালে স্থাপন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল লতিফ গণ। তখন থেকে অধ্যক্ষের পদে আছেন মাওলানা সারওয়ারই আলম। এলাকার পূর্ব দক্ষিণের সন্নিকটে নিশিতলা মন্দির, তৎসংলগ্ন বৃহৎ বটগাছ।

অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ বাজারে একটা দুর্গা ও কালী মন্দির সহ প্রকান্ড বটগাছ। এলাকার পূবে চিত্রা নদীতে বৃহৎ পাকা একটা ঘাট জমিদার গণের আমলের যা অক্ষয় আছে অদ্যাবধি বিলীন না হয়ে। এলাকায় বড় ধরণের একটা পুকুর ও আছে। বাজারে একটা প্রাচীন মসজিদ। এখানকার প্রেস ক্লাব ১৯৮১ সালে স্থাপিত। দৈনিক ওশান পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক প্রান্তিকের জন্ম অত্র এলাকায় ১৯৯২ সালে। পত্রিকা গুলোর মালিক ও প্রকাশক এ্যাডঃ আলমগীর সিদ্দিকী।

জমিদার রূপনারায়ণ ও রতন উভয়ের নামানুসারে এলাকার নাম করণ হয়েছে রূপগঞ্জ ও রতনগঞ্জ। সে আমলের একটা ডাকঘর আছে এখানকার বাজারে। দেশ বরেণ্য চিত্র শিল্পী এস.এম.সুলতানের বাড়িটাও কুড়িগ্রামের আওতায়। তিনি চিত্র শিল্পের প্রখ্যাত ব্যক্তি। যাকে নিয়ে দেশ ও জাতির গর্ব। তিনি ১৯৯৪ সালে ধরাধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন অজানার উদ্দেশ্যে। সে শিল্পীর প্রতিষ্ঠিত শিশু স্বর্গের কাজ হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে।

তার চিত্র কর্মের অনেক কিছু সংরক্ষণ আছে সরকারী ভাবে। সওয়ারহীন শিল্পীর নৌকাটা অটুট রইলেও হয়তো শোক তাপে ভারাক্রান্ত। তত্বাবধায়কের অভাবে সে নৌকাটা দিন দিন পৌছে যাচ্ছে অন্তিমের দ্বারপ্রান্তে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সহ রামকৃষ্ণ আশ্রম ও আছে অত্র এলাকায়। পূবে চিত্রা নদী উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত। ওয়্যারলেশ ভবনটাও অত্র এলাকায় * মাছিমদিয়া এলাকায় একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। চিত্র শিল্পীর পুরানো বাড়িটাও অত্র এলাকায়। ঈদগাটাও

www.pathagar.com

এখানে। গ্রামের উত্তরে বেলি সেতু এবং দক্ষিণে কড়াল বিল। কবি সাহিত্যিক ও চিকিৎসক শুকুমার কুন্ডু এ গ্রামের অধিবাসী।

নড়াইল এলাকার বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮৮৬ সালে স্থাপন করেন শিব শংকর রায়। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন আব্দুল হামিদ মোল্যা। এ নড়াইল এলাকা থেকে জমিদার গণের অস্থিত্ব বিলীন হলেও সেখানে গড়ে উঠেছে অনেক কিছু। সে জমিদারদের ভিটে বাড়িতে হয়েছে পুলিশ লাইন সহ সরকারী শিশু সদন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সর্ব মঙ্গলা মন্দির, শিব দূর্গা ও লক্ষী মন্দির, তার দক্ষিণ পূবে প্রকান্ড দীঘি। প্রকান্ড ঝিলের পুকুর সহ আরো তিনটা বড় পুকুর। কবি, প্রাবন্ধিক মিয়া মোঃ শেখ আব্দুল্লাহ এলাকার বাসিন্দা।

ভওয়াখালী এলাকায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। উওর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। সড়ক লাগোয়া দুর্গা মন্দির সংলগ্ন বটগাছ। অপর বটগাছ মাঠে। চিত্রা নদী এলাকার পূবে। আধুনিক হাসপাতাল, টেলিফোন একচেঞ্জ, অগ্নি নির্বাপক অফিস, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পুলিশ সুপার কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার কার্যালয়টাও অত্র এলাকার আওতায়। অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ও লেখক প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের বাড়িটাও এলাকায়। তার প্রকাশিত গ্রন্থ শতাব্দীর সাক্ষী। এখানকার অধিবাসী ছাত্র, কলামিষ্ট ও সাংবাদিক প্রদীপ কুমার কুন্ডু। এ ওয়ার্ডের আয়াতন ২৪২৭ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৫০২৮, মহিলা ৪৬৩১ জন। শিক্ষত পুরুষ ৬৪.৫ ও মহিলা ৫০.৪ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৩ নম্বর ওয়ার্ড

এ ওয়ার্ডে এলাকার সংখ্যা ১১ টা। এ গুলোর নাম বিজয়পুর, বেনাডোব, বেতবাড়িয়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ধোপাখোলা, হাটবাড়িয়া, কুলাইতলা, কাশিয়াড়া, মথুরাপুর রায়পুর ও উজিরপুর।

এ ওয়ার্ডের প্রথম এলাকা বিজয়পুরে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। উত্তরে চিত্রা নদী এবং দক্ষিণে কাড়ালের প্রকান্ড বিল * বেতবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক ভক্ত সরকার। তথ্যের ব্যাপারে সাহায়তাকারী তিনি * ধোপাখোলা এলাকায় বারোয়ারী মন্দির। বিশাল একটা পাকুড় গাছ এবং এলাকার উত্তরে কাড়াল বিল ছাড়া নেই আর কিছু * হাটবাড়িয়া এলাকায় আছে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানকার আদি জমিদারের নাম জিতেন্দ্র নাথ রায়। সে জমিদারের অস্তিত্ব না রইলেও তার কীর্তি আছে অনেক।

তার মধ্যে উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত একর তিনেক এলাকা নিয়ে দীঘি। উক্ত দীঘির চতুর্দিকে বড় বড় আম কাঠাল সহ বিভিন্ন ধরণের গাছে পরিবেষ্টিত। জমিদার আমলের একটা মন্দির আছে জরাজীর্ণ অবস্থায় কালের সাক্ষী স্বরূপ। সরকারী হাসপাতালও আছে একটা। এলাকার পূবে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান * কুলাইতলা এলাকায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকার নিম্ন মাধ্যমিক ১৯৯৫ সালে স্থাপন করেন এলাকা বাসী। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। কালী মন্দির সহ এলাকার পূবে চিত্রা নদী।

উজিরপুর এলাকায় সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটা করে। বালক বালিকা উভয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে দুটা। বালক বিদ্যালয়টা ১৯৭৪ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ দত্ত। বর্তমান প্রধান প্রবঞ্জন কুমার দাম। বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমিনুল ইসলাম সরদার। বর্তমান প্রধান সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস।

এলাকার সরদার পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। হিন্দু পাড়ায় পূজো মন্ডব। অত্র এলাকায় পুরানো ডাকঘর ও আছে একটা। তিন এলাকার মাঝে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান সংলগ্ন প্রকান্ড বটগাছ সে আমলের। এলাকার ছাত্র তুষার কুমার বিশ্বাস নাটক ও কবিতা লেখেন। অত্র এলাকায় ছিল কেশব রাজার বাড়ি। যার কিছু নির্দশন আছে ভাঙ্গা অবস্থায়। এ রাজাকে নিয়ে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে দীর্ঘ কাল থেকে।

জমি নিয়ে আদালতে এ রাজার মামলা ছিল কোন ব্যক্তির সঙ্গে। যে দিন মামলার রায় ছিল সে দিন রাজা বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় একটা পোষা কবুতর নিয়ে বলেছিলেন মামলায় পরাজিত হলে এ পোড়া মুখ নিয়ে ফিরে আর আসবো না

www.pathagar.com

বাড়ীতে। তাই বলে রওনা হয়ে চলে গেলেন আদালতের উদ্দেশ্য। গন্তেব্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন ডাক না হওয়া পর্যন্ত। হঠাৎ করে কবুতরটা ছুটে উড়াল দিয়ে চলে যায় নিজের বাসস্থানে।

কবুতরকে ফিরে আসতে দেখে রাজার পরিবার বর্গরা ভাবলো নিশ্চয় মামলায় হার হয়েছে বিধায় ফিরে এসেছে অবুঝ পাখি। তাই ভেবে রাজার পরিবার বর্গ একটা নৌকায় উঠে চলে যায় বিল অভিমুখে। তারপর সবাই ডুবে মরে একটা খালে। এরপর রাজা মামলায় বিজয়ী হয়ে বাড়ি ফিরে এসে শুনে এবং দেখে তিনিও হন তাদের অনুসারী একই খালে। যে খালটা বিলীন না হয়ে অদ্যাবধি আছে বহাল।

তাছাড়া ঘটনা সুত্রে সে খালটা পরিচিত হয়েছিল বুড়িখালী নামে। যুগ যুগ অতিবাহিত হলেও সেখালের নামের কোন পরিবর্তন না হয়ে অদ্যাবধি আছে অপরিবর্তিত। যদিও ঘটনাটা দীর্ঘকাল আগের তবু এলাকা বাসীদের কাছে হয়ে আছে চিরস্বরণীয়।

পরিশেষে এ ওয়ার্ডের আয়াতন ২৩৯৯ একর্। লোক সংখ্যা পুরুষ ২৮৩৫, মহিলা ২৬৯২ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৭.৯ ও মহিলা ৩৩.৫ পয়েন্ট। এরপর লিপিবদ্ধ হচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায়।

www.pathagar.com

১ নম্বর ইউনিয়ন মাইজপাড়া

এ ইউনিয়নের অধিনস্ত গ্রামের সংখ্যা ২৫টা। ওগুলোর নাম ধাড়িয়াঘাটা, কালুখালী, মাগুরা, গুচ্ছগ্রাম, কাঠাল বাড়িয়া, মাইজপাড়া, পোড়াডাঙ্গা, তালেশ্বর, হোসেনপুর, দৌলতপুর, দুর্গাপুর, বোড়ামারা, কোদলা, উড়ানী, চারিখাদা, বলরামপুর, আদমপুর, পূবে নদীপার আতশপাড়া, সলুয়া, রামেশ্বরপুর, ডহর তারাশী, তারাশী, কল্যাণ খালী, লোকনাথপুর ও রামপুর।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম ধাড়িয়াঘাটার মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ছাড়া নেই আর কিছু। গ্রামের দক্ষিণে চিত্রা নদী * কালুখালী গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * মাগুরা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৬ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন লুৎফর রহমান মোল্যা।

এগ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন একটা মসজিদ, পূব পাড়ায় পূজো মন্ডব, গ্রামের উত্তর পাশে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান * গুচ্ছ গ্রামে শুধু একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষালয় বলতে। চিত্রা নদী গ্রামের পূবে উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত এগ্রামের তথ্য প্রদানকারী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আবু বক্কার মোল্যা * কাঠাল বাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। পূব পাড়ায় রাধাগোবিন্দ মন্দির এবং গ্রামের পূবে চিত্রা নদী উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত আবহমান কাল থেকে।

মাইজপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩২ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। বর্তমান প্রধান নিরাঞ্জন কুমার সরকার। এখানকার বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন ফেরদৌস আহমেদ।

ডাকনাম উড়ানী রইলেও মহাবিদ্যালয়টা অত্র এলাকায়। প্রতিষ্ঠিতকাল ১৯৯৫ সালে এলাকা বাসীদের উদ্যোগে। প্রথমকার অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান। বর্তমান অধ্যক্ষ কৃষ্ণপদ সাহা। গ্রামের উত্তরে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান, ইউনিয়ন পরিষদটাও এগ্রামে, বিশেষ গুণী এবং আদি বাসিন্দা হরিপদ ভট্টাচার্য বলে জানা যায় তথ্য সংগ্রহ কালীন। তিনি নড়াইলের কুড়িগাম এলাকায় নির্মান করেছেন রামকৃষ্ণ আশ্রম। যা অদ্যাবধি আছে অক্ষয়।

এগুণীর পাঁচ পুরুষ নিম্নের তাপস ভট্টাচার্যের বয়স ৪০ বছর। অত্র এলাকায় আরো এক গুণীর নাম ভবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত ও মৃত কবিরাজ গঙ্গাচরণ ছিলেন এগ্রামের বাসিন্দা। এখানকার প্রসিদ্ধ বাজার সংলগ্ন চিত্রা নদীর ওপরে সেতু * পোড়াডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় দুর্গা মন্দির। গ্রামের মধ্য দিয়ে কাজলা নদী প্রবাহিত।

www.pathagar.com

তালেশ্বর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় কালী ও দুর্গা মন্দির। তৎসংলগ্ন প্রকান্ড একটা বটগাছ আছে মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত। গ্রামের পূবে কাজলা নদী * হোসেনপুর গ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ অপর এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় অতি প্রাচীন মসজিদ ও আছে সে আমলের। গ্রামের পশ্চিম পাশে কাজলা নদী উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত।

দুর্গাপুর গ্রামে আছে একটা দাখিল মাদ্রাসা। ১৯৮৫ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে সুপারের পদে আছেন মাওলানা আবু দাউদ * বোড়ামারা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাচীন মসজিদ আছে গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়। এগ্রামের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন আলতাফ হোসেন সিকদার। মাদন গাজী নামে বৃহৎ দেহের ব্যক্তি ছিল জমিদারের লঠিয়াল।

শরীর ও শক্তিতে লাঠিয়াল গাজী অসুরের ন্যায় ছিল বিধায় সমাজ বাসী মানুষ তাকে যমদুতের সঙ্গে তুলনা করতো। গাজীর দাপটে নড়াইলের জমিদার গণও ছিলেন ভীতু। সে জমিদার গণ কেউ যদি ওই পথে হাতিতে চড়ে মাইজপাড়ার উদ্দেশ্যে গমন করতেন তাহলে মাইল খানেক দুরে হাতি রেখে হেটে যেতে বাধ্য হতেন। খুঁদে জমিদার আলতাফ হোসেনের যাতে সম্মান হানি না হয় বিবেচনায় এবং বিদ্রোহ না করেন।

নড়াইলের প্রতাপশালী জমিদার হওয়া সত্ত্বে ও তাঁরা এমন ভয় করতেন এখানকার খুঁদে জমিদার আলতাফকে। তাছাড়া জমিদারীর মধ্যে যাতে কোন বিশৃংঙ্খলা না ঘটে শান্ত থাকে তার জন্য নড়াইলের জমিদার রতন বাবু একর দশকের মতো একটা প্রকান্ড দীঘি নিষ্কর উপহার স্বরূপ প্রদান করেছিলেন খুঁদে জমিদারকে। এ খুঁদে জমিদারের ভিটেয় অন্য লোক বসত করলে ও পূর্বেকার ঘটনাবলি স্বরণ রেখেছে এলাকাবাসী।

উড়ানী গ্রামের বাজারে শুধু একটা মসজিদ আছে অতি প্রাচীন, এ বাজারে একটা কালী মন্দির ও আছে। উক্ত বাজার সংলগ্ন শ্মশান, এ গ্রামে বাড়ি ছিল অলৌকিক কামেল পীর মরহুম হাজী আব্দুল আজিজের। সে পীরের এলাকা থেকে রাতে অথবা দিনে মুরগী নিয়ে যেতে না পেরে শেয়াল দাঁড়িয়ে থাকতো নির্বিকার ভাবে। পীর যখন ঘটনার কথা জানতে পারতেন তখন নির্দেশ দিলে মুরগী রেখে শেয়াল তার গন্তব্যে গমন করতো।

তাছাড়া সে পীরের অলৌকিকতা সম্পর্কে যাঁরা অবজ্ঞা করতো তাঁরা যাচাইয়ের জন্য মাঝে মধ্যে যেতো পীরের কাছে পরীক্ষে করার বাসনা নিয়ে। অবিশ্বাসীরা গেলে পীর আগত ব্যক্তির হাতে দিতেন একটা শুকনো কাঠ। ওটা হাতে নেবার সঙ্গে অবিশ্বাসী শুনতে পেতো সে কাঠ দিয়ে শব্দ হচ্ছে আল্লা আল্লা। ফলে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভীত মজবুত হতো অধিক মাত্রায়। এধরণের আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা জানা যায় এলাকাবাসীদের কাছে।

www.pathagar.com

চারিখাদা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৪ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন কার প্রধান শিক্ষক ছিলেন জহির উদ্দিন সরদার। বর্তমান প্রধান বনয়ারী লাল বিশ্বাস। এফতেদায়ী একটা মাদ্রাসা ও আছে এগ্রামে। পশ্চিম পাড়ায় আছে প্রাচীন একটা মসজিদ। গ্রামের পূব পাড়ায় পূজো মন্দির । ঈদগাঁ এবং এজমালি গোরস্থান ও আছে এগ্রামে।

বলরামপুর গ্রামে একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা, বেসরকারী প্রাথমিক একটা বিদ্যালয়ও আছে। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * আদমপুর গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষালয়ের মধ্যে। গ্রামের উত্তরে চিত্রা নদী। আতশপাড়া গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তরে প্রকান্ড বিল এবং দক্ষিণে চিত্রা নদী * সলুয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ, দক্ষিণে চিত্রা নদী এবং উত্তরে সলুয়া বিল।

রামেশ্বরপুর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং আর একটা ফোরকানীয়া মাদ্রাসা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। উত্তরে ও দক্ষিণে বিল * ডহর তারাশী গ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। গ্রামের মাঝে শুধু একটা পূজো মন্দির। তাছাড়া গ্রামের দুপাশে দুটো বাওড়। একটার এরিয়া একর সাতেক, অপরটা একর তিনেক * তারাশী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটো। আর একটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা।

এগ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। পূব পাড়ায় ঈদগা, পশ্চিমে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান। গ্রামের দক্ষিণে ও চিত্রা নদী। উত্তরে কুমড়ির বিল। এই ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। বর্তমান মকবুল হোসেন। ইউরিয়নের আয়তন ৬৮৬৫একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১০৬২৪, মহিলা ৯৯৪৭ জন। শিক্ষিতের হার পুরুষ ৩৯.৯, মহিলা ২৫.৫ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

২ নম্বর ইউনিয়ন হবখালী

এই ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ২০টা। ওগুলোর নাম বৈখালী, ডাঙ্গা শিঙ্গিয়া, চরপাড়া, জয়দেবপুর, সিঙ্গিয়া ব্যবসায়ী পাড়া, বসুপাড়া, সিঙ্গিয়া বাজার, কোমখালী, হাঁড়িগড়া, বিল ডুমুরতলা, নয়াবাড়ি, উত্তর বাগডাঙ্গা, হবখালী, ভান্ডারীপাড়া, সুবুদ্ধিডাঙ্গা, কাগজীপাড়া, ইলিন্দি, হৈধরখোলা, ফলিয়া, সাধুখালী, ।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বৈখালীতে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে শিঙ্গা বিল এবং পূবে নদী নবগঙ্গা * ডাঙ্গা শিঙ্গিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। হাফেজী মাদ্রাসা ও একটা আছে এ গ্রামে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারটাও এ গ্রামের সীমানায়। উক্ত বাজারে আছে কালী মন্দির এবং তৎসংলগ্ন অতি প্রাচীন ও বৃহৎ একটা বটগাছ।

গ্রামের ঈদগাটাও এ বাজারে। এ গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী তীরে বিলীন এক প্রতাপশালী তালুকদারের বাড়ি ছিল। ওই তালুকদারের বংশে বাতি জ্বালাবার কেউ নেই। তার বাড়িটাও গ্রাস করেছে রাক্ষসী নবগঙ্গা নদী। এই গ্রামের পশ্চিমে শিঙ্গা বিল। শিঙ্গিয়া বাজার গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এলাকাবাসী। এগ্রামে বিশেষ গুণী ব্যক্তি ছিলেন মরহুম সৈয়দ নূরুল হক।

কোমখালী গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা, আরো একটা আছে এফতেদায়ী মাদ্রাসা, গ্রামের দক্ষিণে বামন খালীর খাল এবং তিন দিকেই শিঙ্গিয়া বিল * হাঁড়িগড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা, ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ও আছে একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ দক্ষিণ ও পশ্চিমে শিঙ্গিয়া বিল এবং উত্তরে নবগঙ্গা নদী * বিল ডুমুরতলা গ্রামের সরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাফেজী মাদ্রাসা, গ্রামের চতুর্দিকে শিঙ্গিয়া বিল।

নয়াবাড়ি গ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে বিল * বাগডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, তৎসংলগ্ন এতিমখানা। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী তীরে শ্মাশান * হবখালী গ্রামের মধ্যপাড়ায় শুধু একটা প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা এবং দক্ষিণে চিত্রা নদীর ত্রিমোহনা। এ মোহনায় খেয়া পারা পারারের ব্যবস্থা আছে। এ গ্রামের বিশেষ গুণী ব্যক্তি ছিলেন মরহুম সৈয়দ নূরুল হক। গ্রামের পশ্চিমে বিল।

ভান্ডারী পাড়া গ্রামে একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা, গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। প্রকান্ড একটা পাকুড় গাছ গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় ঈদগা মাঠে। ঐতিহ্যবাহী হাট এ গ্রামের সীমানায়, গ্রামের দক্ষিণে পাজাখালী নামে খাল। পূবে নবগঙ্গা নদী ও পশ্চিমে বিল শিঙ্গিয়ার। মরহুম কবি শেখ ইউসুফ আলীর বাড়ি এ গ্রামে। কবি ও গীতিকার শেখ আতর আলীর বাড়িটাও এ গ্রামে।

www.pathagar.com

সুবুদ্দিডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, সে আমলের তহশীল অফিস সহ হাসপাতাল। ইউনিয়ন পরিষদটাও এ গ্রামে, পূবে ও গ্রামের পশ্চিমে প্রকান্ড শিঙ্গিয়ার বিল * কাগজীপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং ফোরকানীয়া মাদ্রাসা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ, পূব ও দক্ষিণে চিত্রা নদী এবং গ্রামের পশ্চিমে বিশাল বিল * ইলিন্দিগ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। ছোট্ট গ্রামটা বিলের মাঝে ঝুঁকি নিয়ে টিকে আছে নিজের দক্ষতায় ঝড় ঝাপটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

হৈধরখোলা গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষালয়ের মধ্যে। গ্রামের পূব ও পশ্চিমে শিঙ্গিয়া বিল * ফলিয়া গ্রামের দক্ষিণে শুধু একটা খাল পূব পশ্চিম প্রবাহিত, উত্তর পশ্চিমে বিশাল বিল * সাধুখালী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯১৬ সালে স্থাপন করেন সৈয়দ নূরুল হক। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান দিলীপ কুমার দাস ভারপ্রাপ্ত।

এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও একটা আছে এ গ্রামের সীমানায়। গ্রামের অভ্যন্তর দিয়ে একটা খাল প্রবাহিত। গ্রামের তিন দিকেই বিল, সে বিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রকান্ড একটা বটগাছ কালের সাক্ষী হিসাবে। সে আমলের গাছ এবং ফাঁকা জায়গার আছে বিধায় হয়তো সে গাছটা ভুত, পেতনী ও দৈত্য, দানবদের আশ্রমে পরিণত হয়েছে । তথ্য সংগ্রহ কালীন এলাকার তহশীল অফিসে দেখা হয় ওই কর্মকর্তা মসতাইন মোল্যার সঙ্গে।

তিনি নিত্য দিন বাইসাইকেলে মাইজপাড়া ইউনিয়নের বোড়ামারা গ্রাম থেকে গিয়ে অফিস করেন এখানে, নিত্য দিন ২৫ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে যাতায়াত করেন বলে জানালেন। কবি শেখ আতর আলীর সঙ্গে ও দেখা হয় এ অফিসে।। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নজির আহমেদ। বর্তমান জাহিদুর রহমান (মিলন) এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। ইউনিয়নের আয়তন ৫৯৪৮ একর, লোক সংখ্যা, পুরুষ ৭৯৪৭, মহিলা ৭৬২০ জন। শিক্ষিত পুরুষ, ২৬.৮ মহিলা ১৫.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৩ নম্বর ইউনিয়ন চন্ডিবরপুর

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ২৩ টা। গুলোর নাম রতডাঙ্গা, গন্ধর্বখালী, ফুলবাড়ি, শংকরপুর, চন্ডিবরপুর, রাজাপুর, কোড়ালিয়া, বাঁধাল, জঙ্গলগ্রাম, চালিতাতলা, গোয়াল বাথান, ধুড়িয়া, আমবাড়িয়া, চাকুলিয়া, নাওরা, মহিষখোলা, নিধিখোলা, বাগছিরামপুর, ফেদী, সীবানন্দপুর, পাইকমারী, ডুমুরদিয়া ও শ্রীরামপুর।

ইউনিয়নের প্রথম রতডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৮ সালে স্থাপন করেন বক্তিয়ার চেয়ারম্যান। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সন্তোস কুমার দাস। বর্তমান প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা। ফোরকানীয়া মাদ্রাসাও আছে এগ্রামে। মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের সাহাপাড়ায় কালী মন্দির। এগ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় আছে বেশ কয়েকটা পূজো মন্ডব।

এগ্রামের বাজারে দীর্ঘকালের প্রকান্ড দুটা বট ও পাকুড় গাছ আছে। গ্রামের উত্তর দক্ষিণ পাশে ঈদগা। আরো একটা বিশাল বটগাছ আছে গ্রামের পূবে। এগ্রামের মনিমোল্যা মাটি কাটার সময় দশ ফুট মাটির নিচে মানুষের মাথার খুলি পেয়েছিলেন বড় ধরণের ১৯৮৫ সালে। গ্রামের পশ্চিম ও দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী। পূবে নলামারার বিশাল বিল। এখানকার বাজারের পাশে গাজীর দরগা।

এ গ্রামের কুস্তিগীর মরহুম শেখ কওসার উদ্দিন। তিনি খ্যাতিমান কুস্তিগীর ছিলেন। এগ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত নবগঙ্গা নদীতে আছে শিরোমনি নামে কিবদন্তীর একটা দোয়া। শিরোমনি সাহার নামকরণে ওই দোয়ার নাম। এ নামকরণে যে কিংবদন্তীর সূত্র তা নিম্নরূপ। শিরোমনি সাহার বাড়ি ছিল দোয়া এলাকায়। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। তার ছোট বড় নৌকার সংখ্যা যে কত ছিল সে হিসেব জানা ছিল না কারো।

এ অবস্থায় সাহার মায়ের আগ্রহ জানালো ছেলের নৌকার পরিমান কত তা জানার জন্য। মায়ের কথা শুনে সাহা বললেন নৌকার সংখ্যা আমার ও জানা নেই বিধায় এনে তোমাকে দেখাবো পারলে তুমি গুণে দেখবে। তাই বলে নৌকা দেখবার সিদ্ধান্ত নিলে উদ্ভব হয় কিছু সমস্যার, অত গুলো নৌকা রাখার জায়গা সংকুলান হবে না বিবেচনায় সাহাকে করতে হয় মত পরিবর্তন। তখন অনুসরণ করেন অন্য পদ্ধতির

সে পদ্ধতিনুযায়ী মাঝি মাল্লাগণকে বললেন তোমরা প্রত্যেক নৌকা থেকে একটা করে হাল এনে জমা করো। সাহা মালিকের নির্দেশে মাঝিরা তদ্রূপ ব্যবস্থার অনুসারি হয়। তাঁরা প্রত্যেক নৌকার একটা করে হাল এনে জমা করে বাড়ির আঙ্গিনায়। এতে যে স্তুপ হয়েছিলো তা দেখে সাহার মায়ের মুর্ছা যাবের উপক্রম প্রায়। তখন সে বলেছিল হাল দেখে অনুভব করা যাচ্ছে যে তোর নৌকার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে।

www.pathagar.com

তাছাড়া সে সাহা নবগঙ্গা থেকে একটা শাখা নদী খনন করে নিয়েছিলেন তার বাড়ি পর্যন্ত। সে কারণ শিরোমণি দোয়ার সঙ্গে আরো একটা নাম যুক্ত হয়েছে নায়ের বাড়ির দোয়া বলে। সে সাহার মৃত্যু হবার অনেক দিন পরে নদীর দোয়াটা হয়ে উঠে ভয়ংকর। হঠাৎ করে এক দিন দোয়ার মাঝামাঝি পানির ভেতর থেকে প্রকান্ড একটা তালগাছ গজাবার পর ধীরে ধীরে পূনঃরায় হ্রাস পেতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যে সে গাছটা মিশে যায় পানির সঙ্গে।

সমসাময়িকীতে একটা লঞ্চ যাবার সময় আটকা পড়ে। লোকেরা মুক্ত করার চেষ্টা করায় দেখতে পায় মোটা লোহার শিকলে লঞ্চটাকে বেঁধে রেখেছে কেউ। শত চেষ্টা করেও মুক্ত হতে না পেরে অপেক্ষা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। এভাবে দিনের পর রাত লঞ্চের লোকেরা চিন্তার সাগরে ডুবে ভয় ভীতি মন নিয়ে কাটাতে থাকে বিনিদ্র রজনী, গভীর রাতে স্বপ্নে দৃষ্ট হয়ে মিলাদ দিয়ে মুক্তি পায়।

শিঙ্গিয়া গ্রামের কোন ব্যক্তি মোষের গাড়ি পার করতে গিয়ে হয় বিপদের সম্মুখীন। দোয়ার মধ্যখানে গেলে গাড়ী সহ মোষ দুটোও ডুবে যায়। কিছুক্ষণ পর গাড়ী সহ একটা মোষ ভেসে উঠলেও অপর মোষটা উঠেনি আর কোন দিন, ফলে আর কেউ কোন দিন মোষ বা গাড়ী পারাপার করতে সাহস পায়নি। অনেক সময় এলাকার অনেকে দেখেছে দোয়ার তীরে ফুটবল সহ থালা এবং বড় বড় মেটে ভেসে আছে।

বছর ত্রিশেক আগে অথবা পরে একটা সারের নৌকা ডুবে গেলে তা উত্তোলন করার জন্য খুলনা থেকে আনে ডুবুরী। তাঁরা সারের বদলে পানির নিচ থেকে একটা মাটির কলস তুলে হাত নাড়াতে নাড়াতে চলে যায় অক্ষমতা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। এলাকার লব বিশ্বাস স্বপ্নে দেখে শুরু করে কালী পূজো। ফলে দোয়া থেকে সে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হয় লোকদের অভিমত। গভীর রাতে মাঝে মধ্যে নৌকা উঠে কাসর বাজাতে বাজাতে চলে যায়।

এদোয়ায় এখনো দেড় শতাধিক হাত পানি আছে বলে এলাকা বাসীদের অনুমান। এধরণের আরো যে সব অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায় তা লিখতে গেলে প্রকান্ড গ্রন্থে রূপ নেবে বিধায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো। এসব তথ্য জানা যায় এলাকার ইউনিয়ন সদস্য ফরিদুজ্জামান, খবির মোল্যা সহ আরো অনেকের কাছে। এদোয়ায় শিরোমনি সাহার অনেক ধন যক্ষে রূপান্তরি হয়ে আছে বলে লোকদের ধারণা।

কাউকে যদি স্বপ্নে দেয় তাহলে সে প্রাপ্ত হবে লব বিশ্বাসের ন্যায় নতুবা পাবার কোন উপায় নেই। সে সাহার বসত বাড়িতে জীর্ণ একটা দালান আছে জঙ্গলে আবৃত। লোকদের ধারণা মাটির ওপরে যে পরিমান আছে তার চেয়ে নিচে আরো অধিক। সে দালানে সম্পদ থাকার সম্ভাবনাটাও অধিক। ওই দালানের বাসিন্দা সাপ এবং ভুত, পেতনী বিবেচনায় ওর তল্লাটেও যায় না কেউ। অজ্ঞাত দালান খনন

www.pathagar.com

করলে হয়তো প্রচুর সম্পদ পাবার সম্ভাবনা অত্যধিক। এ দালানের এখানে প্রকান্ড একটা বটগাছ ও আছে অতি প্রাচীন।

এ রতডাঙ্গা গ্রামে বাড়ি মতিয়ার রহমান মোল্যার। বছর কুড়ি আগে তিনি নবগঙ্গা নদীর তীরে খেয়াঘাটে পেয়েছিলেন একটা গরুর নাভিমূলের অবিকল কস্তুরি যা থাকে হরিণের নাভিতে। কস্তুরির ন্যায় সে বস্তুটা অমূল্য সম্পদ হতে পারে বিবেচনায় রেখেছেন অতি যত্নে। তবে সে নাভিটাতে কোন সুগন্ধ নেই। দুর্গন্ধ তাও নেই। আরো জানা যায় যে গরুর নাভিতে এ ধরণের কস্তুরি থাকে সে বুক পানিতে না নামা পর্যন্ত পানি খায় না।

গন্ধর্বখালী গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। সাহাপাড়ায় শীতলা মন্দির তৎসংলগ্ন প্রকান্ড বটগাছ অতি প্রাচীন। গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী এবং পূবে কালীর বিল * ফুল বাড়ি গ্রামের মধ্য পাড়ায় শুধু প্রাচীন মসজিদ ছাড়া নেই আর কিছু। শংকরপুর গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পূব পাড়ায় পূজো মন্ডব। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী।

চন্ডিবরপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে একটা দীঘি আছে গোলাকার, পূবে প্রকান্ড গাব ও বটগাছ আছে দীর্ঘকাল আগের। গ্রামের উত্তরে ও দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী। পূবে বিশাল কালিয়া বিলের মাঝে একটা ঐতিহাসিক আমগাছ সে আমলের * রাজাপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং উত্তর পাশে বৃহৎ বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদার হিসেবে ঝড় ঝাপটের সঙ্গে লড়াই করে।

কোড়ালিয়া গ্রামের উত্তর পাড়ায়শুধু একটা পুজো মন্ডব * বাঁধাল গ্রামের উত্তর পাশে প্রকান্ড একটা জিয়েল গাছ বিলের ভেতরে, গ্রামের উত্তরে আছে একটা অলৌকিক পুকুর। নবগঙ্গা নদীর সঙ্গে সুড়ঙ্গ আছে বলে নদীর জোয়ার ভাটার সময় পুকুরের পানি হ্রাস পায় ও বৃদ্ধি হয় * জঙ্গল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও কানা নামে একটা পুকুর বড় ধরণের।

চালিতাতলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন নিখিল চন্দ্র সাহা। এলাকার বাজারে প্রাচীন মসজিদ। ইউনিয়ন পরিষদটা ও এগ্রামে। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী * গোয়াল বাথান গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ সংলগ্ন বড় ধরণের পুকুর । গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী।

ধুড়িয়া গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। বেগপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং গ্রামের দক্ষিণে নলামারা বিল * আমবাড়িয়া গ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। মধ্যপাড়ায় আছে শুধু একটা প্রাচীন মসজিদ । গ্রামের দক্ষিণে বিল এবং

www.pathagar.com

একটা খালের উপরে সেতু * ফেদি গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান গণ ১৯৯১ সালে। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন আব্দুল মজিদ সরদার

সিবানন্দপুর গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দাখিল মাদ্রাসা। স্থাপন করেন হাফেজ মকবুল হোসেন গণ, তখনকার সুপার ছিলেন মোতালেব হোসেন, বর্তমান সুপার রুহুল আমিন * পাইকমারি গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং দক্ষিণ পাড়ায় আছে প্রাচীন একটা মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে বিশাল বিল। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বক্তিয়ার হোসেন। বর্তমান আজিজুর রহমান ভূইয়া। এ ইউনিয়নের আয়তন ৬১৯৫ একর। লোক সংখা পুরুষ ৮৭৬৮,মহিলা ৮৫৮২ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪১.৩ মহিলা ৩০.১ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৪ নম্বর ইউনিয়ন আউড়িয়া

এ ইউনিয়নে মোট গ্রাম আছে ২৪টা। ওগুলোর নাম অউড়িয়া, দক্ষিণ পংখবিলা, উত্তর পংখবিলা, লস্করপুর, বাজেয়াপ্ত, সীমাখালী, পূর্ব সীমাখালী, বামণ সীমাখালী, বোড়া বাদুড়িয়া, কমলাপুর, ঘোষপুর, নাকশী, খলিশাখালী, রঘুনাথপুর, তালতলা, মূলদাইড়, ডৌয়াতলা, পশ্চিম বালিয়াডাঙ্গা, পূর্ব বালিয়াডাঙ্গা, রামচন্দ্রপুর, দত্তপাড়া, সড়াতলা, বুড়িখালী ও চৌগাছা।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম আউড়িয়ায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৯ সালে স্থাপন করেন আজিজার রহমান মোল্যাগণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন শরিফুল ইসলাম। এফতেদায়ী মাদ্রাসাও আছে একটা গ্রামে। উত্তর পাড়ায় একটা প্রাচীন মসজিদ। রায় শ্রী নামে এক জমিদারের ভাঙ্গা বাড়ি আছে এগ্রামে। সেখানে জরাজীর্ণ মন্দির আছে একটা। গ্রামের পশ্চিমে চিত্রা নদীর তীরে মহাশ্মশান সংলগ্ন প্রকান্ড বটগাছ সে আমলের।

পংখবিলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটা। গ্রামের উত্তর পাড়ায় দুর্গা মন্দির * সীমাখালী গ্রামের উত্তরে একটা দীঘি উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত, গ্রামের দক্ষিণে বিল * কমলাপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। আরো একটা হাফেজী মাদ্রাসা। গ্রামের পশ্চিমে চিত্রা নদীর তীরে শ্মাশান সংলগ্ন প্রকান্ড বট ও তেতুল গাছ। উত্তরে নলামারা বিল।

নাকশী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৬ সালে স্থাপন করেন মরহুম চাঁদ মিয়া মল্লিক গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আব্দুল মান্নান। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোরঞ্জন বিশ্বাস। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। তাছাড়া এ গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে একটা বটগাছ। দীর্ঘকাল আগে ফুরফুরার পীর মাদ্রাসা করা লক্ষ্যে খুঁটো পোতা জায়গায় সাপ্তাহিক হাট চালু হয়ে আছে অদ্যাবধি। ইউনিয়ন পরিষদ টাও এখানে।

রঘুনাথপুর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। আর একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। পূজো মন্ডব ও একটা আছে এগ্রামে। পূবে রণজালা বিল এবং গ্রামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কালীগঙ্গা নদী * তালতলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের নিম্ন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৭ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন আব্দুল আলিম।

এগ্রামে হাফেজী মাদ্রাসা ও আছে একটা। ঘোষ পাড়ায় একটা বারোয়ারী পূজো মন্দির। গ্রামের পূবে একটা দীঘির ন্যায় জালাশয়। এটা অলৌকিক ধরণের বলে লোকদের অভিমত। দিনে শুকনো রইলেও রাতে পানিতে হয় ভরপুর। পরের দিন ভোরে লোকে প্রত্যক্ষ করে পানি। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সে পানি শুকিয়ে চাষের

www.pathagar.com

জমিতে রূপ নেয়। বর্তমানে সে জলাশয়টা আবাদের আওতায় এসেছে। গ্রামের উত্তরে নলামারা বিল।

ডৌয়াতলা গ্রামে হাফেজী মাদ্রাসা ছাড়া আর কোন শিক্ষালয় নেই। মধ্যপাড়ায় আছে প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের উত্তরে বিল * রামচন্দ্রপুর গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মিয়া পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। মরহুম কালা মিয়া নামের ব্যক্তি এ গ্রামের আদি এবং জমিদার বলে জানা যায়। তার তিন পুরুষ নিম্নের বংশধর চাঁন মিয়ার বয়স ৬৫ বছর। গ্রামের দক্ষিণে ধাড়েঘাটার বিল। এ গ্রামের অধিবাসী আতিয়ার রহমান। তিনি শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

দত্তপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক নূরুল ইসলাম। বর্তমান প্রধান শেখ মোহম্মাদ আলী। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। পশ্চিম পাড়ায় বড় ধরণের একটা পুকুর। এগ্রামে হাফেজী মাদ্রাসা ও আছে একটা। কাজী সাখাওয়াতের বাড়ি এগ্রামে। তিনি গল্প ও কবিতা লেখেন। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান। বর্তমান আঃ মোতালেব ভূইয়া। এ ইউনিয়নের আয়াতন ৮০১৩ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১০৯০৯। মহিলা ১০৩১৫ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৬.৮ এবং মহিলা ৩৩.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৫ নম্বর ইউনিয়ন শাহাবাদ

১৭টা গ্রামের সমন্বয়ে এ ইউনিয়ন গঠিত। ওই সব গ্রাম গুলোর নাম ময়েনখোলা, ধোন্ধা, চরবিলা, শাহাবাদ, তুজারডাঙ্গা, দলজিৎপুর, শরসপুর, সদানন্দকাটি, গোপিকন্তপুর, নারায়ণপুর, দত্তপটি, আলোকদিয়া, চাঁদপুর, জুড়ালিয়া, মহাজন, বিষ্ণুপুর ও নয়নপুর * ইউনিয়নের প্রথম গ্রামে ময়েনখোলায় শুধু একটা ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ছাড়া নেই আর কিছু।

ধোন্ধা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন শিক্ষালয় নেই। গ্রামের পূবে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান * চরবিলা গ্রামের আগের নাম বাটা জোড়, চরপড়ায় নাম হয়েছে চরবিলা * শাহাবাদ গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৯ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান শিক্ষক হারুণ অর রশিদ। এখানকার কামিল মাদ্রাসা ১৯৫০ সালে স্থাপন করেন মরহুম নওয়াপাড়ার পীর শাহ্ আব্দুল মজিদ।

পীর সফরে এসে দেখতে পান এলাকাটা জঙ্গলে ভরপুর। তারমাঝে একটা শ্মশান। তাই দেখে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় একটা জায়গা নির্ণয় করেন। পরবর্তীতে সেখানে স্থাপিত হয় মাদ্রাসার ভিত্তি। প্রথম দিকে দাখিলের সুপার ছিলেন মাওলানা সিদ্দিকুল্যা। বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা ইব্রাহীম হোসেন। এগ্রামে নড়াইখালী নামে শ্মশান আছে একটা। গ্রামের উত্তর পাশে চিত্রা নদীর ওপরে লোহার সেতু।

দলজিৎপুর গ্রামে আছে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় * সরশপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তৎসংলগ্ন একটা কালী মন্দির, আরো একটা দুর্গা মন্দির আছে গ্রামের মধ্যপাড়ায়। উত্তরে চিত্রা নদী * নারায়ণপুর গ্রামে বাড়ি ছিল শফিউদ্দিন গাতিদারের * দত্তপটি গ্রামে শুধু একটা কিংবদন্তীর বিলুপ্ত প্রায় দীঘি আছে মুচির দীঘি নামে। এ দীঘি সম্পর্কে কোন অলৌকিক কিছু জানা না গেলেও অনেক আগে থালা বাটি উঠতো লোকদের চাহিদানুযায়ী।

আলোকদিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৭ সালে স্থাপন করেন নূরুজ্জামান গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মকবুল হোসেন। বর্তমান প্রধান পদে শেখ মুনছুর আহমেদ। প্রাচীন মসজিদ আছে গ্রামের মধ্যপাড়ায়। গ্রামের পশ্চিমে ঈদগা সংলগ্ন বৃহৎ একটা পাকুড় গাছ। একর তিনেক জায়গা নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ প্রসারিত একটা দীঘি আছে গ্রামের উত্তরে। ইউনিয়ন পরিষদটাও এগ্রামে। সাত পুরুষ আগের আব্দুল কাদের নামে ব্যক্তির বাড়ি ছিল এগ্রামে।

চাঁদপুর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। তৎসংলগ্ন প্রকান্ড একটা পাকুড়গাছ। প্রাচীন মসজিদ আছে উত্তর পাড়ায়। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় মধ্যম

www.pathagar.com

আকারের পুকুর পাড়ে শ্মশান * জুড়ালিয়া গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। এ গ্রামের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন ডক্টর আকবার হোসেন। বর্তমান প্রধান মোসলেম উদ্দিন।

এ গ্রামের আলিম মাদ্রাসা ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ, তখন থেকে অধ্যক্ষের পদে আছেন লুৎফর রহমান। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় একটা প্রাচীন মসজিদ এবং দক্ষিণ পাড়ায় বড় ধরণের পুকুর আছে একটা * বিষ্ণুপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় বিরাট পুকুর এবং উত্তর পাড়ায় একটা পূজো মন্দির।

নয়নপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৩ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন হরিদাস বিশ্বাস। বর্তমান প্রধান আনন্দ মোহন বিশ্বাস। গ্রামের উত্তর পাড়ায় বড় পুকুর এবং একটা শ্মশান । গ্রামের মাঝে খালের ওপরে সেতু, তৎসংলগ্ন বৃহৎ বটগাছ। গ্রামের মধ্যপাড়ায় দুর্গা মন্দির। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আবুল কাসেম। বর্তমান মাহবুবুর রহমান (বাচ্চু)

যাহোক এ ইউনিয়নের আয়তন ৪৬৪৭ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬১৬৭, মহিলা ৫৮৬৬ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৮.৬ মহিলা ২৩.৫ পয়েন্ট। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। তবে এ ইউনিয়ন টাকে ২ নম্বর করা উচিত ছিল।

www.pathagar.com

৬ নম্বর ইউনিয়ন তুলারামপুর

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৪ টি। ও গুলোর নাম বড় বামুনহাটা, ছোট বামুনহাটা, বড় মিতনা, ছোট মিতনা, চাঁচড়া, বেনাহাটি, তুলারামপুর, চামরুল, বেতেঙ্গা, পেড়লী, বাকশাডাঙ্গা, মালিডাঙ্গা, চরমালিডাঙ্গা ও দেবীপুর।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বড় বামুনহাটায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩৭ সালে স্থাপন করেন মধুসুধন গণ। প্রধান শিক্ষক ছিলেন হরিশচন্দ্র গোস্বামী। বর্তমান প্রধান কালীপদ বিশ্বাস। গ্রামের পূবে কাজলা নদীর তীরে রাধা গোবিন্দ মন্দির। গ্রামের মাঝে কালী ও দুর্গা মন্দির সংলগ্ন দীর্ঘকাল আগের একটা প্রাচীন পাকুড় গাছ। গ্রামের পূবে বিল * ছোট বামুনহাট গ্রামের উত্তরে সড়ক সংলগ্ন একটা পাকুড় গাছ ছাড়া নেই আর কিছু।

বড় মিতনা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বারোয়ারী পূজা মন্ডব। গ্রামের মধ্যপাড়ায় দুর্গা মন্দির। গ্রামের পূবে কাজলা নদীর তীরে কালী মন্দির সংলগ্ন শ্মশান। গ্রামের মাঝে পূব ও পশ্চিম প্রবাহিত খালের ওপরে সেতু * চাঁচড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক ১৯৭১ সারে প্রতিষ্ঠিত করেন এলাকা বাসী। প্রধান শিক্ষক তখন থেকে শৈলেন কুমার বিশ্বাস।

এ গ্রামের আলিম মাদ্রাসা ১৯৮৬ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী, প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব নওয়াবালী। বর্তমান অধ্যক্ষ আতাউর রহমান। এখানাকার কলেজ জনগণ স্থাপন করেন ১৯৯৮ সালে। অধ্যক্ষ মাদ্রাসা প্রধান। এ গ্রামের কীর্তিমান পীরদুধ মীনার মাজার সংলগ্ন কলেজ ও মাদ্রাসা লাগোয়া উত্তরে প্রাচীরে ঘেরা ঈদগা । এ গ্রামের আদি বাসী ৭০ বছর বয়স্ক হাজী আব্দুল খালেক বলে জানা যায় তথ্যে। তিন পুরুষের উর্ধ্বে বলতে তিনি অক্ষম।

বেনাহাঠি গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। তুলারামপুর গ্রামে একটা সরকারী অপরটা বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় । এখানকার মাধ্যমিক ১৯৩৫ আলে স্থাপন করেন ইন্তাজ আলী মোল্যা গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন নূরুল হক, বর্তমান প্রধান ইন্দ্রজিৎ মন্ডল। এ গ্রামের বালিকা মাধ্যমিক ১৯৯৩ সালে স্থাপন করেন আছির উদ্দিন মোল্যাগণ। প্রথম থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন আলম খান।

প্রাথমিক একটা মাদ্রাসা ও আছে এগ্রামে। আরো আছে একটা অন্ধদের শিক্ষালয়। বড় বড় কাঠের অক্ষর দ্বারা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামের তরফদার পাড়ায় কাছে একটা প্রাচীন মসজিদ অনেক আগের। কাজলা নদীর পশ্চিম তীরে সে আমলের প্রাচীন হাটে আছে ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামের মাঝ দিয়ে কাজলা নদী প্রবাহিত। ঢাকা ভাটিয়াপাড়া মহাসড়কে নদীর ওপরে সেতু। ৫৩ বছর বয়স্ক

www.pathagar.com

আব্দুল আওয়াল নামের ব্যক্তি আদি বাসিন্দা বলে জানা যায় । তিন পুরুষের উর্ধ্বে নাম জানা নেই বলে জানালেন তিনি।

পেড়লী গ্রামে আছে দাখিল মাদ্রাসা। ১৯৮৬ সালে স্থাপন করেন এলাকা বাসী। প্রথম সুপার ছিলেন ওবায়দুল হক। বর্তমান সুপার মাওলানা অসরাফ আলী। এ গ্রামে প্রাচীন একটা মসজিদ আছে দক্ষিণ পাড়ায়, গ্রামের মাঝে একটা থান মিয়া পাগলা নামে । পশ্চিমে কাজলা নদী। এ গ্রামে সাঈদ নামের ব্যক্তি অনেক আগে পুকুর খনন করতে গিয়ে ৮/৯ হাত মাটির নিচে পেয়েছিলেন সে আমলের একটা পায়ের মল । ও সময় গহনা হিসেবে যা ব্যবহার করতো মুসলিম মহিলা গণ।

বাকশাডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ,এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৩ সারে স্থাপন করেন জনগণ । তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন ফজলুর রহমান মিয়া । বর্তমান প্রধান আবুল কাসেম । গ্রামের মধ্যপাড়ায় আছে একটা প্রাচীন মসজিদ। সরকারী গোরস্থান ও একটা আছে এ গ্রামে। গ্রামের পশ্চিমে কাজলা নদী তীরে শ্মশান * দেবীপুর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং নিম্ন মাধ্যমিক অপরটা। এগ্রামে আছে পূজো মন্ডব।

মালিডাঙ্গা গ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন শিক্ষালয় নেই । তাছাড়া এ গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন আতাউর রহমান চৌধুরী। সে জমিদারের পেয়াদা অর্থাৎ লাঠিয়াল ছিল সুর মোহন শিকদার নামের ব্যক্তি। তার দাপটে নড়াইল জমিদার গণ ও ছিলেন ভীতু, সে কারণ তাদের অধীনস্ত জমিদার আতাউর রহমানের বাড়িতে তাঁরা যখন আসতেন কোন কারন বসতঃ তখন হাতিটাকে রেখে আসতেন অন্য গ্রামে এক দেড় মাইল দুরে।

সে জমিদারের দাপট ছিল তার পেয়াদাকে নিয়ে । এ পেয়দার নাম শুনলে এলাকা বাসীদের হৃৎকম্পন শুরু হতো, যেহেতু সে পেয়দার শরীর যেমন ছিল দৈত্যের ন্যায় তেমন ছিল মোটা ও লম্বা। সে জমিদার আতাউর রহমান অথবা পেয়াদা সুর মোহন শিকদারের বংশে বাতি জালাবার নেই কেউ। তাদের ভিটেয় অন্য লোক বসত করে।

এ গ্রামের পূব পাশে খালের ওপরে সেতু। তৎসংলগ্ন বটগাছ ও আছে একটা দীর্ঘকাল আগের । ডোবা নামে প্রকান্ড বিল গ্রামের উত্তরে। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রফিউদ্দীন বিশ্বাস। বর্তমান আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা। এ ইউনিয়নের আয়তন ৮২৫৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৮৪৫৮, মহিলা ৮৪৫৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৪.২ এবং মহিলা ২৯.৯ পয়েন্ট, এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি।

www.pathagar.com

৭ নম্বর ইউনিয়ন সেখহাটী

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৪ টা, ও গুলোর নাম হাতিয়াড়া, আফরা, গুয়াখোলা, বাশিয়ারডাঙ্গা, সেখহাটী, শেখপাড়া, উহর সেখহাটী, মহিশখোলা তপনভাগ, পঁচিশা, কাইজদহ, দেবভোগ, মালিয়াট ও বাকলি।

পরিসংখ্যানে এ গ্রাম গুলো ওলট পালট থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের লিপিবদ্ধ অনুযায়ী লেখা হচ্ছে। ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম হাতিয়াড়ায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এখানে একটা কালী মন্দির। পশ্চিম পাড়ায় খালের তীরে শ্মশান ও কালী মন্দির এবং একটা বটগাছ। গ্রামের চতুর্দিকে বিল। কাজলা নদী দক্ষিণে।

আফরা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন সোলায়মান মোল্যা গণ ১৯৮৫ সালে। আগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গোলাম মোস্তফা। বর্তমান প্রধান প্রকাশ কুমার ভৌমিক। এ গ্রামে এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও আছে একটা। মাঝের পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ, গ্রামের উত্তরাংশে খুঁদে জমিদার প্রফুল্য কুমার সেন ও ঝন্টু ঘোষের ভাঙ্গা বাড়ি অন্যের দখলে।

মালো পাড়ায় দীর্ঘকার আগের প্রকান্ড বটগাছের নিচে পূজো হয়। গ্রামের পূবে সে আমলের একটা প্রাচীন বাদামগাছ আছে কালের সাক্ষী হিসেবে টিকে। গ্রামের পশ্চিম পাশে মরণ পথের যাত্রী বুড়ি ভৈরব নদী। দক্ষিণ এবং পূবের কিছু অংশে ভৈরব নদী প্রবাহিত। এগারো খানের বিল পূবে।

এ গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় ভৈরব নদী তীরে একটা বেলগাছ আছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা স্বরূপ। তাদের ধারণা সে গাছটা লোকদের কে স্বর্গে প্রেরণের সহায়ক, অর্থাৎ মূল চাবি কাঠিও। তবে পদ্ধতির মাধ্যম ছাড়া নয়। সে পদ্ধতি হচ্ছে গাছে উঠে গলায় রশি লাগিয়ে আত্মহত্যা করা। রশি লাগিয়ে যে যত ওপর থেকে পড়তে পারবে সে তত দ্রুত গতিতে স্বর্গে পৌছুতে সক্ষম হবে, আবার পাবেও সেখানকার আলিসান স্বর্গ।

সে বাসনায় যাঁরা অনুসারী হয়েছে ওই পথের, তাদের মধ্যে এক জনের নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিকদার বাকড়ী গ্রামের। আত্মহত্যার মাধ্যমে সর্বাগ্রে যাবার এবং শ্রেষ্ঠ স্বর্গ পাবার দাবিদার সে। কারণ সেই বেল গাছের মগ ডালে গিয়ে রশিতে ঝুলে ছিল, সে হিসেবে তার আসন যেমন উর্ধ্বে তেমন স্বর্গের অগ্রযাত্রী। এরপর হাতিয়াড়া গ্রাম নিবাসী ব্যক্তির নাম জানা যায়নি, সেও বেলগাছে উঠে আত্মহত্যা করেছিল গলায় রশি দিয়ে। এ ঘটনা বছর দশেক আগের।

এর আগে আরো হয়তো অনেকে স্বর্গবাসী হয়েছে দেবতা বেল গাছের মাধ্যমে। সে গাছটা আছে ও বিদ্যমান। ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার বাসনায় প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে অনেক মানত কারিদের সমাগম হয় বলে জানা যায়। স্বর্গে অথবা

www.pathagar.com

বেহেশতে যাবার এ ধরণের প্রবল আকাংখা যদি প্রত্যেক মানুষের থাকে, তাহলে অহিত কাজে কেন যে লিপ্ত হয় তা বুঝে আসেনা কারো।

যাহোক অলৌকিক ধরণের ভয় ভীতিতে পূর্ণ একটা পুকুর আছে এ গ্রামের গাতিদার মোমিন মোল্যার বাড়িতে। সে পুকুরে আছে বড় বড় টাকার মাইট, মাঝে মধ্যে যা দেখতে পায় মোমিন মোল্যার বংশধর গণ পানির অভ্যন্তরে। রাতের বেলা তাঁরা শব্দ ও শুনতে পায়। কেউ যেন পুকুর থেকে পানি সিঞ্চন করছে। আবার বাড়ির রুহুল মোল্যা সহ অনেকে দেখেছে রাতে সাদা কাপড় পরিহিত এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে পুকুরের পাড়ে।

সে পুকুরটা বাড়ির উত্তর পাশে এবং জঙ্গলে ঘেরা। তবে এ ধরণের ঘটনার জন্য সে বাড়ির লোক সন্ত্রস্ত নয়। কারণ তাদের গা সওয়া হয়েছে কিনা তাই। আরো ধারণা জন্মেছে পূর্ব পুরুষ রক্ষিত টাকা যক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে বিধায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে চলা ফেরা করে,যাকে স্বপ্নে জানাবে সেই পাবে। এ ধারণার বশবর্তী হওয়ায় ভয়ভীতি থেকে মুক্ত আছে। এ তথ্য জানা যায় রুহুল মোল্যা সহ অন্য লোকদের কাছে।

তাছাড়া ১৯৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলনের নেতা অমল সেনের বাড়ী এ গ্রামে। তিনি বিয়ে না করে আজীবন ছিলেন অবিবাহিত এবং ওই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পুলিশ ধরপাকড়ের কবল তেকে নিস্কৃত পাবার জন্য নিজের বাড়ি ত্যাগ করে বেছে নেন ভবঘুরে জীবন। জীবৎকাল পর্যন্ত তিনি নীতি পরিবর্তন না করে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন অকুতোভয় সৈনিকের মতো। তিনি আজও সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এ আফরা গ্রামের নাম পূর্বে ছিল জহরপুর। পরবর্তীর কখন যে এ নামে আখ্যায়িত হয়েছে তা জানা নেই কারো। তবে গ্রামের আদি বাসিন্দা হাগু মোল্যা বলে জানা যায়। তার পাঁচ পুরুষ নিম্নের রুহুল মোল্যার বয়স ৫০ বছর । এ গ্রামের দক্ষিণে ভৈরব, পশ্চিমে বুড়ি ভৈরব নদী এবং পূবে এগারো খান এলাকার বিল। গুয়াখোলা গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৪ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন কানাই লাল বিশ্বাস।

এগ্রামে বাড়ি নিমাই চাঁদ ভট্টের। তিনি কবি ও গীতিকার। গানের বই প্রকাশ হয়েছে। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় শ্মশানে রাধা গোবিন্দ মন্দির এবং মাঝের পাড়ায় পূজো মন্ডব। মাঝ গ্রামের খালের ওপরে সেতু। দক্ষিণ পশ্চিমের বেশ কিছু দূরে বউ মারা নামে একটা জায়গা আছে অনাবাদী। কথিত আছে দীর্ঘ কাল আগে কেউ বউকে হত্যা করে বস্তায় ভরে ফেলেছিল ওখানে । এ ঘটনার কিছু দিন পরে সে জমি চাষ করতে গেলে তার মৃত্যু হতো গলা দিয়ে রক্ত বের হওয়ায়।

তাছাড়া স্থানীয় লক্ষণ নামের ব্যক্তি ওই জমি চাষ করার প্রস্তুতি নিলে হয় বিপদের সম্মুখীন। যে দিন চাষ করতে যাবে তার আগের রাতে শুয়ে ছিল ঘরের

www.pathagar.com

বারান্দায়। গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় পায়ে কিছুটা ব্যথা অনুভব করে জেগে উঠে। তখন সে দেখতে পায় কাঁথাটা পায়ের দিকে বারান্দার নিচে পড়ে আছে। কেউ মস্করা করছে বিবেচনায় পুনরায় শুয়ে পড়ে কাথাঁটা তুলে নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে হয় আচ্ছন্ন।

এ অবস্থায় আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটায় জেগে লক্ষ্য করে চতুর্দিকে, তখন সে দেখতে পায় কাথাঁটা বারান্দার নিচে পড়ে আছে এবং একটা শকুন অদুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে । ফলে ভীতু হয়ে চিৎকার দিলে ঘুমন্ত লোকেরা উঠে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তারপর তাড়া খেয়ে শকুন উড়াল দেয়। এতে লোকদের মধ্যে শুরু হয় জল্পনা কল্পনা। অবশেষে ধারণা জন্মে ওই জমি চাষের সূত্র ধরে এঘটনার সুচনা। কাজেই লক্ষণকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়।

এরপর থেকে ওই জমিটা অনাবাদী ছিল অনেক দিন পর্যন্ত। পরবর্তীতে লোভী মুসলিমদের কেউ কেউ আংশিক করে নিতে থাকে আবাদের আওতায়। যাঁরা নিচ্ছিল তাঁরা যদিও কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তবু গুরুত্ব দেয়নি বিশেষ কেউ । কারণ মুসলিম জাতি লোভী হলেও অপর দিকে দুঃসাহসী। তাই জীবন গেলেও ভীতু হয়না সহজে। এজন্য কালে কালে সে জমির অধিকাংশ এসেছে আবাদের আওতায়। তবে চার পাঁচ শতক এখনো আছে অনাবাদী।

সে জমি চাষ করতে গিয়ে আফরা গ্রামের গাজী আব্দুল হাইয়ের মৃত্যু হয়েছে কয়েক বছর আগে। তাছাড়া তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী সরলাবালা সেনের বাড়ি ছিল এগ্রামে। সে মহিলার যেমন ছিল স্বাস্থ্য তেমন লম্বা। শক্তিও ছিল পুরুষের চেয়ে অধিক। প্রথম দিকে তেভাগা আন্দোলন রহিত করার বাসনা নিয়ে নড়াইল থেকে অনেক পুলিশ আসে নেতাও কর্মীদের বাড়িতে। তাঁরা আসে বর্ষা মৌসুমে ছোট ছোট ৬টা নৌকা নিয়ে। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী তা জানতে পেরে পুলিশদের নৌকা গুলো টেনে ডাঙ্গায় তোলেন।

মহিলার কাণ্ড দেখে পুলিশ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরব ভূমিকা পালন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ভেবে। এ ঘটনার বেশ কিছু দিন পরে সরকারী নির্দেশে পুলিশ আসে তেভাগা আন্দোলনের নেতা কর্মীদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য । নেত্রী সরলাকে বিনা হাতকড়ায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় বাকড়ী গ্রামের অপর আসামী জীবন গুপ্তের বাড়িতে তাকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে। সেখানে গেলে পুলিশদের চোখে ধুলো দিয়ে নেত্রী একটা ডোবায় নেমে পড়েন।

তারপর জমাট বাঁধা কচুরির নিচে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হন অর্থাৎ আত্মগোপন করেন নিরাপদ স্থানে। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে পুলিশ গণকে ফিরে যেতে হয় খালি হাতে । এ ধরণের দুঃসাহসিক আরো অনেক ঘটনার কথা জানা যায় এলাকাবাসীদের কাছে। যে কঠিন কর্মে পুরুষরা অক্ষম হয়েছে নেত্রী তা সমাধান করেছেন অতি সহজে। সে মহিলা মৃত্যুবরণ করেছেন কয়েক বছর আগে।

www.pathagar.com

এ তেভাগা আন্দোলনের আরো তিন জন কর্মী ছিলেন বাকড়ী গ্রামের জীবন গুপ্ত এবং রশিকলাল ঘোষ ও রঘুনাথ রায়। মালিয়াট গ্রামের রাজেন্দ্র নাথ সিকদার। এ চার জনের মধ্যে রঘুনাথ ছাড়া আর সবাই ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেছে পরকালের উদ্দেশ্যে।

বাসিয়ার ডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। উত্তর ও পশ্চিমে ভৈরব নদীর তীরে শ্মশান । পূবে প্রকান্ড বিল * সেখহাটি গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। দ্বিতীয় মাধ্যমিক ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ। প্রথম থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন আবু বক্কার মোল্লা। গ্রামের মাঝে একটা কালী মন্দির আছে ভূবনেশ্বরী নামে। প্রত্যেক বছর একালীকে নিয়ে মাঘ মাসের পহেলা তারিখে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া একটা কিংবদন্তী ও প্রচালিত আছে দীর্ঘ কাল থেকে কালীর ব্যাপারে। সে দন্তীটা নিম্ন রূপ। রাজা লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন এগ্রামে বলে জানা যায় ইতিহাসে। তারপর বিজয়তলা নামক জায়গায় বাড়ি করেন। পানি সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি একটা পাতকূপ সহ পুকুর ও খনন করেন। কিন্তু সে পুকুরটা সমাপ্ত না হতেই ঘটে যায় একটা আশ্চর্য ঘটনা। পুকুরটা অবশ্য খনন করছিলেন এক বুড়ির নির্দেশে।

ভূবন মোহিনী নামে এক বিধবা বুড়ির বাড়িটা ছিল এগ্রামে। রাতে তাকে স্বপ্ন বলে আমি মাকালী অমুক জায়গায় আছি মাটির নিচে। তুমি ভোরে গিয়ে রাজাকে বলবে তিনি যেন আমাকে তুলে নেন। যদি না বলো তাহলে বিপদের সম্মুখীন হবে। এ ধরণের স্বপ্ন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বুড়ি পরের দিন ভোরে রাজার কাছে ব্যক্ত করে। বুড়ির কথা উপেক্ষা না করে রাজা লোক নিয়োগ করেন পুকুর খননের জন্য স্বপ্নের নির্দেশিত জায়গায়।

কয়েক হাত খনন হতেই পুকুর থেকে পানির বদলে উঠতে থাকে দুধ। সেই সঙ্গে বিশাল আকৃতির কালী মুর্তিটাও জেগে উঠে দুধের ভেতর থেকে। এ খবরটা রাজার কর্ণগোচর হতে বিলম্ব হয়নি। তখন তিনি মুর্তিটাকে ওপরে তোলার জন্য নির্দেশ দেন শ্রমিক গণকে। তাঁরা সংঘবদ্ধ ভাবে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে কোথা থেকে হাতি এনে ও সাফল্য অর্জিত হয়নি। এতে রাজা বিমর্ষ হয়ে ভাবতে থাকেন কোন কুল না পেয়ে।

এ অবস্থায় দিনের সূর্য অস্তমিত হয়ে রাতের হয় সূচনা। গভীর রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন কালী তাকে বলছে হয়তো তুমি বিমর্ষ হয়েছো আমাকে উত্তোলন করতে না পারায়। তবে তা হবার কারণ নেই। আমাকে তোলার জন্য আর কোন চেষ্টা না করে নিশ্চিন্তায় থাকো। আমি নিজেই উঠে যাবো সময় হলে নির্ধারিত জায়গায়। বিলম্ব না করে তুমি সেখানে একটা স্থান করে দাও অতি সত্বর।

পরের দিন রাজা কালীর নির্দেশিত জায়গায় একটা অস্থায়ী ঘর তৈরীর নির্দেশ দেন শ্রমিকদেরকে। বাঁশ খুটি দিয়ে ছোট্ট একটা ঘর নির্মিত হয় অল্পক্ষণের

www.pathagar.com

মধ্যে। পরের দিন ভোরে রাজা দেখতে পান সে কালী মুর্তিটা সদ্য তৈরী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি পূজোর জন্য নিযুক্ত করেন পূজারীকে। যে পূজো আছে অপরিবর্তিত রদ বদল না হয়ে। এ শ্রুতিটা প্রচলিত আছে যুগযুগ ধরে। তবে মন্দিরটা কাঁচার বদলে রূপান্তরিত হয়েছে পাকায়।

তবে সে কালী মুর্তিটার ওজন ১৪ মণ বলে জানা যায়। কয়েক বছর পূর্বে সে মুর্তিটাকে নিয়ে যায় চোরেরা। চুরি হবার কয়েক মাস পরে আবার পাওয়া যায় সন্নিকটের একটা পুকুরে। যা অদ্যাবদি আছে। তাছাড়া যেদিন থেকে পূজো শুরু হয়েছিল তখন নাম রেখেছিল ভূবনেশ্বরী। সে নামের ও হয়নি পরিবর্তন। যে পুকুরে মুর্তি পেয়েছিল তার নাম হয় দুধ পুকুর। এ নামটাও আছে অপরিবর্তিত।

ওই রাজার আরো কিছু নিদর্শন আছে। ও গুলোর মধ্যে তার বিলীন বাড়ির ভিটে। সে কূপ এবং পুকুরটা অক্ষয় রইলেও পূর্ণ হয়েছে জঙ্গলে। আরো একটা মন্দিরের ধ্বংস স্তুপ আছে ভৈরব নদীর তীরে। গ্রামের পশ্চিমে শ্মশান ও আছে একটা ভৈরব নদীর তীরে। যেখান থেকে বুড়ি ভৈরব নামে শাখা নদী প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে উত্তর অভিমুখে। এ দু'নদীর মিলন স্থানের নাম আফরাঘাট।

এ ঘাটের সেখহাটী সীমানার চরে প্রত্যেক বছর পৌষ সংক্রান্তির মেলা হয় এক দিন পৌষের শেষ দিনে। তবে মেলাটা হয় আড়ম্বরপূর্ণ অনেক জায়গা ব্যাপী। বিভিন্ন ধরণের দোকান পাট সহ সার্কেস ম্যাজিক ইত্যাদির হয় সমাগম। তাছাড়া রাজা লক্ষণ সেনের বিজয়তলার সন্নিকটে পূজোর ডাব থেকে একটা গাছ গজিয়েছিল বছর পঞ্চাশেকের ও আগে। সে গাছটা এখনো আছে নারিকেলে পরিপূর্ণ হয়ে।

তবে রাজা লক্ষণ সেনকে নিয়ে যে ঘটনার উদ্ভব হয়ে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত আছে তা সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ তিনি যদি ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে এসে থাকেন সেখহাটী গ্রামে তাহলে শংঙ্খনটে গিয়ে বাড়ি করলেন কখন । যেহেতু তিনি এদেশে আসার পর মাত্র দু'বছর ছিলেন জীবিত যা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। আবার সমকালে লক্ষণাবতিতে ও বাড়ি করার উল্লেখ আছ।

তাছাড়া তিনি আসার দু'বছর পর অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কোথায় যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার যেমন নেই কোন নিশ্চয়তা তেমন কোথায় যে তার সমাধি তার ও কোন অস্তিত্ব বা নিদর্শন নেই কোথাও। আবার ও সময় শঙ্খ বেচা-কেনা হতো বিধায় শঙ্খহাটী থেকে গ্রামের নাম কারণ হয়েছে সেখহাটী। কারো মতে শেখদের থেকে সেখহাটী নামকরণ। সুতরাং এসব মন্তব্য ছাড়া বাস্তবতার অভাব অধিক মাত্রায় বলে মনে হয়। পরিশেষে গ্রামের পূবে বিল এবং ইউনিয়ন পরিষদটাও এগ্রামে।

আধ্যাত্মিক ব্যক্তি মরহুম মহিউদ্দিন আহম্মেদ মোল্যা আনুমানিক বাংলা ১৩৪০ সালের দিকে এ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তার অলৌকিকতার মধ্যে ভৈরব নদী পার হতেন খড়ম পায়ে দিয়ে হেটে। কেউ চুরি করতে এলে রাত ভর দাঁড়িয়ে থাকতো সেস্থানে। ভোরে মুনশী তাকে মুক্ত করতেন উপদেশ দিয়ে। এ ধরণের

www.pathagar.com

আরো অনেক ঘটনা প্রচলিত আছে লোক মুখে। তার বংশ ধর গণ অদ্যাবধি আছেন সে ভিটে বাড়িতে।

ডহর সেখহাটী গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটা হাফেজী মাদ্রাসা। জলা জায়গায় মোষ বিচরণ করা থেকে নামকরণ মহিষখোলা। বর্তমান এগ্রামের অধিবাসী গণের বাড়ি ছিল কুষ্টিয়া জেলায়। দেড় শতাধিক বছর পূর্বে তাঁরা নীলকরকে হত্যা করে দেশান্তরিত হয়ে এসে এখানে করেছিল বসতি স্থাপন। পরবর্তীতে তাঁরা আর কোথাও না গিয়ে এগ্রামে বসত করতে থাকে স্থায়ী ভাবে। এগ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা সহ ঈদগাও আছে। বিল গ্রামের পূবেও দক্ষিণে।

তপনভাগ গ্রামে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দুটা। গ্রামের মোল্যাপাড়ায় আছে একটা প্রাচীন মসজিদ। দক্ষিণ পাড়ায় হরিতলা নামক জায়গায় পূজো মন্ডব। গ্রামের উত্তর পাড়ায় বারোয়ারী মন্দির, সব ধরণের পূজো হয় এখানে। গ্রামের পূব দক্ষিণ সীমানায় প্রকান্ড দীঘি। শুধু জলকরই একর চারেক। গ্রামের মাঝে বাওড় পূব পশ্চিম প্রসারিত। কথিত আছে রাজা লক্ষন সেনের বাড়ি ছিল এগ্রামের উত্তরাংশে।

পঁচিশা গ্রামের নাম করণে প্রকান্ড একটা বটগাছকে কেন্দ্র করে, পঁচিশ বিঘা জমির ওপরে বিস্তৃত ছিল বিধায় নাম করণ হয়েছিল গ্রামের। উক্ত গাছে জ্বীন পরীদের আস্তানা। রাতে আগুনের গোল্লা ছুটে যেতো বলে অনেকের অভিমত। কেউ যদি সে গাছ থেকে একটা পাতা ছিড়তো তাহলে কোন না কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হতো। সে কারণে সে গাছ নিয়ে এলাকাবাসীদের ভয়ভীতির অন্ত ছিল না। সে সততার প্রমান পাওয়া যায় স্থানীয় গোলাপ ও মনির উদ্দিন সহ আরো অনেকের কাছ থেকে। বর্তমানে সে গাছটা নেই।

এগ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বড় ধরণের একটা সরকারী পুকুর আছে অক্ষয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় জ্ঞানেন্দ্র নাথ পাটোয়ারী ধানের জমিতে ডিপটিউবওয়েল বসাতে গেলে আবিস্কার হয় গ্যাস। কয়েক ফুট মাটির গভীরে যেতেই পাইপ দিয়ে উঠতে থাকে গ্যাস। ফলে টিউবওয়েল বসানো থেকে বাধ্য হয় বিরত থাকতে। লোকের ধারণা ওখানে গ্যাসের খনি থাকা স্বাভাবিক। তাই গ্যাস উত্তোলনের পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাইজদহ গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। প্রকান্ড একটা বটগাছ আছে গ্রামের পশ্চিম অংশে। দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রকান্ড একটা বিল। গ্রামের পূব পাশে খাল * দেবভোগ গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। নিম্ন বালিকা বিদ্যালয় ও আছে একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন গৌর চন্দ্র চৌধুরী। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত । বর্তমান প্রধান শিক্ষক গুরুপদ দাস। গ্রামের দক্ষিণে দীঘি। রাধাকৃষ্ণ মন্দির দক্ষিণ পাড়ায়। উত্তরে কাজলা নদী

www.pathagar.com

এবং গ্রামের চতুর্দিকে বিলের মাঝে খাল। কবি ও গীতকার গোবিন্দ পদ রায়ের বাড়ি এগ্রামে।

মালিয়াট গ্রামে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯১৪ সালে স্থাপন করেন পন্ডিত রাশ মোহন মিত্রগণ। প্রথম প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান কৃষ্ণপদ বিশ্বাস। একটা নিম্ন মাধ্যমিক ও আছে এগ্রামে। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন পন্ডিত রাশ মোহন। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা মালতীবালা পাঠক। গ্রামের দক্ষিণে শ্মশান লাগোয়া কালী মন্দির। প্রকান্ড একটা পাকুড় গাছ ও আছে এগ্রামে।

গ্রামের বিশেষ ব্যক্তিত্ব মৃত রাশ মোহন পন্ডিত। স্মৃতি স্বরূপ যার অনেক কিছু অবদান রয়ে গেছে। গ্রামের নাম কারণে জানা যায় নড়াইলের জমিদার গণের মালিদের বাস করা থেকে নামের সূত্র। এগারোখানের এলাকাধীন প্রকান্ড বিলের মধ্যে গ্রাম গুলো রইলে ও দু' জেলায় বিভক্ত। কিছু সংখ্যক নড়াইল ও কিছু যশোরের অংশ। স্বল্প দিনে এলাকার অধিবাসী গণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যত অগ্রগামী হয়েছেন তা বিস্ময়করই বটে।

তাদের ন্যায় দেশের আর কোন জাতি এতো উন্নতি করতে সক্ষম হয়নি। যাঁরা নিরহংকার শুধু তাদের জন্যেই শীর্ষস্থান উম্মুক্ত । এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন। বর্তমান বুলবুল আহমেদ। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। পরিশেষে ইউনিয়নের আয়তন ৯০৫৬ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১০৮৮৫। মহিলা ১০৫৩৭ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৩.৯ মহিলা ৩০.৭ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৮ নম্বর ইউনিয়ন কলোড়া

১০টা গ্রামের সমন্বয়ে এ ইউনিয়ন গঠিত। গ্রাম গুলোর নাম মুসুড়িয়া, বীড়গাম, কলোড়া, গোয়ালবাড়ি, রামনগরচর, আকদিয়া চর, আকদিয়া, শিমুলিয়া, নিরালী এবং বাহির গ্রাম। ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম মুসুড়িয়ায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূব পাড়ায় পূজো মন্ডব এবং মাঝা মাঝি খাল , গ্রামের উত্তর দক্ষিণের দু পাশে প্রকান্ড বিল * বীড়গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূবে চিত্রা নদী তীরে শ্মশান। সেখানেই একটা কালী মন্দির।

কলোড়া গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যাপীঠ নামে ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জমিদার বিনয় ভূষণ মিত্র। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান অমল কৃষ্ণ মল্লিক। এ গ্রামের মহাবিদ্যালয় ১৯৯৯ সালে স্থাপন করেন জনগণ। প্রথম অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান মোল্যা। বর্তমান অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন মোল্যা।

গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন চিত্রা নদী তীরে শ্মশান, সেখানেই দীর্ঘকাল আগের একটা প্রাচীন পাকুড় গাছ। এ গ্রামের বাজারটা যেমন ঐতিহ্যবাহী তেমন প্রাচীন। এ বাজারে আছে একটা কালী মন্দির ও তিনটা সে আমলের অতি প্রাচীন ও প্রকান্ড বটগাছ। বাজারের উত্তর সংলগ্ন চিত্রা নদী পূব পশ্চিম প্রবাহিত, পূবে হরিনদীর ওপরে সেতুটার জন্য গোবরার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদটা এখানকার বাজারে।

এ গ্রামের স্থায়ী ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত সহ ঐতিহ্যবাহী পুরানো বাজার গোয়ালবাড়ি গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে হরিনদী পূর্ব পশ্চিম প্রবাহিত এবং পশ্চিমে খাল * রামনগরচর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। এ গ্রামের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন জনগণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে বিবেকানন্দ বাওয়ালি।

আকদিয়া চর গ্রামে আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে স্থাপন করেন বিশ্বজিৎ বিশ্বাস গণ। প্রধান শিক্ষকের পদে তখন থেকে তিনিই আছেন অদ্যাবধি। গ্রামের উত্তর পাড়ায় রাধা কৃষ্ণমন্দির সহ মাঝের পাড়ায় পূজো মন্ডব। সেখানে নিম গাছের নিচে পূজো হয়, গ্রামের উত্তরে হরিনদী তীরে শ্মশান। পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। দক্ষিণে গোবরা বিল ছাড়া নেই আর কিছু।

আকদিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং বেসরকরী প্রাথমিক দু'টা। এ গ্রামের মাধ্যমিক ১৯৬৩ সালে স্থাপন করেন আব্দুল লতিফ গণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে অব্দুল মান্নান। এখানকার দাখিল মাদ্রাসা ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ। প্রথম সুপার অজ্ঞাত। বর্তমান সুপার রেজাউল

www.pathagar.com

করিম। আরো একটা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা আছে এ গ্রামে , ১৯৯৫ সালে স্থাপন করেন এলাকাকবাসী। তখন থেকে সুপার পদে আবুল কাশেম।

গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এখানকার বাজারে কালী মন্দির এবং হাট সংলগ্ন প্রকান্ড তিনটা বটগাছ ও একটা গাব। গ্রামের মাঝে কয়েক শতাধিক বছর পূর্বের বটগাছের নিচে পূজো মন্ডব। পালপাড়ায় পূজোর থান। গ্রামের উত্তরে হরিনদী এবং পূব পাশে প্রকান্ড বিল * শিমুলীয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা । মধ্যপাড়ায় মনশা মন্দির। গ্রামের উত্তরে হরিনদী তীরে প্রকান্ড একটা বটগাছ অতি প্রাচীন।

নিরালী গ্রামে বেসকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। অপর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে একটা। ১৯৮৪ সালে স্থাপন করেন চিকিৎসক সববৎ উদ্দিন মোল্যা গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন লক্ষীরানী শিকদার। বর্তমান প্রধান দিলীপ কুমার বিশ্বাস। গ্রামের পূবে হরিনদী *বাহির গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক একটা বিদ্যালয় সহ নিম্ন মাধ্যমিক অপর বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে হরিনদী এবং উত্তরে বৃহৎ বিল। ।

এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক কুমার কুণ্ডু। বর্তমান আশিষ কুমার বিশ্বাস। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। ইউনিয়নের আয়তন ৬৯৪৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১০৩৪৫ এবং মহিলা ৯৯৩৪ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৫.৪ এবং মহিলা ২৮.৯ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৯ নম্বর ইউনিয়ন শিঙ্গাশোলপুর।

এ ইউনিয়নের অধীন ১০টা গ্রাম। ও গুলোর নাম নলদীর চর। খলিশাখালী, গোবরা, সুভারঘোপ, বড়গাতী, বড়কুলা, শিঙ্গা, শিঙ্গাশোলপুর, চুনখোলা ও তারাপুর। ইউনিয়নের প্রথম নলদীরচর গ্রামে আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় আছে অতি প্রাচীনএকটা মসজিদ। এ পাড়ায় শিব মন্দির সংলগ্ন দীর্ঘকাল আগের অতি প্রাচীন একটা পাকুড়গাছ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। গ্রামের উত্তর পাড়ায় কালী ও দুর্গা মন্দির। মাঝে খাল এবং গ্রামের পশ্চিম হরিনদী।

খলিশাখালী গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বারোয়ারী পূজো মন্ডব ও আছে এ গ্রামে। মধ্যপাড়ায় একটা গোবিন্দ মন্দির * গোবরা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক ১৯৭৬ সালে স্থাপন করেন শ্যামল কুমার রায়। তখনকার প্রধান শিক্ষক ও ছিলেন তিনি। বর্তমান প্রধান সুশান্ত কুমার রায়। এগ্রামে বারোয়ারী পূজো মন্ডব। ধোপাপাড়ায় চিত্রা নদী তীরে শ্মশান।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন অচেনা একটা গাছ আছে ক্ষীর খেজুর নামে, গাছটা প্রকান্ড না হলেও বয়স অধিক। কত বয়স এবং কি গাছ সে সম্পর্কে এলাকাবাসীর জানা নেই। আবুল কাশেম এ গ্রামের অধিবাসী। তার প্রকাশিত অনেক গুলো কাব্য গ্রন্থ সহ শিশু পাঠ্য এবং গল্প। এ গ্রামের কিছু অংশ যুক্ত হয়েছে কলোড়া বাজারের সঙ্গে। অথচ সে বাজারটা গোবরা নামে পরিচিত। গ্রামের উত্তর পশ্চিমাংশে চিত্রা ও হরিনদী। গ্রামের মাঝে কাঁচা সড়ক লাগোয়া বটগাছ।

সুভারঘোপ গ্রামের মাঝে শুধু একটা প্রাচীন মসজিদ এবং উওর পাশে চিত্রা নদী তীরে ঠাকুর বাড়ির শ্মশান * বড়গাতী গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাঝের পাড়ায় ২টা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের পূবে চিত্রা নদী তীরে শ্মশান ও বিলীন নীল কুঠির নিদর্শন। পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের খুঁদে জমিদার ফকির ঠাকুর নামে আখ্যায়িত। সে ফকিরের অলৌকিক তার কোন কিছু না রইলেও তিনি এলাকার ছিলেন যশস্বী।

শিঙ্গাশোল পুর গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক ১৯২১ সালে স্থাপন করেন জমিদার কালী প্রসন্য রায়। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ গুপ্ত। বর্তমান ভার প্রাপ্ত প্রধান ফজলুল হক, গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। মধ্য পাড়ায় পূজো মন্ডব ও একটা বড় ধরণের পুকুর, দক্ষিণ ও পশ্চিম উভয় পাড়াতে অতি প্রাচীন বট ও পাকুড় দুটো গাছ সড়ক লাগোয়া, এ গ্রামের বিলীন বাড়ির খুদে জমিদার ছিলেন কালীপ্রসন্য রায়।

গ্রামের উত্তরে চিত্রা নদী তীরে শ্মশান। সে আমলের ঐতিহ্যবাহী অতি প্রাচীন বাজারটা ও এগ্রামে। এ গ্রামের আমির আলী কাজী ১৯৯৮ সালে পুকুর খনন করা কালীন হাত দশেক মাটির নিচে পায় দালানের একটা লম্বা লোহার কড়ে সে

www.pathagar.com

আমলের। শুকুমার হালদারের বাড়ি ও এগ্রামে। তিনি ১৯৮৫ সালে পাতকূপ খনন করা কালীন দশ ফুট মাটির নিচ থেকে ২৭ ইঞ্চি লম্বা মানুষের হাটুর নিচের হাড় সহ একটা কাঠের মোটা ও বাকল প্রাপ্ত হন।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সে হাড়টা যে আগের মানুষের সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে মুক্তি পায়। ফলে আগের মানুষ যে কত লম্বা ছিল তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা হয়তো অব্যাহত ছিল অনেক দিন পর্যন্ত। যেহেতু ওটা যে বাঙ্গালী জাতির মুখরোচকে পরিণত হয়েছে। এ ধরণের ঘটনাবলির ওপরে ভিত্তি করেই গবেষণা চলে চায়ের দোকানে। ওই সব দোকান গুলোই হচ্ছে গবেষণার মূল কেন্দ্র। সেখানে গিয়ে যে অনেক শিক্ষিত মহল গবেষণায় অংশ গ্রহণ না করেন তা নয়। যা হোক এগ্রামের বাসিন্দা কবি শুকদেব।

চুনখোলা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং গ্রামের বটতলায় পূজো হয়। উত্তরে চিত্রা নদীর বিশাল দোয়া। যে দোয়া ছিলো মাঝি মাল্লাদের জন্য মরণ ফাঁদ। আগে বর্ষা মৌসুমে কত নৌকা যে ডুবেছে সে দোয়ায় তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমানে নদীর সে দাপট হ্রাস পেয়েছে। তবে নদীর গাম্ভীর্য যে একেবারে বিলীন হয়েছে তা নয়, স্রোত সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যদিও বয়স অধিক হয়েছে তবু ঠাট কিছুটা বজায় রেখেছে।

ইউনিয়নের শেষ গ্রাম তারাপুর। এগ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া ঐতিহ্যের নেই আর কিছু। তবে বিশেষ ব্যক্তিত্ব মোসলেম উদ্দিন বয়াতির বাড়ি এগ্রামে। জারিগানে যিনি অর্জন করেছিলেন জন প্রিয়তা। তিনি ১৯৯০ সালে ইহধাম ত্যাগ করে পাড়ি জমান পরকালের উদ্দেশ্যে। এ বয়াতির যোগ্য উত্তরসুরী সন্তান রওশন আলী। জারিগানের তিনি ও জনপ্রিয় গায়ক হিসেবে আখ্যায়িত। আবার মির্জাপুর মহাবিদ্যায়ের অধ্যক্ষ ও তিনি।

ইউনিয়নের যা কিছু ব্যাখ্যা করা হলো। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খয়বার হোসেন। বর্তমান জামির হোসেন (মিলু) এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। এ ইউনিয়নের আয়তন ৪৬৯৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৭৪২১, মহিলা ৭২৬৮ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪০.৬ এবং মহিলা ২৫.৭ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১০ নম্বর ইউনিয়ন ভদ্রবিলা

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে ২০টা। ও গুলোর নাম আটেরহাট, বাগডাঙ্গা, ভবানীপুর, ভদ্রবিলা, চন্ডিতলা, ছাগলছিড়া, দীঘলিয়া, সরকেলডাঙ্গা, ঝিকরা, মাথাভাঙ্গা, মিরাপাড়া, পাইকাড়া, পালইডাঙ্গা, মহারাজ, পাঁচুড়িয়া, ফুলসার, রামসিদ্দি ডাঙ্গা, চররাম সিদ্দি, রায়খালী ও শ্রীফলতলা।

ইউনিয়নের দ্বিতীয় গ্রাম বাগডাঙ্গায় আছে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। এ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন মরহুম ফজর আলী বয়াতি গণ। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে চিত্রা নদী এবং উত্তরে বিল।

ভবাণী পুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৯ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বকুল কুমার দরফদার। বর্তমান প্রধান নারায়ণ চন্দ্র বর্মন। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের সড়কের ধারে বিশাল বটগাছ দীর্ঘকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হিসেবে * ভদ্রবিলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। ইউনিয়ন পরিষদটা এগ্রামে স্থাপিত। গ্রামের পশ্চিমে চিত্রা নদী।

চন্ডিতলা গ্রামে পূজো মন্ডব দুটা এবং প্রকান্ড একটা বটগাছ। গ্রামের উত্তরে চিত্রা নদী তীরে শ্মশান * ছাগলছিড়া গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে চিত্রা নদী এবং উত্তরে ঢোপ বিল * দীঘলিয়া গ্রামের দক্ষিণে সাড়ে তিন একর নিয়ে শুধু একটা দীঘি উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত * সরকেলডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩২ সালে স্থাপন করেন সুবোধ চন্দ্র ঘোষ গণ। তিনি ছিলেন তখনকার প্রধান শিক্ষক। বর্তমান প্রধান খান হাসেম আলী।

পাইকাড়া গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের পশ্চিমে মধ্যম আকারের দীঘি উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত। উত্তরে চিত্রা নদী * পাঁচুড়িয়া গ্রামে এফতেদায়ী মাদ্রাসা একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং উত্তর পাড়ায় পূজো মন্ডব * ফুলসার গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা এবং একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বারোয়ারী পূজো মন্দির দুটা। দত্তপাড়ায় নীল কুঠির নিদের্শন সহ একটা প্রকান্ড বটগাছ।

১৯৬২ সালে গ্রামের পূর্ণচন্দ্র গাছি নামের ব্যক্তি সড়কের মাটি কাটতে গিয়ে ৬/৭ হাত নিচে পেয়েছিল একটা কুমীরের মাথার ছাপ বেশ বড় ধরণের, পঁচে গেলে ও চাড়া ছিল মাটির সঙ্গে মিশে * মিরাপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এলাকাবাসী। ইউনিয়ন পরিষদটাও এগ্রামে * এ গ্রামটা সরকেল ডাঙ্গার পরে না হওয়ায় দুঃখিত।

www.pathagar.com

রামসিদ্দি ডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় পূজো মন্ডব এবং দক্ষিণে কালীদহ বিল * রায়খালী গ্রামের উত্তর পাড়ায় পূজো মন্ডব এবং গ্রামের মাঝ দিয়ে খাল প্রবাহিত * শ্রীফলতলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পশ্চিমে বিলীন নীল কুঠি সংলগ্ন বৃহৎ একটা তালগাছ। নাম না জানা কোন সাহেবের ভাঙ্গা বাড়ি জঙ্গলে আবৃত। এটা সাহেব বাড়ি নামে পরিচিত।

এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শেখ সালাউদ্দিন। বর্তমান কাজী আব্দুল হামিদ। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। এ ইউনিয়নের আয়তন ৬০১১ একর। লোক সংখ্যা পুরুস ৯০৪৮, মহিলা ৮৮২৪ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৯.৩ ও মহিলা ২৫.৯ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১১ নম্বর ইউনিয়ন বাঁশগ্রাম

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ২২ টা। ও গুলোর নাম বল্লারটোপ, বাঁশগ্রাম, বেতভিটা, চাঁদপুর, বগুড়া, দক্ষিণ বালিয়াডাঙ্গা, দাড়িয়াপুর, দৌলতপুর, ডুমদি, গোপালপুর, আগরহাটি, হোগলাডাঙ্গা, যদুনাথপুর রহমতপুর, কালুইগাছি, কামালপ্রতাপ, কর্মচন্দ্রপুর, কুমাডঙ্গা, নন্দকোল, শালিখা, চরশালিখা, শম্ভুডাঙ্গা ও টাবরা।

ইউনিয়নের প্রথম বল্লারটোপ গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৪ সালে স্থাপন করেন আলাউদ্দিন নামের ব্যক্তি। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন ফরিদুল ইসলাম। অত্র এলাকার মহাবিদ্যালয় ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন মোল্যাগণ। তখন থেকে অধ্যক্ষের পদে আছেন এম, এম, সাঈদুর রহমান।

বাঁশ গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এক এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের মাঝে বড় দুটা দীঘি আছে পাশাপাশি * বেতভিটা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন আতিয়ার রহমান বিশ্বাস গণ। তখনকার সুপার মাহমুদুর রহমান। বর্তমান সুপার মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।

বগুড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * দক্ষিণ বালিয়া ডাঙ্গা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। অত্র এলাকায় হাফেজী মাদ্রাসা ও আছে একটা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পূবে চাঁচুড়ী বিল * দাড়িয়াপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫৫ সালে স্থাপন করেন মকলেছুর রহমান মোল্যা গণ।

তখনকার প্রধান শিক্ষক ও ছিলেন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান প্রধান আব্দুস সবুর মোল্যা। ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ও একটা আছে এ গ্রামে। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের মাঝে প্রকান্ড বট ও পাকুড় সে আমলের দুটা গাছ আছে ঝড় ঝাপট থেকে গ্রামটাকে রক্ষা করার জন্য। প্রকান্ড অচীন গাছ ও আছে একটা। জনতা নামে গণ পাঠাগার ও একটা আছে এ গ্রামে আলো দিয়ে মানুষের অন্ধত্ব ঘুঁচাবার জন্য।

এগ্রামে এজমালি একটা গোরস্থান ও আছে। ইউনিয়ন পরিষদ তাও এগ্রামে স্থাপিত। গ্রামের পূবে প্রকান্ড চাঁচুড়ী বিল * দৌলতপুর গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন দ্বিতল মসজিদ। এলাকার বিশেষ গুণী মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মোল্যা বলে জানা যায় তথ্য প্রদানকারী

www.pathagar.com

মতিয়ার রহমান বিশ্বাস সহ আরো অনেকের কাছে। এ গ্রামের ধারে বিল নদী নালা বিশেষ নেই।

ডুমদি গ্রামে কোন শিক্ষালয় না রইলেও প্রখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকারের বাড়ি এগ্রামে। তিনি ধরা থেকে ছিন্ন হয়ে বসতি স্থাপন করেছেন হয় স্বর্গে নয় নরকে। যেখানে মানুষদের শেষ গন্তব্য পরিবর্তনের সুযোগ নেই। তিনি সেখানে অবস্থান করলে ও দেশ বাসী মানুষ তাকে ভুলতে পারেনি। যার জন্য একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছে এলাকার লোক সভাব কবির নামানুসারে। প্রত্যেক বছর ফালগুণ মাসে সপ্তাহ খানেক মেলার মাধ্যমে কবিকে স্মরণ করে মানুষ। এ গ্রামটা কিন্তু চাঁচুড়ী বিলের মধ্যখানে।

গোপালপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক এক এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটা। গ্রামের পূবে প্রকান্ড চাঁচুড়ী বিলে শ্মশান এবং তৎসংলগ্ন একটা মন্দির * আগরহাটী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের চর্তুদিকেই বিল বিস্তৃত * হোগলাডাঙ্গা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ফোরকানীয়া মাদ্রাসা। এ গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় কালী সহ পূজো মন্ডব আছে বেশ কয়েকটা। গ্রামের দক্ষিণে চাঁচুড়ী বিলে মহাশ্মশান।

গ্রামের বাজারে বিশাল বট এবং তার কিছু দুরে ওই ধরণের একটা পাকুড় গাছ নিযুক্ত আছে পাহারাদার হিসেবে। যাতে এলাকার লোক ঝড় ঝাপট এবং দৈত্য দানবের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। গাছ গুলো সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে দীর্ঘকাল থেকে বিনা বেতনে। সে গাছ দুটো কর্তব্য পালন করলেও কারো কাছে পায়না কোন অবদান। এ গ্রামের দক্ষিণে খাল এবং পূবে চাঁচুড়ী বিল।

যদুনাথপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পূবে বিল * কামাল প্রতাপ গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন মুনশী মনিরুজ্জামান গণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন অজ্ঞাত। এগ্রামে এক পীরের মাজার। এ উলঙ্গ পীরের দুই একটা অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সংক্ষেপে।

মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিজয়ী হবার জন্য নড়াইলের জমিদার রায় কিরণচন্দ্র ধরণা দিলেন পীরের সান্নিধ্যে। কিন্তু সম্মুখে যেতে ব্যর্থ হলেন। যতবার জমিদার পীরের সামনে যাবার চেষ্টা করলেন ততবারই তিনি ঘুরে ঘুরে বসতে লাগলেন। বিরাক্ত হয়ে পীর অবশেষে একটা কাঠ ছুড়ে দিয়ে বল্লেন নিয়ে যা ওটা। যত্নসহকারে সে কাঠটা নিয়ে মামলায় গেলে জমিদার বিজয়ী হন।

দ্বিতীয় ঘটনা এক ভক্তকে নিয়ে উলঙ্গ পীর কোথাও যেতে একটা বাজারের নিকট বর্তী হতেই চোখ বন্ধ করে শিষ্যের হাত ধরে যেতে থাকেন। বাজার অতিক্রম করার পর বল্লেন এখানে যাদেরকে দেখলাম তার মধ্যে কোন মানুষ নেই শেয়াল কুকুর ও শুয়োর ছাড়া। অন্তর্দৃষ্টির ব্যক্তিদের কাছেই সে চিত্র ফুটে উঠে। দিন কাল

www.pathagar.com

পাত্রের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। দীর্ঘকার আগে ধরাধাম ত্যাগ করলেও সে পীরের মাজারটা সংক্ষণ করে রেখেছে এলাকা বাসী * কর্মচন্দ্রপুর গ্রামের পশ্চিমে ঈদগা এবং একর চারেক জায়গা নিয়ে এজমালি গোরস্থান।

কুমারডাঙ্গা গ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। থাকার মধ্যে ছিল একটা বড় ধরণের মাটির ঢিবি। ১৯৯১ সালে সে ঢিবি খনন করলে আবিস্কার হয় ষোল কামরার একটা দালান। অনেক আগে সে দালানটা নির্মান করার পর কেন যে মাটি দিয়ে ঢেকে রেখেছিল সে ব্যাপারে জল্পনা কল্পনা অনেক হলেও সঠিক মন্তব্যে পৌছুতে পারেনি কেউ। ফলে সে দালান সম্পর্কে কেউ কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে না পারায় জল্পনা কল্পনায় রয়ে গেছে সীমাবদ্ধ।

তাছাড়া লোকেরা যে মোটেও অনুভব করতে পারেনি তা নয়। একটা সাইনবোর্ডে ফার্সি লেখা থেকে ধারণা জন্মেছিল যে দালান নির্মান করেছিল ফরাসী দেশের কোন ধনী ব্যক্তি বসবাসের জন্য। পরবর্তীতে সে লোকটা যখন দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন মনের দুঃখে দালানটাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয় যাতে কেউ বসবাস করতে না পারে। উপরন্ত পরবর্তীর লোকেরা যাতে অজ্ঞাত দালান নিয়ে গবেষণায় মগ্ন হতে পারে।

নন্দকোল গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামের চর্তুদিকে বিল * শালিখা গ্রামে হাফেজী মাদ্রাসা এবং চর শালিখায় সরকারী প্রাথমিক একটা বিদ্যালয় * শম্ভুডাঙ্গা গ্রামে এফতেদায়ী মাদ্রাসা এবং দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * টাবরা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন বিজয় সরকার গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান বাবু লাল রায়।

এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বি,এম ফসিউর রহমান। বর্তমান শেখ আজিবর রহমান। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। পরিশেষে ইউনিয়নের আয়তন ৯৭৮৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৮৯৪৮। মহিলা ৮৭৯২ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪২.৬ ও মহিলা ২৯.০ জন।

www.pathagar.com

১২ নম্বর ইউনিয়ন বিছালী

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে ১৩টা। ও গুলোর নাম বিছালী, কালীনগর, আটঘরিয়া, বড়াল, রুপদিয়া, খলিশাখালী, আকবপুর, মধুরগাতি, মরিচা, চাকই, রুখালী, মীর্জাপুর ও আড়পাড়া।

ইউনিয়নের প্রথম বিছালী গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং বেসরকারী প্রাথমিক দুটা। এগ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন আবু বক্কার মোল্যাগণ। প্রধান শিক্ষক আদি থেকে এ পর্যন্ত বিনয় কুমার মল্লিক। এগ্রামে এফতেদায়ী মদ্রাসা আছে একটা। এখানকার বাজারে দীর্ঘকাল আগের প্রকান্ড একটা পাকুড় গাছ বিদ্যমান। এ বাজারের উত্তর সংলগ্ন আড়াই একর জলকরের একটা বড় পুকুর।

গ্রামের পূবে প্রকান্ড গোগার বিল। উক্ত বিলে আছে একটা শ্মশান। এ গ্রন্থ রচনার যুক্তি দাতা কলামিষ্ট ও সংবাদিক কাজী সিরাজুল ইসলাম এ গ্রামের বাসিন্দা * কালী নগর গ্রামে অতি প্রাচীন ও বৃহৎ আকারের একটা নিম গাছের নিচে পূজো হয় * বড়াল গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় অতি প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের উত্তরে ও পূবে প্রকান্ড ধোলের বিল * রুনদিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামের মাঝে পূজো মন্ডব। পূবে আছে বৃহৎ ধোলের বিল * আটঘরা গ্রামের মাঝে পূজো মন্ডব এবং পূবে ঐ বিল।

আকবপুর গ্রামের পূব পাড়ায় পূজো মন্দির ও গ্রামের তিন দিকেই বিল * মধুরগাতি গ্রামে একটা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ অপরটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা * চাকই গ্রামে দুটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক ও আছে একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় একটা প্রাচীন মসজিদ। এপাড়ায় একটা প্রকান্ড পাকুড় গাছের নিচে পূজো হয়। গ্রামের দক্ষিণে বৃহৎ বাইলডাঙ্গার বিল * রুখালী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক একটা বিদ্যালয় ও এফতেদায়ী মাদ্রাসা।

বিশ্বাস পাড়ায় সে আমলের একটা প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের মাঝে উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত খালের ওপরে সেতূ। গ্রামের উত্তর পাশে প্রকান্ড বিল। এখানকার অনেক আগের প্রাচীন বাজারে আছে একটা বটগাছের নিচে কালী মন্দির। এ মন্দিরের কালীকে নিয়ে যে কিংবদন্তীর সূচনা হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে তা নিম্নরূপ। এ গ্রামের দোয়ারে বৈরেগী দুজন সঙ্গীকে নিয়ে বাদা অর্থাৎ সুন্দরবনে গিয়েছিল কাঠ কাটার জন্য নৌকায় চড়ে।

গন্তব্যে গিয়ে কাঠ কাটতে থাকে সতর্কাবস্তায়। নিত্যদিন সকালে নামে বিকাল পর্যন্ত কেটে ফিরে আসে নৌকায় বাঘের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। যেহেতু বাঘেরা শিকারের সন্ধানে বের হয় সন্ধের পূর্বক্ষণে। সে কারণে বাওয়ালি গণকে জঙ্গল ত্যাগ করতে হয় পড়ন্ত বেলায়। দোয়ারে এ নিয়ম লংঘন করেনি বিধায় বিকেলে ফিরে আসতো নৌকায়। এভাবে হচ্ছিল ওদের কাঠ সংগ্রহ।

www.pathagar.com

কয়েক দিনের মধ্যে কাঠে নৌকাটা প্রায় ভরে উঠলো। আর এক দিন কাটলে নৌকাটা পূর্ণ হবে। সে বাসনায় দিনের তৃতীয় প্রহরের শেষ লগ্নে অন্যান্য বাওয়ালিদের সঙ্গে দোয়ারে সঙ্গী নিয়ে ফিরে এল নৌকায়। তারপর রাতের খাবার পর্ব চুড়ান্তের পর শুয়ে পড়লো বিছানায় অর্থাৎ ছৈয়ের মধ্যে। রাতের চতুর্থ প্রহরের শেষ লগ্নে দোয়ারে স্বপ্নে দেখতে লাগলো তাকে যেন কে বলছে আমি মা কালী। বেশ কিছু দিন থেকে আছি এখানে।

আর থাকবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে কারণ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবো অন্যত্র। তবে তোমাদের যখন দেখা পেলাম তখন সঙ্গ নিয়ে নৌকায় চড়ে তোমাদের দেশেই যাবো। এতে ভয় পাবার কারণ নেই। এ পর্যন্ত বলে স্বপ্ন নীরব হবার সঙ্গে বৈরেগীর গেল ঘুম ভেঙ্গে। তখন সে চোখ মেলতেই দেখতে পায় রাতের আঁধার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিকে ফরসার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে পূবের পাশে।

এতে বৈরেগী ভাবলো নিশ্চয় সূর্যের আভাস পেয়ে রাত ধরাধাম থেকে বিদায় নিচ্ছে বিধায় এরূপ পরিস্কার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ভেবে সে সঙ্গীদেরকে ডেকে তুললো। তাঁরা ঘুম থেকে উঠতেই বললো ঘটানার কথা। সঙ্গীরা শুনে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাঁরা বললো স্বপ্ন অনেক কে অনেক কিছুই বলে। সুতরাং স্বপ্নে বাস্তবতার যেমন নেই লেশ তেমন বিশ্বাস ও করা যায় না কোন রূপ। তবু মা যদি যেতে চায় আমাদের সঙ্গে যাবে তাতে আপত্তি নেই।

এ সব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। ততক্ষণ সূর্যটাও পূব আকাশে উদয় হয়ে ছুটতে থাকে তার গন্তব্যের দিকে বিলম্ব না করে। বিরামহীন সূর্যের গতি লক্ষ্য করে বৈরেগী খাবার পর্ব শেষ করে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে নেমে পড়লো জঙ্গলে। দিন ভর কাঠ কেটে বিকেলে ফিরে এল নৌকায়। তবে কর্তন করা কাঠ গুলো নৌকায় তোলা থেকে বিরত হয়নি। কাঠ তুলে করতে লাগলো অপেক্ষা।

এতে পড়ন্ত বেলার সূর্যটা এক সময় পৌছে গেল পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমায়। গন্তব্যে গিয়ে ডুব দেবার প্রস্তুতি নিয়ে করতে লাগলো অপেক্ষা। দেরির কারণ হয়তো ধরাধামটাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার বাসনায়। তাও অধিক্ষণ নয় স্বল্প সময় অপেক্ষা করার পর সাগরের অথৈ পানির অভ্যন্তরে দিল ডুব। ফলে দিনের জ্যোতি ম্লান হওয়ায় সন্ধে হতে থাকে অবতীর্ণ। সন্ধের আগমনে শান্ত হয় দিনের কলরব।

সন্ধে ও অধিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি রাতের তাড়নায়। ফলে বিদায় নেবার সঙ্গে রাতের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় ধরাধামের ওপরে। রাতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবার ফলে বৈরেগীরা ও খাবার পর্ব শেষ করে শুয়ে পড়লো ছৈয়ের অভ্যন্তরে। অল্পক্ষণের মধ্যে আশ্রয় নিল নিদ্রা দেবীর কোলে। তাদের ঘুমের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় রাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর। চতুর্থ সে ও বসে না থেকে সঙ্গী প্রহরদের অনুগামী হয়ে যেতে থাকে সামনের দিকে।

www.pathagar.com

অবশেষে চতুর্থ প্রহর ও বিদায় নিতে বাধ্য হয় সূর্যের আগমনের আভাস পেয়ে। সূর্যের তাপে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হবে বিবেচনায় রাত পলায়ন করতে বাধ্য হয়। দ্রুত গতিতে ছুটে যায় পশ্চিম অভিমুখে সাগর সৈকত পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে। মরুভূমির ঠান্ডা বালুর ওপর দিয়ে চলে যায় অজানার উদ্দেশ্যে । ফলে রাতের অস্তিত্ব বিলীন হয় ধরার বুক থেকে। ইত্যবসরে সূর্য লাল শাড়ী পরিহিত নববধুর ন্যায় ঘোমটা ফেলে মাথা তোলে পানির ওপরে।

সূর্যের আগমনে ধরাধামের রূপটা যায় বদলে। ফলে রাতের কালীমা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণী কুলের মধ্যে পড়ে যায় সাড়া। তখন তাঁরা বের হয় খাদ্যের অন্বেষণে। এতে বৈরেগীরাও বসে থাকে না। সূর্য উঠার সঙ্গে তাঁরা ও জোয়ারের গোণ ধরে নৌকা ছাড়ে বাদাবনকে কয়েকটা সালাম জানিয়ে। নোনা পানির বুক চিরে নৌকা ছুটে চলে মন্থর গতিতে। পিছনে রয়ে যায় গ্রাম, গঞ্জ, হাট, বাজার ও অনেক খাল বিল।

এভাবে নৌকা এগিয়ে যায় দিনের পর দিন। ভাটির স্রোত ক্ষিপ্র হওয়ায় অপেক্ষা করে জোয়ার না আসা পর্যন্ত। আবার জোয়ারের গোণ ধরে চলা শুরু করে। দিন কয়েক পরে পৌছে যায় গন্তব্যে নিজ গ্রামে। যদিও ক দিনে মা কালীর স্বপ্নের কথা খেয়াল হয়নি কিন্তু নৌকা ঘাটে পৌছাতেই স্মরণ হয়। তবু তাতে গুরুত্ব না দিয়ে নেমে যায় নৌকা থেকে। পরক্ষণে কাঠ গুলো নামানো থেকে বিরাত হয়নি। নৌকা খালি করে চলে যায় যে যার বাড়িতে।

তারপর দিনের অবসানে আগমন করে রাত। তখন বৈরেগী স্বপ্ন দেখে গভীর রাতে। স্বপ্ন বলে আমি সেই মা কালী বাদা থেকে এসেছি তোমাদের নৌকায় চড়ে। হয়তো বিশ্বাস না করে তোমরা কোন গুরুত্ব দাওনি। যা হোক আমি অবস্থান ও নিয়েছি বাজারের সন্নিকটে উঁচু ভিটের ওপরে সেখানে থাকার বাসনায়। তবে দুটো শর্ত দিচ্ছি। সেই মোতাবেক কাজ না করলে তোমাদের অমঙ্গল হবে। সে শর্ত হচ্ছে কবি গানের সঙ্গে আমার পূজো করা।

এর ব্যতিক্রম হলে গ্রামের সবাইকে হতে হবে বিপদের সম্মুখীন। এ ধরণের স্বপ্ন দেখে বৈরেগী পরের দিন ভোরে কথা গুলো ব্যক্ত করলো গ্রাম বাসীদের সমীপে। তাঁরাও ঘাবড়ে গিয়ে শর্ত মোতাবেক স্বপ্নের নির্দেশ পালন করার জন্য আনলো এক বয়াতিকে। সঙ্গে পুরোহিত এনে আয়োজন করে পূজোর। সে পূজোর পদ্ধতি ভিন্ন তর। মাটি দিয়ে ঘটের ন্যায় উঁচু করা হয় ফুট দেড়েক। তারপর ফুল দিয়ে ঘটটাকে সাজানো হয় বিচিত্র ভঙ্গিতে।

এ অবস্থায় চলতে থাকে পূজো রাতের বেলা। অবশেষে ঘটটা ভেঙ্গে পড়ে ফুল সহ। না ভাঙ্গা পর্যন্ত পূজো বন্দ হয়না। ঘট ভেঙ্গে পড়ার পর পূজোর সঙ্গে সব কিছুর ঘটে অবসান। কয়েক শ বছর থেকে এপ্রথা চালু আছে কোন পরিবর্তন না হয়ে। তবে নির্ধারিত কোন দিন নেই। তবু প্রত্যেক বছরের অগ্রহায়ন অথবা মাঘ

www.pathagar.com

মাসে। এ দুমাসের যেকোন দিন। বয়াতির ওপর নির্ভর করে ধার্য হয় দিন। এসব তথ্য জানা গেল এলাকা বাসীদের কাছে ১১-১২-২০০১ সালে।

এঘটনার নায়ক দোয়ারে বৈরেগীর দশ পুরুষ নিম্নের আশ্বিনী কুমার বৈরেগীর বয়স আশি বছর। এ বৈরেগীই গ্রামের আদি বাসিন্দা। তবে তথ্য প্রদান কারীদের অভিমত আদি বৈরেগী বাদা থেকে কালীকে এনেছিল বেঁধে। তারপর শর্তের মাধ্যমে দিয়েছিল ছেড়ে। এতে যুক্তির অভাব অধিক মাত্রায়। কারণ যাঁরা রূপান্তর এবং অসীম শক্তির অধিকারী তাদেরকে ধরে আনা মানুষের পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমন কল্পনার প্রধান্য অত্যধিক।

এগ্রামের আরো একটা চমকপদ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে দীর্ঘকাল থেকে। সে দন্তীটা নিম্নরূপ। এরুখালী গ্রামের নাম না জানা কোন ব্যক্তির নেশা ছিল রাতে মাছ ধরার। প্রকান্ড বিলে নিত্যদিন সে গমন করতো মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। সে দিন ও গিয়েছিল সন্ধে পর। গন্তব্যে গিয়ে মাছ ধরছিল মনের অনন্দে। এমন সময় এক ভূত এসে দিতে থাকে ভয়ভীতি। লোকটা দুঃসাহসিক ছিল বিধায় ভীতু না হয়ে মাছ ধরায় ছিল নিয়োজিত। এ অবস্থায় তার সামনে এসে ভূত দেখা দিয়ে কুস্তির আহবান জানায়।

ভূত বলে তুমি নাকি অত্যন্ত সাহসী ও শক্তি শালী। সে হিসেবে কুস্তির মাধ্যমে পরীক্ষে করতে ইচ্ছুক। বলার সঙ্গে লোকটা রাজি হয়ে ভূতের সঙ্গে লিপ্ত হয় কুস্তিতে। রাত ভর এ কুস্তিতে কোন জয় পরাজয় না হওয়ায় থাকে অব্যাহত। ভোরে লোকদের আগমনে ভূত কুস্তিতে ইস্তফা দিয়ে প্রস্থান করে লোকটাকে ওস্তাদের পদ দিয়ে। যেখানে কুস্তি হয়েছিল সে জায়গার নাম ভূতের গেড়ে। এঘটনার নায়ক হয়তো দীর্ঘকাল আগে ধরাধাম ত্যাগ করে চলে গেছে অজানার উদ্দেশ্যে। সে গেলেও মানুষরা স্মরণ রেখেছে এঘটনার কথা ও জায়গার নাম। দুনিয়া লয় না হওয়া পর্যন্ত হয়তো এশ্রুতিটা থাকবে অম্লান।

মীর্জাপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন এবং বেসরকারী প্রাথমিক একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৬ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রদ্যুৎ কুমার নাগ। বর্তমান প্রধান হাজারী লাল নাগ। ১৯৯১ সালে এ গ্রামের মহা বিদ্যালয় স্থাপন করেন জনগণ। তখনকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন খান জহুরুল ইসলাম। বর্তমান অধ্যক্ষ জারিগানের ঝড় তোলা বয়াতি রওশন আলী। তিনি তারা পুর গ্রাম নিবাসী মরহুম মোসলেম উদ্দিন বয়াতির ছেলে।

গ্রামের মধ্য পাড়ায় একটা প্রাচীন মসজিদ। ওর সন্নিকটে নাম না জানা এক পীরের পাকা মাজার। গ্রামের পূব পাড়ায় পূজো মন্ডব ও দক্ষিণ পাশে দীঘি। এ গ্রামে বাড়ি ছিল বিশেষ গুণী মরহুম নওশের আলীর। সে আমলে যিনি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার। তাছাড়া গ্রামের চর্তুদিকেই নলামারা বিল * ইউনিয়নের শেষ গ্রাম আড়পাড়া। এগ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। আরো আছে নিম্ন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটা।

www.pathagar.com

গ্রামের মাঝে পূজো মন্ডব। খালের ওপরে কাঠের সেতু আছে গ্রামের উত্তর সীমান্তে। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খন্দকার আবুল কাসেম। বর্তমান মশিয়ার রহমান। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি মোটামুটি ব্যাখ্যা করা হলো। এ ইউনিয়নের আয়তন ৮১৪২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯৫৫০ এবং মহিলা ৯৩৩৭জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪০.৭ ওমহিলা ২৪.৯ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১৩ নম্বর ইউনিয়ন মুলিয়া

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৮টা। ও গুলোর নাম গোয়ালবাড়ি, লবণক্ষীর, বড়েন্দা, সাতঘরিয়া, গোয়াল ডাঙ্গা, বনগ্রাম, মুলিয়া, কোড়গ্রাম, পানতিতা, আখোদা, টেপারী, সালিয়ারভিটা, বালিয়া ডাঙ্গা, ইচড়বাহ, দুর্বাজুড়ি, হিজলডাঙ্গা, সিতারামপুর ও বাঁশভিটা।

ইউনিয়নের চতুর্থ সাতঘরিয়া গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় পূজো মন্দির * মুলিয়া গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৮ সালে স্থাপন করেন এলাকা বাসী। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুকুমার বিশ্বাস। বর্তমান প্রধান সুবোধ কুমার বিশ্বাস। এ গ্রামের বাজারে একটা বটগাছ এবং কাজলা নদী উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত। নদী থেকে একটা খালও উঠে গেছে বিল অভিমুখে।

বনগ্রাম গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণে বিশাল বিল। গ্রামটা মুলিয়ার আগে না হওয়ায় দুঃখিত * কোড় গ্রামের পূব পাড়ায় শুধু একটা হরিমন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিমে কাজলা নদী তীরে শ্মশান। প্রকান্ড একটা তমাল গাছ আছে গ্রামের মাধ্যখানে। উত্তর ও পশ্চিমে কাজলা নদী * পানতিতা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মাঝের পাড়ায় এবং পশ্চিম পাড়ায় কালী মন্দির। খেয়াঘাটে এবং গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরে তিনটা প্রকান্ড বট সহ একটা নীম গাছ ও পশ্চিমে শ্মশান।

আখোদা গ্রামের মধ্য পাড়ায় বারোয়ারী পূজো মন্দির। দক্ষিণে কাজলা নদী ও বিল পূবে * টেপারী গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে কালী মন্দির সংলগ্ন প্রকান্ড বটগাছ। পূবে কাজলা নদী এবং চর্তুদিকেই বিল * শালিয়ার ভিটা গ্রামের মাঝে কালী মন্দির এবং দক্ষিণে কাজলা নদী ও পূবে একটা খাল ছাড়া নেই আর কিছু * ইচড়বাহ গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বারোয়ারী পূজো মন্দির, পশ্চিমে কাজলা নদী।

দুর্বাজুড়ি গ্রামের উত্তর পাড়ায় কালী মন্দির। গ্রামের পশ্চিম পাশে কাজলা নদী এবং উত্তর ও দক্ষিণে প্রকান্ড বিল * হিজল ডাঙ্গা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৬ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন মোমিন উদ্দিন। পাগল চাঁদের মন্দিরটা গ্রামের উত্তর পাড়ায়। এ সাধু ইছামতি এলাকা থেকে এসে প্রথমে অবস্থান নেয় স্থানীয় শ্যামাচরণের বাড়িতে।

প্রথম দিকে তার কোন অলৌকিকতা প্রকাশ পায়নি, পরবর্তীতে একটা ঘটনা সূত্রে সে পাগলের অলৌকিকতা প্রকাশ পায়। এর মূলে এ গ্রামের বসন্ত কুমার বিশ্বাস। সে কয়েকজন সঙ্গীসহ গিয়েছিল বানিজ্যে, ফিরে আসার সময় পদ্মা নদীর

www.pathagar.com

বুকে পড়ে ঝড়ের কবলে। ফলে তার নৌকাটা প্রায় ডুবতে গিয়েও রক্ষাপায় অলৌকিক ভাবে।

বসন্তের নৌকাটা রক্ষা পাবার মূলে ছিল পাগল চাঁদের কেরামতি। ঘটনার দিন পাগল ছিল তার পাগলামি নিয়ে। হঠাৎ করে বাড়ির লোকজনকে বলে বসন্তের নৌকা ডুবে যাচ্ছে পদ্মা নদীতে বিধায় তোমরা ওটাকে রক্ষা করো। তার কথায় কেউ গুরুত্ব না দিয়ে আরো উপহাস করতে থাকায় পাগল নিজে একটা থালা নিয়ে পানি ছেচতে থাকে বাড়ির পাশে একটা ছোট্ট গর্তে। পাগলের কান্ড দেখে লোকেরা করতে থাকে হাসা-হাসি।

দিন কয়েক পরে বসন্ত বাড়ি এসে যখন ঘটনার কথা ব্যক্ত করে তখন লোকদের বিশ্বাসের ভীত মজবুত হয় অত্যধিক। তখন থেকে পাগলের মর্যদা বৃদ্বি পায় কয়েক গুন। সেই পাগলের মৃত্যু হলে বসন্ত কুমার যেখানে সমাহিত করেন, ওটাই পাগল চাঁদের মন্দির নামে পরিচিত। তৎসংলগ্ন বিশাল একটা বটগাছ আছে হয়তো মন্দিরের পাহারাদার হিসেবে দীর্ঘকাল থেকে। গ্রামের দক্ষিণে খাল ও বিলের অভ্যন্তরে শ্মশান। এ গ্রামের বিশেষ গুনি বসন্ত কুমার বলে জানা যায় তথ্যে। তার চার পুরুষ নিম্নের কিশোর কুমার বিশ্বাস। যিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

সিতারামপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় হরি এবং পূব পাড়ায় শীতলা মন্দির। দক্ষিণে খাল ও উত্তর দক্ষিণে বিল * বাঁশভিটা গ্রামের মধ্যপাড়ায় শিতলা মন্দির। গ্রামের পশ্চিমে খাল পাড়ে শ্মশান। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনীল কুমার বিশ্বাস। বর্তমান রবীন্দ্রনাথ অধিকারী। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। এ ইউনিয়নের আয়তন ২৫৫৫ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৪৬৬৪, মহিলা ৪৫৪১ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৫.৫, মহিলা ২৮.২ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

থানা লোহাগড়া
১ নম্বর ইউনিয়ন নলদী

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে ২৩ টা। ওগুলোর নাম চরবালিদিয়া, কালীনগর, বলাডাঙ্গা, চাকুলিয়া, গোপালপুর, মদনপুর, সুজাপুর, ভাটুদাহ, নালিয়া, মিঠাপুর, নখখালী, ব্রাহ্মণী নগর, মতিনগর, মটবাড়ি, কালাচাঁদপুর, নোয়াপাড়া, বইকুণ্ঠপুর, জালাল সিট, বারুইপাড়া, গাছবাড়িয়া, হলদা, নলদী ও সোনাদহা।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম চরবালিদিয়ায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও গ্রামের দক্ষিণে বিল এবং ইছামতি নদী * কালীনগর গ্রামের মাঝে আছে শুধু একটা পূজো মন্ডব ও পূবে ইছামতি বিল * বলাডাঙ্গা গ্রামে ও অনুরূপ শুধু একটা পূজো মন্ডব এবং পূবে ইছামতি বিল ছাড়া নেই আর কিছু * চাকুলিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে একটা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভাব হয়নি। গ্রামের মাঝে পূজো মন্ডব * মদন মোল্যার নামানুসারে গ্রামের নাম মদনপুর। এ গ্রামের চর্তুদিকে ইছামতি বিল * সুজাপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * ভাটুদাহ গ্রামের মধ্যপাড়ায় নাট মন্দির এবং পশ্চিম পাশে নবগঙ্গা নদী।

নালিয়া গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন একটা মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী * মিঠাপুর গ্রামে সরকারী প্রাথামিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৬ সালে স্থাপন করেন আব্দুল বারী গণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন সুকান্ত কুমার বিশ্বাস। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের হাটটা যেমন ঐতিহ্যবাহী তেমন প্রাচীন। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা * নখখালী গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন আব্দুল সাত্তার মোল্যাগণ। তখন থেকে সুপারের পদে মাওলানা আব্দুল আজিজ। গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা।

ব্রাহ্মণী নগর গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী। মদন ও গোপাল নামে দীর্ঘকাল আগের একটা কিংবদন্তীর মন্দির ও আছে এগ্রামে। সে দন্তীটা নিম্নরূপ। মদন নামে অচেনা এক ব্যক্তি এসে আশ্রয় নিল এগ্রামে নাম না জানা কোন গৃহস্থের বাড়িতে। আসার পর সেখানে সে নিয়োজিত হলো কর্মে। এভাবে দিনের পর মাস তারপর বছর ও হতে থাকে অতিক্রম।

এতে মদন গৃহস্থের কাছে বিশ্বাসী হলো অধিক মাত্রায়। ফলে মনিব তাকে পরিজনের সমতুল্য করে নেয়। পরবর্তীতে মদনের বিয়ে দিয়ে আরো ঘনিষ্ঠের মর্যাদা দিল। বিয়ে করে মদন সুখেই দিন কাটাচ্ছিল নতুন বউকে নিয়ে। সে বিশ্বস্ত হওয়ায়

www.pathagar.com

কোথায় তার দেশ বা বাড়ি তা জানার চেষ্টা কেউ করেনি। না করায় মদনের বংশ পরিচয় সব কিছু রয়ে যায় অজানা। সে সর্ব ক্ষেত্রে বিশ্বাসী হওয়ায় তার মনিব খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।

সে কারণে মদন নিশ্চিন্তায় বসবাস করতে থাকে সেখানে। যদিও তার জীবন প্রবাহ সুচারু ভাবে অতীত হচ্ছিল তবু বিঘ্ন ঘটালো নিয়তি। যার কোপা নলে পড়ে মানুষদের থাকে না দুর্দশার অন্ত। সে নিয়তির কবল থেকে মদন ও পায়নি নিস্কৃতি। তবে মদনের ইচ্ছে কিছু যুক্ত ছিল বিধায় শীত মৌসুমে সে রাতে রসের ওপরে হয়েছিল আসক্ত। তাই মাঝে মধ্যে যেতো রস খেতে রাতে। অপরের গাছের রস খাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল তার।

এ অভ্যাস থেকে তার বউও বাদ পড়েনি। তাকেও সঙ্গে নিত মাঝে মধ্যে। এদিকে রসের মালিক গাছিরা ও নীরব থাকেনি। তাদের গাছের রস চুরি হওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য দিতে থাকে পাহারা। তবে উদ্দেশ্য চোরকে পাকড়াও করা। সে উদ্দেশ্যে সে দিন ও গাছি পাহারা দিচ্ছিল তার খেজুর গাছের বাগান । সে ঘাপটি মেরে বসে ছিল বাগানের মধ্যখানে আড়ালে। মদন সে সম্পর্কে ছিল উদাসীন।

ফলে অন্যান্য দিনের ন্যায় সে দিন ও মদন অনেক রাতে রস খাবার বাসনায় আসে খেজুর বাগানে। সেদিন ওর সঙ্গে ছিল শুধু তার বউ ছাড়া একজন অতিথি। সে এসেছিল বেড়ানো উপলক্ষ্যে। তাকে ও সঙ্গে এনেছিল মদন। হয়তো নিয়তির প্ররোচনায় তাকে আনতে বাধ্য হয়েছিল। এ অবস্থায় মদন খেজুর বনে উপস্থিত হয়ে নিয়োজিত হয় রস পাড়া কাজে। নিচে দাঁড়িয়ে ছিল তার বউ এবং অতিথি।

তাঁরা ভাঁড়টাকে ধরে নিচ্ছিল। দু তিন গাছের রস পাড়ার পর অনুভব করতে পারলো গাছি। সে হয়তো ঝিমুনি থেকে মুক্ত হয়ে ভাঁড়ের শব্দ পেয়ে লক্ষ্য করে গাছের দিকে। ফলে চোর যায় নজরে পড়ে। তখন সে কটুক্তি উচ্চারণ করে এগুতে থাকে। চোরেরা অধিক বিবেচনায় আসছিল দৌড়ের বদলে মন্থর গতিতে। গাছিকে দেখতে পেয়ে মদন রস ফেলে ধাপিত হয় বাড়ি অভিমুখে দুজন সঙ্গী সহ।

কিছুক্ষণের মধ্যে মদনেরা বাড়িতে উপনীত হলেও গাছি ওদের পিছন ত্যাগ না করে দূরত্ব রেখে আসছিল সঙ্গী হয়ে। মদন সে আভাস পেয়ে বাড়ি পৌছে তিন জনই প্রবেশ করে ঘরে। অল্পক্ষেণের মধ্যে গাছি বাড়ির আঙ্গিনায় এসে চোর ঘরে প্রবেশ করেছে বিবেচনায় ডাকা ডাকি করতে থাকে বাড়ির মালিককে। অনেক রাতে লোকের ডাকা ডাকিতে উঠতে হয় মালিককে। উঠার পর জানতে পারে ঘটনার কথা।

তখন সে গৃহস্ত ঘর থেকে বের হয়ে আসার জন্য মদনকে ডাক দেয় কয়েক বার। ডাকাডাকি করলে ও মদনের পক্ষ থেকে কোন জবাব না পেয়ে এগিয়ে যায় তার ঘরের দিকে ডাকতে ডাকতে। তবু সাড়া না পেয়ে রাগের বশীভূত হয়ে দরজা খুলতে বাধ্য হয়। দরজা খোলার পর দেখতে পায় ঘরের মধ্যে তিন জনই

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। মূর্তির ন্যায় অসাড় দেখে এবং কোন জবাব না পেয়ে মদনের গালে চড় মারতে বাধ্য হয় তার মালিক।

চড়টা জোরের সঙ্গে মেরেছিল বিধায় হাতে ব্যথা পেয়ে হয় হতভম্ব। মানুষ এরূপ শক্ত হবার যুক্তি নেই ভেবে করতে থাকে পরখ। অনেক্ষণ করার পর বুঝতে পারে যে তিন জনই রূপান্তরিত হয়েছে পাথরে। ব্যাপারটা যে অলৌকিক সে সম্পর্কে হয় নিশ্চিত। কাপড়ে রস ও কুয়াশার প্রলেপ থাকায় তখন প্রত্যেকের ধারণা জন্মে মদন ছিল কোন ছদ্ম বেশী দেবতা। অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছুতা ধরে এসেছিল মানুষদের সান্নিধ্যে। এসব জল্পনা কল্পনা থাকে অনেক দিন পর্যন্ত।

এঘটনার পর থেকে এলাকাবাসী দেবতা জ্ঞানে পূজো আর্চনায় হয় আত্ম নিয়োগী। নামকরণ ও করে মদন গোপাল যুক্ত নামের। যেহেতু গোপাল ছিল মদনের অতিথি। সেও অলৌকিক ব্যক্তি ছিল বিবেচনায় পূজোর শামিল হয়। কিন্তু মদনের বউ যে কী ভাবে পাথরে পরিণত হলো সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত হতে না পারায় সন্দেহের আবর্তে পড়ে খেতে থাকে হাবুডুবু। তাদের সে সন্দেহের অবসান ঘটেনি কোন দিন বিধায় যুক্ত হয়েছে মদনের কিংবদন্তীর সঙ্গে।

দীর্ঘ কাল থেকে যে দন্তীটা প্রচলিত আছে লোক সমাজে। তবে সে কিংবদন্তীর নায়ক মদন গোপালের পূজোস্থান পাকা মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মদনের বউয়ের নামটা কেন যে লিপিবদ্ধ হয়নি এ কিংবদন্তীর সঙ্গে সে সম্পর্কে জানা নেই কারো কিছু। এ নিয়ে হয়তো মাথা ও ঘামায়নি কেউ কোন দিন, কালে কালে শুধু মদন ও গোপালের ওপরে গুরত্বারোপ করেছে অধিক মাত্রায়। যা অক্ষয় থাকবে ভূমন্ডলটা লয় না হওয়া পর্যন্ত। তবে সে মুর্তি গুলো কষ্টি পাথরের বলে জানা যায়।

মতি নগর গ্রামে আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তরে ইছামতি বিল এবং পশ্চিমে ধনগাড়ি খালের ওপরে সেতু * মটবাড়ি গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এগ্রামে বাড়ি শেখ আছির উদ্দিনের। তিনি ভাব গানের বয়াতি। শামসুর রহমান মোল্যার জন্মস্থান এগ্রামে। তিনি কবি সাহিত্যিক ও গীতিকার। তার দুটা কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধাও। বর্তমান বাড়ি ব্রাহ্মণী নগর গ্রামে। তিনি ভাতা প্রাপ্ত কবি।

কালাচাঁদপুর গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় নাট মন্দির। কালাচাঁদ ঠাকুরের আরো একটা মন্দির আছে এ গ্রামে। সেখানে নামযজ্ঞ হয়। গ্রামের মাঝে গাজীর দরগা। সে দরগার চতুর্দিকে উঁচুগড়। সে গড়ের অভ্যন্তরে আছে সে আমলের একটা অতি প্রাচীন তেতুলগাছ। গড়ের ভেতরে বড় ধরণের একটা মসজিদের ভীত ও আছে। এলাকা বাসীদের অভিমত জ্বীন পরীরা রাতে মসজিদের কাজ শুরু করেছিল। ভোর হওয়ায় অসমাপ্ত রেখে চলে যায়। ফলে সে ভীতটাই রয়ে গেছে কালের সাক্ষী হিসেবে।

www.pathagar.com

নলদী গ্রামে জমিদার উমাচরণ ঘোষের বিলীন ভিটে বাড়িটা অপরের দখলে। সে জমিদারের খনন করা দুটো দীঘি আছে অক্ষত। গ্রামের পূবে খালের ওপরে সেতু। এখানকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারে ইউনিয়ন পরিষদ * নোয়াপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকাবাসী।

গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও মধ্যপাড়ায় প্রবাহিত খাল * বইকুণ্ঠপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯১৬ সালে স্থাপন করেন জমিদার উমাচরণ ঘোষ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন অশ্বিনী কুমার মুখার্জী। বর্তমান প্রধান নজরুল ইসলাম। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী * জালাল সিট গ্রামে আছে একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী।

বারুইপাড়া গ্রামে বিলিন মন্দির এবং উত্তর ও পূবে ইছামতি বিল * গাছ বাড়িয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মাঝ দিয়ে খাল প্রবাহিত। মধ্য পাড়ায় পুজা মন্ডব। প্রত্যেক বছর এখানে কবি গান হয় * হলদা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। হিন্দু পাড়ায় পূজা মন্ডব এবং গ্রামের ভিতর দিয়ে খাল প্রবাহিত। গ্রামের পূবে ও পশ্চিমে ইছামতি বিল। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শামসুর রহমান। বর্তমান একটানা ২০ বছর আবুল কালাম আজাদ (পাখি) । ইউনিয়নের বিষদ বিবরন উল্লেখ করা হলো। এই ইউনিয়নের আয়তন ৯৮৫২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯০৭২। মহিলা ৮৮৬৭ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৯.৮ ও মহিলা ২০.৫ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

২ নম্বর ইউনিয়ন লাহুড়িয়া

এই ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ২৫ টা। এগুলোর নাম আরাজি মন্ডলগাতী, এগারোনলি, চরঝামার ঘোপ, ঝামার ঘোপ, কল্যানপুর, রাজাপুর, কামারগ্রাম, দিননাথপাড়া, গোবিন্দপাড়া, ছাইমানাচর, পশ্চিমপাড়া, হিন্দুপাড়া, কচুবাড়িয়া, সৈয়দপাড়া, শেখপাড়া, কলুপাড়া, মাঝিপাড়া, ত্রৈলক্ষ্যপাড়া, চরত্রৈলক্ষ্যপাড়া, তেতুল বাড়িয়া, তালুক পাড়া, ডহেরপাড়া, হেচলাগাতি, লাহুড়িয়া ও শর্ত্তনা।

ইউনিয়নের দ্বিতীয় গ্রাম এগারোনলিতে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের পূবে মধুমতি নদী। ঝামার ঘোপ গ্রামে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় * রাজাপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূবে মধুমতি নদী ইছামতি বিল পর্যন্ত প্রবাহিত খালের ওপরে স্লুইজ গেট * কল্যাণপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামের উত্তর পাড়ায় পূজো মন্ডব। সে আমলের প্রকান্ড দু'টা বটগাছ আছে গ্রামের দক্ষিণ পাশে।

কামার গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা ছাড়া নেই আর কিছু * দিননাথ পাড়ায় সরকারী প্রাথমিক একটা সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে। মাধ্যমিক ১৯৮২ সালে স্থাপন করেন মতিয়ার রহমান গণ। প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন তখনকার প্রধান শিক্ষক। বর্তমান প্রধান মাওঃ মহিদুর রহমান * গোবিন্দপাড়ায় একটা সরকারী এবং ছাইমানারচর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা * পশ্চিমপাড়া গ্রামে শুধু একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

হিন্দুপাড়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক সহ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে একটা। মাধ্যমিকটা ১৯৭১ সালে স্থাপন করেন শাহ্ আতিয়ার রহমান। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন স্বপন কুমার টিকাদার। এ গ্রামে একটা পূজো মন্ডব আছে * সৈয়দপাড়া গ্রামে আছে একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিম মাদ্রাসা এবং মহাবিদ্যালয়। মাধ্যমিক ১৯৪৫ সালে স্থাপন করেন হফেজ আব্দুল করিম। সাবেক প্রধান শিক্ষক হরিদাস চ্যাটার্জী। বর্তমান প্রধান গোলাম কদ্দুস।

এগ্রামে দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন আলী আবজাল নামের ব্যক্তি। তখনকার প্রধান শিক্ষকের পদে ছিলেন তিনি। বর্তমান অধ্যক্ষ সৈয়দ রেজাউল করিম। ১৯৯৫ সালে এ গ্রামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন শিল্পপতি এস, এম, এ আহাদ। সাবেক অধ্যক্ষ মুনশী হাফিজুর রহমান। বর্তমান অধ্যক্ষ পদে আছেন তথ্য নেই। এগ্রামে বাড়ি মরহুম কবি সৈয়দ মতিয়ার রহমানের। তার দুটা কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত।

আধ্যাত্মিক পাগলা পীরের মাজার আছে এ গ্রামে। সে পীরের অলৌকিক একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যৌবন কাল দেখা দেবার পূর্বক্ষণে এবং পীর প্রাপ্তির আগে তিনি সকালের দিকে বসে ছিলেন ঘরের বারান্দয়। হঠাৎ করে উঠে

www.pathagar.com

একটা ধামা নিয়ে নেমে গেলেন উঠানে। তারপর নৌকার পানি ছেঁচার ন্যায় ছেচতে লাগলেন উঠানের মাটিতে। এতে লোকেরা তাকে পাগল সাধ্যস্ত করে শুরু করলো হাসাহাসি।

তবু লোকদের কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে পাগল মাটি ছেঁচা রাখেন অব্যাহত। এভাবে অনেক্ষণ ছেঁচার পর বিরত হলে অনেকে কারণ জানতে চাইলে জবাবে বললেন এলাকার একটা নৌকা ডুবে যাচ্ছিল পদ্মা নদীতে। তাই ওটাকে রক্ষা করলাম। পাগলের কথা শুনে লোকদের কৌতুহল আরো বৃদ্ধি পেলো বিধায় করতে লাগলো উপহাস। লোকদের উপহাসে কোন গুরুত্ব না দিয়ে নীরব থাকতে বাধ্য হয় পাগল।

দিন দুয়েক পরে এলাকা বাসীদের ধারণার পরিবর্তন করে দেয় ফিরে আসা লোকেরা। তাঁরা বললো আমাদের নৌকাটা পদ্মায় ডুবে যেতে যেতে কি ভাবে রক্ষা পায় তা অনুভবই করতে পারেনি আমরা। তখন ভাবলাম এটা আল্লার রহমত ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের কথা শুনে উপহাস কারীদের বিশ্বাসের ভীত মজবুত হয়। তখন তাঁরা ভাবলো যাকে আমরা পাগল সাব্যস্ত করেছি আদতে তা নয়।

এ ঘটনার পর থেকে এলাকা বাসীদের কাছে তিনি পাগল পীর নামে যেমন হলেন আখ্যায়িত তেমন মর্যাদা ও পেলেন অত্যধিক। অনেক দিন পর পীর এন্তেকাল করলে এলাকার লোক সে পীরের মাজারটা দেয় পাকা করে। অদ্যাবদি যা আছে কালের সাক্ষর হিসেবে। তবে সে পীরের জন্ম এগ্রামে অনেকের অভিমত রইলেও তার বংশ পরিচয় জানা নেই কারো। কারো কারো ধারণা হয়তো সে পীরের বংশধর গণ ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে অনেক আগে।

মাঝিপাড়া গ্রামে আছে শুধু একটা পূজো মন্ডব * ত্রৈলক্ষ্যপাড়া গ্রামে হাফেজী মাদ্রাসা ছাড়া নেই আর কিছু * ডহরপাড়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এফতেদায়ী মাদ্রাসা * হেচলাগাতী গ্রামে শুধু একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় * শর্ত্তনা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন জনগণ।

এলাকা বাসীদের আখ্যায়িত ৮৫ পাড়া নামে কোন গ্রাম পরিসংখ্যানে না থাকায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টা লাহুড়িয়া গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারে ইউনিয়ন পরিষদ। এ বাজার সংলগ্ন একটা দিঘী। সেখানে একটা বটগাছ ও আছে প্রকান্ড। এখানকার বাজারে আছে একটা প্রাচীন মসজিদ। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুনু । বর্তমান বি, এম নজরুল ইসলাম।

এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। এ ইউনিয়নের আয়তন ৭১১৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১১০০২ এবং মহিলা ১০৭২৩ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৫৪.০০। মহিলা ৩৭.৭ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৩ নম্বর ইউনিয়ন শালনগর

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে মোট ২৫টা। ও গুলোর নাম রামকান্তপুর, রঘুনাথপুর, শিয়ারবর, দাঙ্গাবাতাসী, বাতাসী, পালপাড়া, ভদ্রডাঙ্গা বাতাসী, শালনগর, পার শালনগর, চরশালনগর, মন্ডলভাগ, কাতলা সুর, নওখোলা, চরখড়ক দিয়া, ঝাউডাঙ্গা, রামচন্দ্রপুর, চাকশী, কাশিপুর, মাকড়াইল, চরমাকড়াইল, শেখপাড়া বাতাসী, হাজী পাড়া বাতাসী, আদমপুর ও বুরুজশালনগর।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম রাম কান্তপুরে আছে সরকারী ও বেসরকারী একটা করে উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও আছে একটা। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ যার বয়স চার শতাধিক বছর আগের বলে এলাকাবাসীদের অভিমত। এগ্রামে বাড়ি ছিল অলৌকিক ব্যক্তি মনির উদ্দিন মুসল্লির। দু মাইল চওড়া মধুমতি নদী তিনি সাঁতরে পাড়ি দিতেন। তার আর কোন অলৌকিকতা ছিল কিনা সে ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়নি। শেখ আব্দুস সালামের বাড়ি এগ্রামে। তিনি গান, কবিতা ও গল্প লেখেন।

রঘুনাথপুর গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের সিনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন কার অধ্যক্ষ ছিলেন তথ্য নেই। বর্তমান অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন বরছাতি। এ গ্রামে নেই আর কোন ঐতিহ্যের বস্তু * শিয়রবর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। এগ্রামে বাড়ি ছিল শৈলেন জমিদারের বছর শতাধিক আগে। প্রভাবশালী এক ব্যক্তি বাড়িটা নেয় দখল করে।

দখলের কারণ অবশ্য জানা নেই কারো। হয়তো মামলা সূত্রে অথবা আর কোন কারণে জমিদারকে হাত ধরে বাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় প্রভাবশালী। দূর্বল জমিদার বাড়ি ত্যাগ করে যাবার সময় অভিশাপ দিয়ে বলে যায়, যদি এ বাড়িটা নদী গর্ভে যায় তাহলে আমি জোড়া মোষ বলি দেবো। তাই বলে তিনি দুঃখ ভরা মনে চলে জান ভারতের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ দিন পর সে জমিদারের বাণীটা প্রফলিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে অর্থাৎ ওই সালে সে বাড়ির সম্পূর্ণ অংশ গ্রাস করে মধুমতি নদী * বাতাসী গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ ইউনিয়ন পরিষদ।

পালপাড়া গ্রামে একটা আশ্রয়ন কেন্দ্র। এ গ্রামের বিশাল বটগাছ তলায়চার দিন ব্যাপী কবি গান হয় বিজয় স্মরণে। গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূজো মন্ডব * শালনগর গ্রামে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটা করে। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৩ সালে স্থাপন করেন এলাকা বাসী তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সারেজান মিয়া। বর্তমান প্রধানের পদে আছেন আফসার উদ্দিন। এগ্রামে বাড়িছিল নলিনক্ষ চাকলা নবিশ জমিদারের। এ জমিদার বাড়ি থেকে ২২ গন্ডা কলম বের হতো বিধায় এনামে আখ্যায়িত করে ইংরেজ সরকার।

www.pathagar.com

জমিদারের সে জীর্ণ ছাড়া বাড়িতে এখন বাস করে বাদুড় ও চামচিকে। বাসিন্দা হিসেবে তাঁরাই করে যাচ্ছে দায়িত্ব পালন। তাছাড়া সে জমিদার আমলের দুটা শিব মন্দির ও একটা রথ আছে ভগ্ন অবস্থায়। আরো আছে দুটা জোড় মন্দির * পার শালনগর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও একটা আছে এগ্রামে। গ্রামের উত্তর পাড়ায় বিশাল একটা সড়া গাছের নিচে পূজো করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা।

কাতলা সুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পূবে মধুমতি নদী ব্যতিরেকে নেই আর কিছু * নওখোলা গ্রামে আছে একটা দাখিল মাদ্রাসা। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন সানুয়ার রহমান খানগণ। তখন থেকে সুপারের দায়িত্বে আছেন খন্দকার আব্দুর রহমান। এ গ্রামের মাঝে প্রকান্ড একটা বাওড় আছে গোলাকার।

গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদী। ১৯৫৬ সালে এগ্রামে জন্ম মাহবুবার রহমান (মিঠু)। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ও নাকট লেখেন। এ গ্রামের আদি রায় ও কালু শাহা আসে বাঘের পিঠে চড়ে। তাঁরা নল কেটে স্থাপন করে বসতি লোকদের অভিমত * ভদ্রডাঙ্গা বাতাসী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় পূজো মন্ডব সংলগ্ন একটা প্রকান্ড জিয়েল গাছের নিচে পূজো হয় বুড়ো ঠাকুরের নাম করণে। গ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত খালের মুখে স্লুইচ গেট ও সেতু। পশ্চিমে বিল ইছামতি। এগ্রামটা পালপাড়ার পরে না হওয়ায় দুঃখিত।

ঝাউডাঙ্গা গ্রামে শুধু একটা প্রাচীন মসজিদ ছাড়া নেই আর কিছু * মাকড়াইল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৯ সালে স্থাপন করেন আবদুল করিম গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবজাল হোসেন। বর্তমান প্রধান সুশান্ত কুমার বিশ্বাস। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় অতি প্রাচীন একটা মসজিদ। সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট মতিয়ার রহমানের বাড়ি এগ্রামে। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন নম্বর আসামী ছিলেন।

তাছাড়া ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চে নড়াইল থেকে যে বিশাল মিছিল যশোরের সেনা ছাউনী ঘেরাও উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তার নেতৃত্ব দানকারী ছিলেন তিনি * শেখ পাড়া বাতসী গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও এজমালি গোরস্থান। গ্রামের মাঝে খাল ও উত্তরে বিল।এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাজী শামসুদ্দীন। বর্তমান আবুল কাশেম (সূর্য)। যাহোক এ ইউনিয়নের আয়তন ৫৩৭১ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯১৭৩। মহিলা ৯১২৫ জন শিক্ষিত পুরুষ ৬৭.৪ মহিলা ৩৫.৪ পয়েন্ট। এটাই ইউনিয়নের পরিচিতি।

www.pathagar.com

৪ নম্বর ইউনিয়ন নোয়াগ্রাম

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৮টা। ও গুলোর নাম আড়পাড়া, ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা, চর ব্রাহ্মণডাঙ্গা, দেবী, হালনা, বাতিডাঙ্গা, কানকুল, কলাগাছি, কাঞ্চনপুর, কোনসিসা, মাধবহাটী, নোয়াগ্রাম, রায়গ্রাম, শামুখখোলা, চরশামুখখোলা, ছত্র-হাজারী, সুলটিয়া ও তেলিগাতী।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম আড়পাড়ায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন সৈয়দ নুরুল আযম গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন রফিকুল ইসলাম। বর্তমান প্রধান নির্মল কুমার পাঁড়ে। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। উত্তর পাশে মধুমতি নদী। সাহিত্য নুরাগী হেজবুল্যা লিংকনের বাড়ি এগ্রামে * হালনা গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা।

গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী পূব পশ্চিম প্রবাহিত। ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানকার দাখিল মাদ্রাসা ১৯৯০ সালে স্থাপন করেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান নূরুজ্জামান নূরনবী গণ। আদিকাল থেকে সুপারের পদে আছেন এ.টি.এম.মাহমুদুর রহমান। এখানকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারে পুরানো মসজিদ এবং এতিমখানা। তহশীল অফিসটাও অত্র এলাকায়। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী এবং উত্তরে বিল ইছামতি।

চর ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে নদী নবগঙ্গা এবং উত্তরে বিশাল বিল ইছামতি। এ গ্রামের আদি বাসিন্দা আব্দুল করিম মোল্যা বলে জানা যায়। তার চার পুরুষ নিম্নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নূরুজ্জামান নূরনবী মোল্যার বয়স তথ্য নেই। তার পূর্বের পুরুষ আরো রইলে ও কারো নাম জানা নেই।

এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯২ সালে স্থাপন করেন চেয়ারম্যান নূরুজ্জামান নূরনবী। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আব্দুর রউফ মোল্যা। বর্তমান প্রধান রফিকুল ইসলাম। এ গ্রামের নাম না জানা জমিদারের ভাঙ্গা বাড়ি আছে কালের সাক্ষী স্বরূপ। সে জমিদারের লাঠিয়াল ছিল মেনা হাতি নামের ব্যক্তি। গ্রামের মাঝে জোড় মন্দির। তৎসংলগ্ন প্রকান্ড বটগাছ আছে সে আমলের। নবগঙ্গা নদী গ্রামের দক্ষিণে * শামুখ খোলা গ্রামে এফতেদায়ী মাদ্রাসা একটা ছাড়া আর কোন শিক্ষালয় নেই। প্রাচীন মসজিদ আছে মোল্যা পাড়ায়।

১৯৭৩ সালে মানিক নামের এক ব্যক্তি সড়কের ওপরে একটা ছোট্ট টিনের ছাবড়া তুলে পান বিড়ির দোকান খোলে। দুই হাজার এক সালে অর্থাৎ ২৮ বছর পর জায়গাটা বড় বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া পূর্বে শামুখে ভরপুর থাকায় গ্রামের নামকরণ হয়েছে শামুখ খোলা। * চরশামুখখোলা গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। অনেক আগে গ্রামের পশ্চিমে বাওড়ে

www.pathagar.com

ছিল কুমীরদের আস্তানা। কালে কালে সে বাওড়টা বিলীন হওয়ায় ভরাট পড়ে প্রায় এসেছে আবাদের আওতায়।

এস এম জাফর ইকবালের জন্ম এ গ্রামে ১৯৫৬ সালে। তিনি লেখেন প্রবন্ধ ও গল্প * ছত্র হাজারী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৪৯ সালে স্থাপন করেন মরহুম মুনশী আসাদুজ্জামান গণ। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক হাদান চ্যাটার্জী। বর্তমান প্রধান আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন * সুলটিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের চর্তুদিকেই বিল। তথ্যে পাওয়া শাহাবাজ গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী তীরে শ্মশান সংলগ্ন বটগাছ।

সেখানে পৌষমাসে কবি গান ও মেলা হয়। কিন্তু পরিসংখ্যানে এ নামে কোন গ্রাম নেই ইউনিয়নে। তাছাড়া পাঁচ নম্বর শাহাবাদ ইউনিয়নের যে এ গ্রামটা তা নয়। যেহেতু সেখানকার ওই গ্রামের তথ্য ভিন্ন। ফলে এসব যে ভ্রান্ত তথ্য তাতে সন্দেহ নেই। আবার পরিসংখ্যান যে নির্ভুল তা নয়। ওতে ও ভ্রান্তি এবং ওলট পালট। যার সমস্যা নিরসন করা দুঃসাধ্য। এই ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নূরুজ্জামান (নূরুনবী)। বর্তমান সৈয়দ ফয়জুল আমিন (লিটু)। এ ইউনিয়নের আয়তন ৬২৫১ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৭৬০৭, মহিলা ৭৩২৫ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪২.৭, মহিলা ২৮.৬ পয়েন্ট। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি।

www.pathagar.com

৫ নম্বর ইউনিয়ন লক্ষ্মীপাশা

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৯টা। ওগুলোর নাম লক্ষীপাশা, গোপিনাথপুর, রাজাপুর, খলিশাখালী, রামপুর, কচুবাড়িয়া, মশাগুণী, শিঙ্গা, বাঁকড়া, দাসের ডাঙ্গা, উত্তর পাড়া, কুচিয়া বাড়ি, ঝিকরা, নওয়াপাড়া, আমাদা, বয়রা, কুলো ও নাউরা। এগুলোর মধ্যে যে গ্রামে যা আছে তার বিবরণ।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম লক্ষীপাশায় আছে দুটা সরকারী এবং একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮৮৯ সালে স্থাপন করেন এলাকা বাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান মুনশী মশিউর রহমান। এগ্রামে মহিলা মহাবিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন এ্যাডভোকেট ওমর ফারুক গণ। তখনকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান অধ্যক্ষ একলাজুর রহমান।

এ গ্রামের বালিকা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫৯ সালে স্থাপন করেন জনগণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য। বর্তমান প্রধান আকবার আলী শিকদার। এগ্রামে জন্ম পাক্ষিক শতাব্দীর আলো পত্রিকার ২০০০ সালে। মালিক ও প্রকাশক বি,এ, ছাত্র সুশান্ত কুমার বিশ্বাস।

এ গ্রামে থানা স্থাপিত এবং ওর সামনে প্রাচীন মসজিদ। উপজেলা সহ গ্রামের মাঝে কালী মন্দির। এ মন্দির সংলগ্ন দীর্ঘকাল আগের প্রাচীন হরিতকি একটা গাছ। রেজিষ্ট্রি অফিসটাও এগ্রামে। ভূমি অফিস ও আছে। সরকারী একটা পুকুর আছে গ্রামের সীমানায়। পূব ও উত্তরে নবগঙ্গা নদীর তীরে শ্মশান, এ নদীর ওপরে একটা কাঠের ওপর কংক্রিটের সেতু। উক্ত সেতুর কারণে কালনা পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ সুগম হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদটা ও এগ্রামের সীমানায়। সরকারী গোরস্থান এবং ঈদগাটাও এগ্রামে।

গোপিনাথপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায় একটা প্রাচীন মসজিদ ছাড়া নেই আর কিছু। গ্রামের পূবে চিত্রা নদী * রাজাপুর গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয় এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও ঈদগা। মধ্যপাড়ায় সে আমলের একটা প্রাচীন মসজিদ ও বৃহৎ আমগাছ। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদী * খলিশাখালী গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও ঈদগা। গ্রামের উত্তরে প্রকান্ড বটগাছ পূবে নদী নবগঙ্গা।

রামপুর গ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। থাকার মধ্যে আছে দুটা কিংবদন্তী। তার ভেতর একটা স্মৃতি বিজড়িত মরা এবং আর একটা বাস্তবতার ওপরে ভিত্তি করে জীবন্ত। উভয়ের মধ্যে প্রথম কিংবদন্তীর সূচনা হয়েছিল দুশতাধিক বছর আগে। বিলীন না হয়ে যা অদ্যাবধি আছে অপরিবর্তিত। দন্তীটা নিম্ন রূপ। ওই গ্রামে ছিল এক বিধবা বুড়ি। সে মৃত স্বামীর ভিটেয় পড়ে ছিল মাটি কামড়ে এতিম নাবালক ছেলে পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে।

www.pathagar.com

স্বামী অধিনে সংসারের হাল বুড়িকেই ধরতে হয়েছিল। ভিটে ছাড়া আর কোন জায়গা জমি না থাকায় সংসারে অনটন লেগেই ছিল। তবু পরের বাড়ি কাজ করে সংসার ধর্ম পালন এবং নাবালক ছোট্ট ছেলেকে করছিল প্রতিপালন। এভাবে অতিক্রম হচ্ছিল দিনের পর মাস ও বছর। কয়েক বছর পর বয়স বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচু উপনীত হলো দশ বারো বছরের ঘরের কোঠায়।

ছেলে বড় হয়েছে বিবেচনায় বুড়ি পাঁচুকে কারো বাড়িতে রেখে সংসারের অভাব দুর করার সিদ্ধান্ত নিল। দিন কয়েক পরে পাঁচুকে জায়গীর রাখে স্থানীয় সত্যরাম দত্তের বাড়িতে । সেখানে তার কাজ ছিল গরু চরানো। নিত্যদিন মনিবের কয়েকটা গরু নিয়ে যেতো মাঠে। সারা দিন পর সন্ধের পূর্বে ফিরে আসতো বাড়ি। মনিবের বাড়িতে গরু চরিয়ে এভাবে অতীত হচ্ছিল পাঁচুর দিন।

অন্য দিনের ন্যায় সেদিন ও পাঁচু ভোরের দিকে গরুর পাল নিয়ে রওনা হয় মাঠের উদ্দেশ্যে। গন্তব্যে পৌঁছে একটা গাছের নিচে অবস্থান নিয়ে দৃষ্টি রাখলো মাঠে চরে খাওয়া গরু গুলোর দিকে। কিছুক্ষণ পর তন্দ্রার ভাব অনুভব করে শুয়ে পড়লো গাছের নিচে। অল্পক্ষণের মধ্যে সে ঘুমে হয় আচ্ছন্ন। ইত্যবসরে পাঁচুর মনিব সত্যরাম মাঠের ভেতর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল কোন কাজে।

গাছের নিকটবর্তী হতেই দেখতে পায় একটা বিষধর সাপ ঘুমন্ত পাঁচুর মাথার ওপরে ফণা তুলে সূর্যের রশ্মির গতি রোধ করে রেখেছে। প্রথম দিকে সন্ত্রস্ত হলেও সে ভাব দুরীভূত হয় সাপের স্থির গতি দেখে। এ ঘটনার পর সত্যরাম দত্তের বিশ্বাসের ভীত মজবুত হয় পাঁচুকে অলৌকিক ব্যক্তি ভেবে। দত্ত অনুভব করলো নিশ্চয় বালকের অভ্যন্তরে কোন অলৌকিক শক্তি দিয়ে ধরাধামে প্রেরণ করেছেন মহাপ্রভু।

বালকটার অভ্যন্তরে ওই ধরণের কিছু অলৌকিকতা আছে বিধায় হিংস্র সাপ সূর্যের রশ্মিটাকে আড়াল করে ছায়া দিচ্ছে। দত্ত এসব বিবেচনা করে পাঁচুকে রাখালি পদ থেকে মুক্তি দিয়ে রেখেদেয় পোষ্য পুত্রের মর্যাদায় উন্নীত করে। তার বুড়ি মাকে ও আনে নিজের বাড়িতে। ফলে দুর্দশা মোচন হয়ে অভাবিদের ঠাঁই হয় দত্তের বাড়িতে রাজকীয় পরিবেশে।

এখবর চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। ফলে বিশ্বাস রেখে রোগীরা এসে নিতে থাকে পানি পড়া। যার যত কঠিন ব্যাধি হোক পাঁচুর পড়া পানি সেবনে আরোগ্য হচ্ছিল। এভাবে দিন দিন রোগীর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কেউ কেউ আসছি দুর দূরান্ত থেকে কঠিন ব্যাধি গ্রস্তেরা। যাঁরা আসছিল প্রত্যেকেই রোগ মুক্ত হচ্ছিল পাঁচুর পানি পড়া সেবন করে।

তবে সংসারের মোহ পাঁচুকে আবদ্ধ করতে পারেনি। প্রথম দিকে যদিও সে দত্ত মনিবের নির্দেশ পালন করে অবস্থান নিয়েছিল তার বাড়িতে। পরবর্তীতে সেস্থান ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিল পূর্বেকার সেই গাছের নিচে। সেখানে দিন রাত

www.pathagar.com

থাকতো মহাপ্রভূর ধ্যানে মগ্ন। ওই অবস্থায় রোগীরা নিতো পানি পড়ে। তারপর সে পানি ব্যবহার করে রোগ থেকে পেতো পরিত্রাণ।

এ অবস্থায় নামেরও হয় পরিবর্তন। পাঁচুর বদলে তখন তিনি নতুন ফয়জুল্যা দেওয়ান নামে হন পরিচিত। দেওয়ানের অলৌকিকতার খবর সরকারের কর্ণগোচর হতে বিলম্ব হয়নি। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে ৩৫০ একর জমি নিষ্কর প্রদান করা হয় দেওয়ানের নামে। সেখানকার দীঘির ব্যাপারটাও বিস্ময়কর। কে বা কারা প্রকান্ড দীঘিটা খনন করেছিল এক রাতে।

এ ধরণের আরো অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে লোক মুখে। যদিও অবাস্তব বা কল্পনা বলে মনে হবে তবু তা নয়, বাস্তবতার নিরিখে এবং সঠিকের ওপরে ভিত্তি করে। আজ থেকে ৫০/৫২ বছর পূর্বে ও অনেকে প্রত্যক্ষ করেছে বাঘদের কে বিচরণ করতে। লোকদের অভিমত পূর্ব পুরুষদের কাছে তাঁরা শুনেছে যে শাহ্ ফজুদেওয়ান ওই সব বাঘের পিঠে আরোহন করে ঘুরে ফিরতেন চাঁদনী রাতে।

দেওয়ানের আমলে সে বাঘ গুলো অধিকাংশ সময় থাকতো এখানকার মহাসড়ক লাগোয়া দীঘিটার পাড়ে যে সুড়ঙ্গ ছিল তার মুখের কাছে বসে। মাঝে মধ্যে ওটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হতো। সে সুড়ঙ্গ যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে অথবা তার অভ্যন্তরে কী আছে সে সম্পর্কে জানা ছিলনা কারো কোন কিছু। গুপ্ত সুড়ঙ্গের রহস্য হয়তো শুধু দেওয়ানই ছিলেন পরিজ্ঞাত।

তাছাড়া মাইল দুয়েক লম্বা ও.১১ গজ চওড়া একটা হালট আছে ফকিরের জাঙ্গাল নামে। এ হালটের নাম করণের ব্যাপারে জানা যায়নি কিছু। মনে হয় কেউ কেউ দেওয়ানকে ফকির নামে করেছিল আখ্যায়িত। তবে সে ফকির বা দেওয়ান অনেক দিন আগে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেও তার জাঙ্গালটা বিলীন না হয়ে আছে অক্ষয়। পাতলা ইটের গাথনী ধ্বংস হওয়া একটা মসজিদের স্তপ দীঘির পশ্চিম সংলগ্ন।

ভাঙ্গা মসজিদের উত্তর পাশে দেওয়ানের পাকা মাজার শরীফ সহ এক গুম্বুজ বিশিষ্ট এবাদৎ খানা। জীবিত কালে তিনি যেখানে বসে মহাপ্রভুর বন্দেগীতে মগ্ন হতেন। ও গুলোর পূবে তার মায়ের পাকা মাজার। যে গুলোর ওপরে ভিত্তি করে সূচনা হয়েছে পিকনিক কর্ণারের। সে কর্ণারের নাম হয়েছে নিরিবিলি। এ কর্ণারের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক সৈয়দ মফিজুর রহমান।

দেওয়ানের ওফাৎ সম্পর্কে কোন কিছু জানা না গেলেও এলাকা বাসীদের অভিমত বছর দু শতাধিক আগে হবে। তার মায়ের এন্তেকাল সম্পর্কে ও অনুরূপ। মন্তব্য ছাড়া তাদের ওফাতের সঠিক কোন তথ্য কারো উদ্ধার করা নেই। দেওয়ান যদিও আছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে তবু তার কীর্তি গুলো অর্জন করেছে অমরত্ব। যা দেখে মানুষদের স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের কথা।

www.pathagar.com

যে মহামানবের কীর্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকদের সমাগম আছে অব্যাহত। এ গ্রামের বাস্তবতার ওপরে ভিত্তি করে জীবন্ত কিংবদন্তীটা হচ্ছে পিকনিকের চিত্র যা আকর্ষণীয়। যেখানে আছে অনেক কিছু। যা দেখলে উদ্ভব হয় তন্ময় ভাবের। সে পিকনিকে আছে জাতীয় কবি নজরুল ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিমুর্তি এবং বিশ্ব বরেণ্য চিত্র শিল্পী এস,এম, সুলতানের অনুরূপী ছবি।

এসব তৈরী হয়েছে মূল্যবান ধাতু দিয়ে। ওই ধরণের শ্বেত পাথরের আরো কয়েকটা প্রতিমুর্তি আছে মন কাড়ার জন্য। পুকুরের ওপরে ঝুলন্ত সেতুটাই দৃষ্টি আকর্ষণের উত্তম বস্তু। আশ্চর্য ধরণের পাখি তাও বাদ নেই। মোটকথা এপিকনিকটাকে চিড়েখানা ও যাদুঘর উভয় বলা যায়। মালিক যদিও সৌন্দর্যের কোন অভাব রাখেননি পিকনিকের তবু বাৎসরিক মেলার প্রচলন হলে আরো উত্তম হতো বলে লেখকের অভিমত।

কচুবাড়িয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাছাড়া গ্রামটা সুন্দরবনের ন্যায় জঙ্গলে ভরপুর। সে জঙ্গলে বিভিন্ন ধরণের গাছপালায় আচ্ছাদিত। পূর্বে হয়তো অনেক কচুগাছ ছিল বিধায় গ্রামটা ওই নামে পরিচিত * বাঁকড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা * ঝিকরা গ্রামেও একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া নেই আর কিছু * আমাদা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। এগ্রামে বালক বালিকা উভয় মাধ্যমিক আছে। বালকটা স্থাপন করেন এলাকাবাসী।

ইউনিয়নের শেষ গ্রাম বয়রায় আছে সরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামে বাড়ি কবি গহের আলী শেখের। তার ২টা কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। এইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নেওয়াজ আহম্মেদ ঠাকুর। বর্তমান এ্যাডঃ আররাফ হোসেন। এ ইউনিয়নে জমির পরিমান ৫৩২২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৮৩৫২, মহিলা ৮৩৬৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪১.৯ মহিলা ৩০.২ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৬ নম্বর ইউনিয়ন জয়পুর

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে ১৭টা। ও গুলোর নাম আমডাঙ্গা, আড়িয়ালা, চরআড়িয়ালা, আস্তাইল, বাবরা, বেলুটিয়া, চাচই, ধানাইড়, চাচইর ধানাইড়, চোরখালী, গোপাডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, জয়পুর, নারান্দিয়া, পুরুলিয়া, মরিচপাশা ও নাউরা।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম আমডাঙ্গায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের উত্তর ও পূবে মধুমতি নদী * আড়িয়াল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিম পাশে ছোট দেওয়ানের মাজার সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদ। তবে দেওয়ান সম্পর্কে কারো কিছু জানা না রইলেও সে মাজার থেকে মাটি নেয় লোকেরা রোগ মুক্তির জন্য। তাছাড়া প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে ওরশ হয় এক দিন।

তাতে লোক সমাগম হয় অধিক মাত্রায়। বিভিন্ন ধরণের দোকান পাট ও আসে তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে। দীর্ঘ কাল থেকে যা আছে অপরিবর্তিত। গ্রামের উত্তরে নদী মধুমতি * আস্তাইল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা দ্বিতীয় শিক্ষালয়ের মধ্যে। গ্রামের উত্তর পাশে মধুমতি নদী পূব পশ্চিম প্রবাহিত আছে দীর্ঘকার থেকে।

চাঁচই গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭২ সালে স্থাপন করেন লুৎফর রহমান গণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন নির্মল কুমার কুণ্ডু। গ্রামে এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও আছে একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। প্রকান্ড একটা সরকারী পুকুর ও আছে গ্রামের মাঝে। আরো আছে একটা এজমালি গোরস্থান। গ্রামের উত্তর পাশে নদী মধুমতি।

চাচুইর ধানাইড় গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫৮ সালে স্থাপন করেন এ্যাডঃ মুন্সী বদরুল আলম। প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন কাজী আবু বক্কার। গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদীর তীরে কাশবনের প্রাচুর্য। যার আয়তন দুশ একরের ও অধিক বলে এলাকাবাসীদের অভিমত। বসন্তের আগমনে ঝির ঝিরে বাতাসে কাশ ফুলের ঢেউ খেলানো রূপ দেখে মুগ্ধ হয় প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা। বছর ত্রিশেক আগে যশোর ও খুলনা জেলার অভ্যন্ত র দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদীর দু তীরে ছিল এ ধরণের কাশ বনে পরিপূর্ণ। এখনতার অস্তিত্ব নেই কোথাও।

তথ্যে যদিও শুধু ধানাইড় পাওয়া গেছে তবু পরিসংখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার জন্য চাচুইড় সংযুক্ত করতে হলো * চোরখালী গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় পূজো মন্ডব। দক্ষিণে

www.pathagar.com

নবগঙ্গ নদী। মনে হয় খাল দিয়ে চোরদের গমনা গমনের জন্য গ্রামটা চোরখালী নামে আখ্যায়িত। এতে যুক্তি অবশ্য আছে।

গোবিন্দপুর গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে আছে শুধু একটা হাফেজী মাদ্রাসা। গ্রামের চতুর্দিকেই বিল পরিবেষ্টিত * জয়পুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক সহ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে। গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন ভোলা দেওয়ান নামের ব্যক্তি। এর অধিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এ মাদ্রাসার প্রথমকার সুপার ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হক। বর্তমান সুপার মাওলানা বদরুল ইসলাম। অত্র এলাকায় ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ও আছে একটা।

গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। তারোক গোসাই নামে পূজোর মন্দির ও আছে একটা। প্রত্যেক বছর অগ্রহায়ন ও ফালগুণ মাসে তিন দিন করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সে মেলায় বহু লোকের সমাগম ঘটে চতুর্দিক থেকে। লোকেরা আসে পূণ্য অর্জনের বাসনা নিয়ে। যাতে পরকালের পথটা হয় নিষ্কন্টক। প্রত্যেকের বাসনা তা রইলেও তাইতো কিন্তু পন্থীদের উদ্দেশ্য সফল হবে না কস্মিন কালেও।

গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় আছে আরো একটা পূজো মন্ডব। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নবগঙ্গা নদী তীরে ঐতিহাসিক ঈদগা স্থাপিত। গ্রামের পূবে ও দক্ষিণে নবগঙ্গা নদীর তীরে শ্মশান * নারান্দিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিমে প্রকান্ড রুথের বিল * পুরুলিয়া গ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। আছে শুধু একটা কাটা খালের স্লুইচ গেটের সেতু * মরিচপাশা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দুটা।

এ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। দ্বিতল হাসপাতাল ও একটা আছে এগ্রামে। একর চারেক এরিয়ার আরো একটা সরকারী প্রকান্ড পুকুর আছে গ্রামের মাঝে। তথ্য প্রদানকারীদের অভিমত, অনেক আগে সোনার থালা বাটি সহ আরো বহু কিছু পাওয়া যেতো পুকুর থেকে। বিয়ে সাদীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জিনিসের ফর্দ লিখে পুকুর পাড়ে রেখে এলে পরের দিন ভোরে চাহিদানুযায়ী মালামাল উঠে আসতো পুকুর থেকে। সে নিয়ম আর নেই মানুষদের চোরা চুরির জন্য।

খুলনা ধানাইড় গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদী * চরআমডাঙ্গা গ্রামে শুধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তথ্য পাওয়া গেলেও পরিসংখ্যানে উভয় গ্রামের কোন মিল না থাকায় সমস্যার উদ্ভব। এ ধরণের সমস্যার অন্ত নেই। তথ্য প্রদানকারী গণ যে অশিক্ষিত তা নয়। তবু গ্রাম গুলোর নামের ব্যাপারে তারতম্য কেন যে হয় তা বুঝে আসেনা লেখকের। ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম। বর্তমান সৈয়দ মশিয়ার রহমান।

এ ইউনিয়নে আয়তন ৫৬৫১ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯৮৯৩, মহিলা ১০০২৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৭.১, মহিলা ২৬.৭ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৭ নম্বর ইউনিয়ন লোহাগড়া

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৮টা। গুলোর নাম চরবগঝুড়ি, চরতেতুলিয়া, চরবাড়িয়া, ছাগলছিড়া, ছাতড়া, চরকরফা, ধর্মদেবপাড়া, কালনা, কামতানা, কাউড়াখোলা, লোহাগড়া, গন্ধবাড়িয়া, মাইটকুমড়া, মোচড়া, কৃষ্ণপুর, কুমারকান্দা, পারছাতরা ও তেতুলিয়া। ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম চরবগঝুড়িতে আছে একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় * চর তেতুলিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদী।

এ তথ্যটা হয়তো চরের বদলে শুধু তেতুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে। মনে হয় তথ্য প্রদানকারী গণের ভ্রান্তি আছে। ছাগলছিড়া গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে ছোট্ট বাওড় একটা। দক্ষিণে নদী মধুমতি * ছাতড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মাঝে রাধা কৃষ্ণ মন্দির * চরকরফা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে বাওড়। মধুমতি নদী গ্রামের পূবে * কালনা গ্রামে দাখিল মাদ্রাসা ২০০০ সালে স্থাপন করেন হাজী পাঁচু নামের ব্যক্তি। গ্রামের দক্ষিণ পাশে প্রকান্ড একটা বটগাছ এবং পূবে মধুমতি নদী।

কানতানা গ্রামে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় * তথ্যে চরকালনা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পূবে মধুমতি পাওয়া গেলেও রেকর্ডে নেই এ গ্রামটা * লোহাগড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে দুটা। পাইলট বিদ্যালয় ১৯০২ সালে স্থাপন করেন যদুনাথ মজুমদার। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রফুল্য কুমার মজুমদার। বর্তমান প্রধান মোয়াজ্জেন হোসেন। অপর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান অজয়কান্তি মজুমদার। প্রতিষ্ঠিত কাল থেকে প্রধান শিক্ষিকার পদে আছেন লায়লা আরজু মান বানু।

অত্র এলাকার মহাবিদ্যালয় ১৯৬৮ সালে স্থাপন করেন আলতাপ হোসেন গণ। তখনকার অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব ওহিদুজ্জামান। বর্তমান অধ্যক্ষ কাজী ইবনে হাসান। ঐ বিদ্যালয়টা স্থাপিত হয়েছে যদুনাথ মজুদারের বসত বাড়িতে। এ মহামনীষীর অনেক অবদান ছড়িয়ে আছে দেশের যেখানে সেখানে। অনেক আগে তিনি ধরাধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেও তার অবদানের স্মৃতি বিজোড়িত করেছে মানুষ। যা বিলুপ্ত হবেনা কোন দিন।

এলাকার রায় পাড়ায় আছে জোড় মন্দির সহ জগন্নাথ দেবের মন্দির। এ রথ খোলায় প্রত্যেক বছর মেলা হয়। তবে পূর্বের আকার থেকে সেই রথটা অনেক ছোট হয়েছে। অনেক আগে এলাকার জমিদার ঈশ্বর বিদ্যাধররায় চাকরী করতেন বর্ধমান রাজার সেরেস্তায় মন্ত্রী পদে। জমিদারের কার্যকলাপে খুশি হয়ে সে রাজা

www.pathagar.com

জগন্নাথ দেবের একটা মুর্তি উপহার দেন। সে মূর্তি আনার পর জমিদার একটা রথ তৈরী করেন ৩৫ হাত উঁচু ও চওড়া ২০ হাত।

সে রথ পরিচালিত করার জন্য ষোলটা চাকা সংযুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে বর্ধমানের রাজার পক্ষ থেকে জগনাথ দেবের মূর্তিটা নিয়ে গেলে জমিদার শ্রীধর রায় পুনরায় মুর্তি তৈরীর মাধ্যমে অভাব পূরণ করেন। ১৯৬৫ সালে সে জমিদারের মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বৃহৎ রথটাও ভেঙ্গে পড়ে নিজে নিজে কোন প্রতিদ্বন্দ্বির বিনা আঘাতে। অতর্কিতে বিনা কারণে বৃহৎ রথটা ভেঙ্গে পড়ার কারণ নিয়ে জল্পনা কল্পনার সূচনা হলেও হেতু উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি কেউ। ফলে তা রয়ে যায় অজ্ঞাত।

তবে সে রথের নির্মেতা ছিলেন আদি জমিদার বিদ্যাধরের নাতির ছেলে শ্রীধর রায়। তিনি ইহধাম ত্যাগ করার পর তার বংশধর গণ সে রথটাকে আরো ছোট আকারে নির্মান করেন চার চাকায় সীমাবদ্ধ রাখে। অদ্যাবধি যে রথটা আছে কালের সাক্ষী স্বরূপ। তাছাড়া আরো একটা ভাঙ্গাদোল মন্দির আছে এখানে। মতিলাল সরকার এবং মহেন্দ্র নাথ সরকার নামে বিশেষ দু'গুণী ব্যক্তি আছেন এলাকায়। যে মতিলাল একটানা ২৭ বছর ছিলেন প্রেসিডেন্ট পদে।

মাইট কুমড়া গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় । এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৪ সালে স্থাপন করেন শাহাদাৎ হোসেন গণ। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন প্রভাষ চন্দ্র সরকার। মোচড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টা। গ্রামের দক্ষিণ পাশে আছে একটা প্রকান্ড বটগাছ * কৃষ্ণপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক অপর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় * কুমারকান্দা গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ছাড়া নেই আর কিছু।

এ ইউনিয়নে দু'টা গ্রামের ব্যাপারে তথ্য এবং রেকর্ডের সঙ্গে যেমন সামঞ্জস্যতার অভাব তেমন ইউনিয়নেয় ক্ষেত্রে ও তথৈবচ। যেহেতু গ্রামের সীমানা সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ। তবু যত দোষের বোঝা ঢেপে যায় নন্দ ঘোষের ওপরে। সুতরাং মানুষ বিবেকবান হোক এটাই প্রত্যাশা। এইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান। বর্তমান সাঈদুর রহমান। পরিশষে এ ইউনিয়নের আয়তন ২৯২১ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬৮৯৪ মহিলা ৬৭৬০ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৮.২, মহিলা ৩৬.২ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৮ নম্বর ইউনিয়ন দীঘলিয়া

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ৯টা। ও গুলোর নাম বাতিকা বাড়ি, দীঘলিয়া, চরদীঘলিয়া, কোলা, কুমড়ি, নোয়াগ্রাম, লুটিয়া নরসিংহপুর, সারোল ও তালবাড়িয়া।

ইউনিয়নের দ্বিতীয় দীঘলিয়া গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৬ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সরদার আবুল কালাম। বর্তমান প্রধান আহসান মঞ্জুর এলাহী। এ গ্রামের মহাবিদ্যালয় ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ। আদিকাল থেকে অধ্যক্ষের পদে আছেন খন্দকার আতিয়ার রহমান। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটা এগ্রামে। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় পূজো মন্ডব এবং পূবে নবগঙ্গা নদী। এখানকার ঐতিহ্যবাহী বাজারটা পাকা।

চরদীঘলিয়া গ্রামের কে, ডি, আর, কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯১৭ সালে স্থাপন করেন যোগেন্দ্র নাথ সরকার গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান এ, বি, এম আব্দুল কুদ্দুস। গ্রামের মাঝে খালের ওপরে সেতু * কোলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টা এবং একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের সরদার পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত নবগঙ্গা নদীর দু'পাশেই এ গ্রামের সীমানা।

কোলা গ্রামে পীরের মাজার। সে পীরের অলৌকিক তার মধ্যে নদী পার হতেন খড়ম পায়ে পানির ওপর দিয়ে হেটে। তাছাড়া কাঠ মিস্ত্রিরা নৌকা গড়ার সময় ভুল ক্রমে কাঠ কাটার ফলে বেশ কিছু কম পড়ে। এতে তাঁরা চিন্তায় মগ্ন হয়। ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরে পীর মিস্ত্রি গণকে কাজ বন্দ রেখে খেয়ে আসার জন্য বলেন। যদিও তাঁরা পীরের নির্দেশে খেতে যায় তবু মুক্তি পায়নি চিন্তা থেকে।

পরক্ষণে মিস্ত্রিরা ভাত খেয়ে ফিরে এসে যা দেখতে পায় তাতে হতবাক না হয়ে পারে না। তাঁরা দেখতে পায় পরিমাপ মতো কাঠ গুলো পূর্ণ হয়েছে। তখন তাঁরা বিস্ময়ে হয় অভিভুত। সে পীরের আরো একটা ঘটনার কথা জানা যায়, এক ব্যক্তি ঘটিতে পানি আনে পড়ার জন্য। তারপর ধরে পীরের সামনে। পীর তাতে ফুঁক দিলেও লোকটা ভাবে হয়তো ফুঁক ঘটির পানিতে পড়েনি। তাই ভেবে পুনরায় ফুঁক দিতে বলে পীরকে।

পীর লোকটার অভিপ্রায় আঁচ করতে পেরে অনিচ্ছা সত্বে দ্বিতীয় বার ফুঁক না দিয়ে পারেন না। দেবার সঙ্গে আগতের হাতের ঘটি খন্ড খন্ড হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ঘটির পানিও ছিটকে পড়ে চর্তুদিকে। এতে লোকটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে। তাকে ওই ভাবে দেখে পীর বললেন মাটিতে মিশে যাওয়া পানির ধুলো নিয়ে যাও। তারপর রোগীকে সেই ধুলো দিয়ো খেতে। যাও সময় অপচয় না করে।

www.pathagar.com

পীরের নির্দেশে লোকটা পানি মিশ্রিত কিছু ধুলো বা মাটি নিয়ে রওনা হয় বাড়ি অভিমুখে। পরক্ষণে সন্দেহ মন নিয়ে স্বল্প মাটি খেতে দেয় রোগীকে। পীরের পড়া মাটি খাবার সঙ্গে কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্তি পায় রোগী। এ ধরণের আরো যে সব ঘটনার কথা জানা যায় সে পীরের তা লিখতে গেলে প্রকান্ড গ্রন্থে রূপ নেবে। সুতরাং সে পীরের দু' একটা অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

একোলা গ্রামের বাসিন্দা মৃধা আব্দুল গনি সহ আরো অনেকের কাছে জানা যায় চমকপ্রদ একটা ঘটনার কথা। অনেক আগে এ গ্রামের উত্তর পাশে ছিল একটা বড় ধরণের পুকুর। কালে কালে সে পুকুর ভরাট পড়ার ফলে সমতল ভূমি থেকে কিছুটা নিচু থাকে। এ অবস্থায় পুকুরের ডোব জায়গায় কয়েকটা বটের চারা গজায়। ক্রমান্বয়ে সে গাছ গুলো বৃদ্ধি পেয়ে বড় হচ্ছিল। ইতিমধ্যে ঘটে যায় একটা আশ্চর্য ঘটনা।

সে ঘটনাটা ঘটেছিল বছর কুড়িক আগে এক দিন দুপুরের সময়। সে দিন ডোব জায়গার বড় বটগাছটার নিচ থেকে বড় বড় সাতটা মাটির মেটে বেরিয়ে গড়াতে গড়াতে যেতে থাকে বিল অভিমুখে। ওগুলো যখন যাচ্ছিল তখন বেশ কিছু দূরে গনি সহ আরো অনেকে প্রত্যক্ষ করলেন। কেউ গিয়ে গতিরোধ করা বা কাছে যাবার সাহস হয়নি কারো। ফলে দর্শন প্রার্থীগণ অদূরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে অদৃশ্যের দিকে ধাবিত মেটেগুলোর দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে ওগুলো উধাও হয়।

ধলা পীর ছিলেন এ কোলা গ্রামের আদি বাসিন্দা বলে জানা যায় তথ্য সংগ্রহ কালীন। সে পীরের কয়েক পুরুষ নিম্নের বংশ ধরের নাম আবুবক্কার মোল্যার বয়স ৬০ বছর * কুমড়ি গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৮ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান শেখ মোশাররফ হোসেন। গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন জনগণ।

এ গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। দক্ষিণে কুমড়ির বিল। এই গ্রামে বাড়ি শিক্ষক ইদ্রিস আলীর। তিনি কবিও * নোয়াগ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পশ্চিম পাড়ায় বড় ধরণের একটা পুকুর * সারোল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং দক্ষিণে একর চারেক এরিয়ার দীঘি উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত।

তালবাড়িয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের মাঝে খাল এবং পশ্চিমে বিল * পরিসংখ্যানে উপরকুল গ্রাম নেই। তবু এলাকাবাসীদের দেওয়া তথ্যে আছে গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী তীরে প্রকান্ড বটগাছ। এ ধরণের সরেজমিনের তথ্যের সঙ্গে পরিসংখ্যানের গ্রামগুলোর নেই কোন সামঞ্জস্যতা। ফলে গ্রাম গুলোকে লাইন করার বাসনা ত্যাগ করা ছাড়া উপায় কি? এ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম। এ ইউনিয়নের আয়তন ৭৪০০ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১০৫০১, মহিলা ১০৩৭৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৬.৪ এবং মহিলা ২৫.৫ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৯ নম্বর ইউনিয়ন মল্লিকপুর

এ ইউনিয়ন ১৭টা গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। ওগুলোর নাম ধলইতলা, পাঁচুড়িয়া, যোগীয়া, করফা, কাউলিডাঙ্গা, কুন্দশী, মহিষাপাড়া, চরমল্লিকপুর, পারমল্লিকপুর, পূর্বমল্লিকপুর, পশিমমল্লিকপুর, আতশপাড়া, মঙ্গলহাটা, চরমঙ্গলহাটা, নরসিংদিয়া, পাঁচুড়িয়া, পারপাঁচুড়িয়া ও সোনাদা।

ইউনিয়নের তিন নম্বর করফা গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও পূবে নদী মধুমতি * কুন্দশী গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্য পাড়ায় পূজো মন্ডব। পশ্চিমে নবগঙ্গ নদী * মহিষাপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পূবে মধুমতি নদী।

চরমল্লিকপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হাফেজী মাদ্রাসা। ইউনিয়ন পরিষদ এগ্রামে। গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী। মানুষের সঙ্গে কুমীরের বিয়ে হবার জন্য জনশ্রুতি আছে এগ্রামের এলাকায়। দীর্ঘকাল আগে নাম না জানা কোন ব্যক্তি রাতে স্বপ্নে দেখে কুমীর তাকে বলছে অভিশাপে আমি মানুষ থেকে কুমীরে রূপান্তরিত হয়ে বাস করছি নদীতে। সুতরাং তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তাহলে বংশ নিপাত হবে।

এভাবে ২/৩ দিন স্বপ্ন দেখার পর লোকটা বলতে বাধ্য হয় অন্যান্যদের কাছে। তাদের পরামর্শে নির্ধারিত দিনে বিয়ের আয়োজন হয়। কুমীর সে দিন নদীর তীরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। সময় মত অনেক লোকের উপস্থিতিতে কুমীরের সঙ্গে মানুষের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের পর থেকে লোকটা প্রত্যেক বছর কাপড় কিনে দিতো কুমীর বউকে। দীর্ঘকাল থেকে এ কিংবদন্তীটা প্রচলিত আছে লোকদের মুখে।

অনেক আগে আরো একটা চমকপ্রদ কিংবদন্তীর সূচনা হয়েছিল এ গ্রাম এলাকার দোয়ার ব্যাপারে। এক রাতে অতর্কিতে সৃষ্টি হয় একটা জলাশয়ের অনেক এলাকা নিয়ে। ভোরে উঠে সবাই প্রত্যক্ষ করে এ আশ্চর্য ঘটনা। দীর্ঘকাল আগে আবাদী বিলে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়ে কালে কালে পরিণত হয় দোয়ায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ও পানি থাকে হাত চল্লিশেক বলে জানা যায় এলাকা বাসীদের কাছে।

তাছাড়া এ জলাশয়ের সঙ্গে একই রাতে আরো একটা গড়ের সৃষ্টি হয়েছিল ঘাগা গ্রামে এবং কোটা কোলে মাটির নিচ থেকে উঠেছিল জোড় মন্দির। প্রসঙ্গ ক্রমে ওগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে * এ চরমল্লিকপুর গ্রামে আরো একটা কিংবদন্তী আছে নিম্নরূপ। এলাকায় এক সময় দেখা দেয় পানির অভাব। এ অবস্থায় এলাকাবাসী পানির অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকে মহাপ্রভুর দরবারে। ইতিমধ্যে এক দরবেশের হয় আবির্ভাব।

www.pathagar.com

তিনি আসার পর অবস্থান নেন বিলের অভ্যন্তরে। পরবর্তীতে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেন মাটিতে। ফলে খালের সূচনা হয়ে একটার গতিধারা প্রবাহিত হয় চাঁড়াল বিল অভিমুখে, অপর খাল যুক্ত হয় জলাশয়ের দোয়ার সঙ্গে। দীর্ঘকাল থেকে যে খাল দুটো আছে অপরিবর্তিত আবহমান কাল থেকে। এ গ্রামের পূবে শ্মশান, তথ্যে এলাকার আবুল বাসার সহ আরো অনেকে।

পার মল্লিকপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মৃধা পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদী * আতশপাড়া গ্রামের দক্ষিণে খালের পাড়ে একটা শ্মশান ছাড়া আর কিছু নেই * মঙ্গলহাটা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এলাকাবাসী। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ।

পাঁচুড়িয়া গ্রামে সরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৬ সালে স্থাপন করেন খান হাফিজুর রহমান গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দীন ফকির। বর্তমান প্রধান মুনশী মাহবুবুর রহমান । এগ্রামে হাফেজী মাদ্রাসা আছে একটা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পূবে পাঁচুড়িয়া বিল * সোনাদা গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। নূরানী মাদ্রাসা ও আছে একটা। মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ।

গ্রামের মাঝে বড় ধরণের সরকারী পুকুরও আছে একটা। অনেক আগে সে পুকুর থেকে সাতটা টাকার মাইট উঠে যেতে থাকে বিলের দিকে। দূর থেকে কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করলেও কাছে যাওয়া বা গতি রোধ করার সাহস কারো ছিলনা বিধায় ওগুলে নির্বিবাদে অদৃশ্য হয়েছিল। এ ধরণের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে লোকমুখে। আগের দিনে এমন ঘটনা অহরহ ঘটেছিল। পরবর্তীতে যা কিংবদন্তী হয়ে আছে সারা দেশে।

তবে হয়তো দীর্ঘ কাল আগের কোন ঘটনা সূত্রে হয় কিংবদন্তীর সূচনা। কালে কালে সে দন্তীরূপ নেয় তিল থেকে তালে। অথবা মশাথেকে প্রকান্ড হাতিতে। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোল্যা মনিরুজ্জামান। বর্তমান মোস্তফা কামাল। পরিশেষে এ ইউনিয়নের আয়তন ৪৫৯৫একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯০৬০ এবং মহিলা ৯১০২ জন। শিক্ষিত পুরুশ ৪৭.১ এবং মহিলা ৩৫.৩ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১০ নম্বর ইউনিয়ন কোটাকোল

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৮টা। ওগুলোর নাম বড়দিয়া, মঙ্গলপুর, বড়দিয়া বাজার, চাপুলিয়া, চরবড়দিয়া, উত্তর খাশিয়াল, ভাটপাড়া, ঘাগা, ধলইতলা, করগাতি, কুড়ালতলা, কোঠাকুলা, চরকোটাকোল, তেলিগাতী, মাইগ্রাম, মাটিয়াডাঙ্গা, রায়পাশা ও তেলকাড়া।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বড়দিয়ায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩০ সালে স্থাপন করেন জনগণ। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান নির্মল কুমার সরকার। এখানকার বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন এলাকা বাসী।

এ গ্রামের মহাবিদ্যালয় ১৯৬৭ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন অজ্ঞাত। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আবুল কাশেম। এ গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হাটে প্রাচীন মসজিদ। এ হাটে কৃষ্ণ মন্দির এবং সে আমলের পুরানো ডাকঘর। গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে প্রবাহিত মধুমতি নদী। নবগঙ্গা নদী ও প্রবাহিত পূবে। ইউনিয়ন পরিষদ তাও এ গ্রামের সীমানায় স্থাপিত।

মঙ্গলপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। পূব ও পশ্চিমে প্রবাহিত মধুমতি নদীর দু'তীরেই এ গ্রামের সীমানা। এ গ্রামের আদি বাসিন্দা বাগুখান ব্যক্তি বলে জানা যায়। তিনি বাগদাদ থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তার পাঁচ পুরুষ নিম্নের খান উজির আহমেদের বয়স ৬০ বছর * ভাটপাড়া গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ একটা গ্রামের উত্তরে বিলীন খাল এবং পাঁচুড়িয়ার বিল * ঘাগা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। ইউনিয়ন পরিষদ এগ্রামে দক্ষিণে মধুমতি নদী। পূর্বে যে গড় আবিস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওটা এ গ্রামেই।

অনেক আগে এ গ্রামটা ছিল মধুমতি নদীর অংশ। কালে কালে চর পড়ে পরিণত হয়েছিল বিলে। পরবর্তীতে শুরু হয় লোক বসতি। ১৯৫৫ সালে প্রথমে এসে বাড়ি করেন আব্দুল মালেক বিশ্বাস, মুনসুর আলী বিশ্বাস এবং তারা মিয়া। তাদের আসা দেখে অনেকেই আসতে থাকে। তবু বসতি ঘন নয় ফাঁকা ২/১টা বাড়ি ভেড়ি বাঁধের পাশ দিয়ে। বিলে পানি ওঠা নামার জন্য একটা স্লুইচ গেট।

ধলইতলা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * করগাতী গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ছাড়া নেই আর কিছু। তবে গ্রামের চৌদ্দ আনা অংশ গ্রাস করেছে রাক্ষসী মধুমতি নদী গাছপালা সহ। তবে লোকেরা রাক্ষুসী মধুমতিকে বর্জন করতে পারেনি। তার ওপরে আকৃষ্টি থাকায় কোল ঘেঁষে ছোট ছাপড়া তুলে বসবাস করছে কোন

www.pathagar.com

প্রকারে। রাক্ষসী নদীটা যে তাদের জায়গা জমি বাড়ি ঘর গ্রাসের মাধ্যমে এতো সর্বনাশ করলো তাতে ও কারো কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই।

তবু তাঁরা সে নদীটার মোহ এবং ভালবাসা ভুলতে না পেরে তার তীরে তীরে বাস করছে ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। রাতের আঁধারে যে কোন মুহূর্তে ঝুপড়ি ঘরটার ওপরে থাবা বসাবে তা জানা নেই কারো। তবু তাতে কোন গুরুত্ব কেউ না দিয়ে মধুমতি নদীর সঙ্গে রেখেছে নিবিড় অন্তরঙ্গতার ভাব।

কোটাকোল গ্রামে কোন শিক্ষালয় নেই। থাকার মধ্যে একটা ডাকঘর ও হাসপাতাল। গ্রামের পূবে মধুমতি নদীর তীরে নড়বড়ে টিনের লঞ্চঘাট। ওই নদীর টোপ হিসেবে অপেক্ষায় আছে। যে কোন মুহূর্তে নদীর পেটের হবে বাসিন্দা। যে জোড় মন্দিরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটাই সে গ্রাম। অতর্কিতে জোড়া মন্দির যখন উঠেছিল তখন তার অভ্যন্তরে ছিল সোনার একটা কালী মুর্তি এবং দু'টা ইলিশ মাছের মূর্তি সোনার। এতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দেখা দেয় মতান্তর ও টার দাবি নিয়ে।

কালী মূর্তি ঘটায় তার অবসান। ফলে জোড় মন্দিরের নেতৃত্ব পায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা। কালে কালে সে আজগুবি মন্দিরের খবর কর্ণগোচর হয় এরশাদ সরকারের। তখন থেকে পাঁচ টাকার নোটে সে মন্দিরের ছবি সংযুক্ত হয়। যা অদ্যাবধি আছে অপরিবর্তিত। তবে সোনার কালী মূর্তির পরিবর্তে পিতলে হয়েছে রূপান্তরিত। কারো মতে ঐশ্বরিক ভাবে মুর্তির পরিবর্তন। কারো অভিমত চোরেরা কৌশলে সোনার মূর্তি বদল করে পিতলের দিয়ে অভাব পূরণ করেছে।

এ জল্পনা কল্পনার কোন অবসান হয়নি। কোন দিন যে হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। যা হোক এ মন্দিরটা নদীর তীরে রইলে ও হয়তো ক্ষিপ্র মধুমতি ভীতু হয়ে মন্দিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। যদি করতো তাহলে অনেক আগেই গ্রাস করতো যে ভাবে করেছে মানুষদের বাড়ি ঘর জায়গা জমি ও গাছপালা। চরকোটাকোল গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নুরাণী মাদ্রাসার সন্নিকটে বিশাল বটগাছ। গ্রামের মাঝে বিলীন নীল কুঠির নিদর্শন আছে।

গ্রামের পশ্চিম পাশে নবগঙ্গা নদী * রায়পাশা গ্রামের পূবে মধুমতি নদী তীরে শ্মশান ছাড়া নেই আর কিছু * তেলকাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী তীরের খালে স্লুইচ গেট। এখানে একটা খেয়াঘাট আছে। গ্রামের রকম আটআনা অংশ গেছে নদীর গর্ভে।

এ গ্রামে বাড়ি ছিল পীর সাদুল্যাশাহের। সে পীরের এন্তেকালের পর মাজার ছিল নদী তীরে। কয়েক বছর আগে সে মাজার গ্রাস করেছে নদী পীর বলে কোন খাতির না করে। তবু সে পীরের কথা মানুষরা ভুলতে পারেনি বিধায় রোগীরা এসে মানত করে নদী তীরে। আবার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে অনেকে আসে মানত শুধ'রাতে * চরঘাগা নামে পরিসংখ্যানে কোন গ্রাম নেই। এ নামটা দিয়েছে মধুমতি

www.pathagar.com

নদীর পূবে যে চরে বসতি গড়ে উঠেছে তাঁরা। এ বিশাল চরে আছে সরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খান আব্দুল মতিন। বর্তমান বি,এম হেমায়েত হোসেন (হিমু)।

ইউনিয়নের বিশদ বিবরণ ব্যাখ্যা করা হলো। এ ইউনিয়নের আয়তন ৪২২৬ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬৮৬১, মহিলা ৬৫৭৮জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৯.১ এবং মহিলা ২৬.২ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১১ নম্বর ইউনিয়ন ইতনা

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে ১৮টা। ও গুলোর নাম চাঁদপুর, চরসুচাইল, চরঘোনাপাড়া, দৌলতপুর, চরদৌলতপুর, ডিগ্রীরপুর, ফকিরের চর, ইতনা, কুমারডঙ্গা, বড়পাড়া, উত্তর লংকার চর, দক্ষিণ লংকারচর, পার লংকারচর, পাঁচাইল, উত্তর পাংখারচর, দক্ষিণ পাংখারচর, পরানপুর ও রাধানগর।

ইউনিয়নের চার নম্বর গ্রাম দৌলতপুরে আছে পূব পাড়ায় পূজো মন্ডব। গ্রামের মাঝে বুড়ো ঠাকুরের থান সংলগ্ন বটগাছ। দীর্ঘকাল থেকে যেটা বুড়ো ঠাকুরের গাছ নামে পরিচিত। ইউনিয়ন পরিষদ টাও এগ্রামে। গ্রামের উত্তরে নদী মধুমতি * চরদৌলত পুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে ১৯৫৯ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। সাবেক প্রধান শিক্ষক শেখ সামসুল হক, বর্তমান প্রধান মনিরুজ্জামান। ফকিরের চর গ্রামের মধ্যপাড়ায় শুধু একটা প্রাচীন মসজিদ ছাড়া তেমন নেই আর কিছু।

ইতনা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টা। বালক ও বালিকা উভয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে এগ্রামে। ১৯০০ সালে বালক মাধ্যমিক স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জগদিশ্বরী নামের মহামনীষী মহিলা। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান করুণাকান্ত বিশ্বাস।

অত্র এলাকার কলেজিয়েট ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন জনগণ। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন বালক মাধ্যমিক প্রধান। এখানকার দাখিল মাদ্রাসা ২০০০ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে সুপারের পদে আছেন মাওলানা আব্দুল আলিম। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও হিন্দু পাড়ায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। গ্রামের দক্ষিণে প্রকান্ড দীঘি উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত। এরিয়া একর চারেক লোকদের অভিমত।

গ্রামের মাঝে রায় নামে একটা মট আছে যার উচ্চতা ৮৮ ফুট। ১৯৮৫ সালে ভট্টাচার্য পাড়ায় দশ ফুট মাটির নিচে আবিষ্কার হয় নীল চাষের প্রকান্ড পাকা চাতাল। লোকের ধারণা কালে কালে মাটি ভরাট হয়েছে এ পরিমান। এ গ্রামের অধিবাসী বিশেষ ব্যক্তিত্ব শ্রেষ্ঠ পন্ডিত গ্রীস চন্দ্র তর্ক বাগিস এবং হাজী দেয়ানত উল্যা। তাঁরা ধরাধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন অজানার উদ্দেশ্য। যেখান থেকে ফিরে আসার সাধ্য কারো নেই।

এগ্রামে আরো যে সব গুণী ছিলেন তাদের মধ্যে সু সাহিত্যিক বামন দাস বিদ্যাসাগর। নিহাররঞ্জন গুপ্ত এবং অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন। ধরাধাম থেকে তাঁরা বিদায় নিলেও মানুষ ভুলতে না পেরে তাদের কীর্তির স্মরণ করে যাচ্ছে আবহমান কাল থেকে। দুনিয়া লয় হবার আগ পর্যন্ত তাঁরা অমর থাকবেন লোক সমাজে। এ

www.pathagar.com

গ্রামে প্রাচীন ডাকঘর। ইতনা সেবা সমিতি ১৯২০ সালে স্থাপিত। গ্রামের পশ্চিমে প্রকান্ড শিমুল গাছ এবং উত্তরে মধুমতি নদী। এ গ্রামের অধিবাসী জাতীয় সংসদ সদস্য মুফতি শহিদুল ইসলাম।

কুমার ডাঙা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে নদী মধুমতি * তথ্যের কাজী পাড়ার স্থলে পরিসংখ্যানের বড়পাড়া উল্লেখ করে লেখা হচ্ছে মিল রাখার জন্য। এগ্রামে শুধু কওমী মাদ্রাসা ছাড়া নেই আর কোন শিক্ষালয়। গ্রামের কাজী পাড়ায় আছে প্রাচীন মসজিদ। সে আমলের অতি প্রাচীন একটা শিমুল গাছ আছে জ্বীন পরীদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে। সে গাছে অশরীরা বসবাস করে বলে লোকদের ধারণা।

লংকার চরে আছে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পশ্চিমে মধুমতি নদী এবং লঞ্চঘাট। তথ্যে শুধু লংকার চর পাওয়া গেলেও পরিসংখ্যানে আছে উত্তর দক্ষিণ এবং পারলংকার চর। উল্লেখিত তথ্য গুলো কোন চরের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত সে বিবেচনার দায়িত্ব পাঠকদের উপর ন্যস্ত রইল, যেহেতু লেখকের খুদে মাথায় এসব প্রবেশ করাতে গেলে হয়তো সমস্যার অন্ত থাকবে না। উপরন্ত পন্ড হবে গবেষণা। তবে পারলংকার চর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পুবে আছে মধুমতি নদী।

পাংখার চরে সরকারী প্রাথমিক সহ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও আছে একটা। এ তথ্যটা যাবে হয় উত্তর নয় দক্ষিণ পাংখার চরে। যেহেতু পরিসংখানে শুধু পাংখার চর উল্লেখ না থাকায় * পার পাংখার চরে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ কওমী মাদ্রাসা আছে একটা। পার পাংখারচর পরিসংখ্যানে না থাকায় তথ্য গুলোর যাতে ভরাডুবি না হয় সে কারণে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তথ্যের অপমৃত্যুরক্ষায়।

ইউনিয়নের শেষ গ্রাম রাধানগরে কোন শিক্ষালয় নেই। থাকার মধ্যে আছে রানী রাসমনির কাছারী বাড়ির ধ্বংসস্তুপ। সে রানীর একটা মঠ আছে জঙ্গলে আবৃত। সে মঠে হয়তো চামচিকে এবং দানবরা বসবাস করে। দক্ষিণ পাশে আছে বিলীন নীল কুঠির নিদর্শন। পশ্চিম পাশে একর চারেক এরিয়া নিয়ে প্রকান্ড পুকুর। সে রানীর অস্তিত্ব বিলীন হলেও এগুলো টিকে আছে কালের সাক্ষী হিসেবে।

কোন দিন যার অক্ষয় নেই। কালে কালে যা থাকে অমর। এ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী । পরিশেষে ইউনিয়নের আয়তন ৮২১২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯৭৩৭ এবং মহিলা ১০২৬৬ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৯.৯ ও মহিলা ২৯.৬ পয়েন্ট। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি।

www.pathagar.com

১২ নম্বর ইউনিয়ন কাশিপুর

এ ইউনিয়ন ১৭টা গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। গ্রাম গুলোর নাম পূব থেকে কাশিপুর, এড়েন্দা, বসুপটি, সারুলিয়া, পালোখালী, গিলাতলা, ঈশানগাতী, ভাটগাতী, ভড়পাড়া, রামেশ্বরপুর, সালবরাট, পদ্মবিলা, ধোপাদহ, বাহিরপাড়া, গন্ডব, চালিঘাট ও শাহাবাজপুর। এসব গ্রাম গুলোতে ঐতিহ্যের যা কিছু আছে তার বিবরণ।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম কাশিপুরে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫৯ সালে স্থাপন করেন অম্বিকাচরণ গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ শেখ। এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও একটা আছে এগ্রামে। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। পশ্চিমে ঈদগা। গ্রামের উত্তর পাশে নবগঙ্গা নদীতীরে শ্মশান। গ্রামের মাঝে সড়ক লাগোয়া একটা প্রাচীন বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উচু করে।

গ্রামের মাঝখানে একটা গোরস্থান আছে এজমালি একর খানেক জমি নিয়ে। একটা গণগ্রন্থাগার ও আছে গ্রামে। ইংরেজ আমলের একটা ডাকঘরও আছে। নবগঙ্গা নদী থেকে একটা খাল গ্রামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে বিলের দিকে * এড়েন্দা গ্রামে একটা হাট ছাড়া কোন শিক্ষালয় নেই। ভরাট খালের উপর সে হাট। আরো একটা খাল আছে গ্রামের মাঝে। উত্তরে নবগঙ্গা নদী তীরে শ্মশান।

বসুপটি গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটা। দক্ষিণ ও উত্তর পাড়ায় আছে দুটো প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের পুবে পূজো মন্ডব সংলগ্ন বট পাকুড় ও হিজেল সমন্বয়ে একটা প্রকান্ড গাছ। চৈত্রমাসে সপ্তাহে দুদিন মেলা হয় এ গাছ তলায়। গ্রামের উত্তর পাশে নবগঙ্গা নদী তীরে শ্মশান * সারুলিয়া গ্রামে শুধু একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। ঈদগা সহ এজমালি গোরস্থান ও আছে এ গ্রামে। গ্রামের পূবে খাল উত্তর দক্ষিণ প্রবাহিত।

পালোখালী গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ এফতেদায়ী মাদ্রাসা। পশ্চিম পাড়ায় আছে একটা পুরানো মসজিদ * গিলাতলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। পশ্চিম পাড়ায় আছে একটা প্রাচীন মসজিদ * ঈশানগাতী গ্রামে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এগ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকাবাসী। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ।

ভাটগাতী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। পশ্চিম পাড়ায় একটা মসজিদ আছে অতি প্রাচীন * রামেশ্বরপুর গ্রামের দক্ষিণ পাশে শুধু একটা দীঘি আছে উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত * সালবরাট গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ অপরটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের পূবে প্রকান্ড একটা বটগাছ আছে দীর্ঘকাল

www.pathagar.com

আগের। * পদ্মবিলা গ্রামে শুধু একটা প্রাচীন মসজিদ মধ্যপাড়ায় এবং ঈদগা ও একটা প্রকান্ড বটগাছ ছাড়া নেই আর কিছু এ গ্রামে।

ধোপাদহ গ্রামে একটা এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী তীরে শ্মশান। গ্রামের পূবে খালের মুখে স্লুইচগেট। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটাও এগ্রামে। এগামের পাশে বিলে আছে প্রকান্ড একটা বাওড় পূব ও পশ্চিম প্রসারিত * বাহিরপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় আছে একটা প্রাচীন মসজিদ * চালিঘাট গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও ইছামতি বিল পশ্চিমে।

গন্ধব গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও আছে একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং একটা ঈদগা * শাহাবাজপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামে দাখিল মদ্রিাসা স্থাপন করেন বাদশা শেখ গণ। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী তীরে শ্মশান। উক্ত শ্মশান সংলগ্ন পূজো মন্ডোব। প্রত্যেক বছর এ মন্ডবে তিন দিন ব্যাপী কবি গান হয় অগ্রহায়ন মাসে। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম। বর্তমান নুরজালাল মোল্যা।

এ ইউনিয়নের আয়তন ৪৮০৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬৩৪৩। মহিলা ৬২৩১ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৭.১ ও মহিলা ২৪.৯ পয়েন্ট। মোটা মুটি এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি।

www.pathagar.com

থানা কালিয়ার পৌরসভা

১ নম্বর ওয়ার্ড

এ থানায় পৌর সভার আওতায় ওয়ার্ড তিন, এলাকা, ১৪, ইউনিয়ন ১২ এবং গ্রামের সংখ্যা ১৮৪ টা। থানার প্রথম ওয়ার্ডের ৫টা এলাকার নাম বড় কালিয়া, চাঁদপুর, ঘোষনগর, রামনগর, ও শালবরাট।

এক নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম এলাকা বড় কালিয়ায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকার বাজারের পাশে হরি বাসর মন্দির। অত্র এলাকায় পৌর সভা স্থাপিত ১৯৭৬ সালে। বর্তমান চেয়ারম্যান পদে কবিরুল হক। এলাকাতেই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজার * চাঁদপুর এলাকায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮৬৫ সালে স্থাপন করেন এলাকা বাসী। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান দীপক কুমার রাহা।

বর্তমান থানা, ইসলামী একাডেমী এবং এতিমখানাটাও অত্র এলাকার আয়ত্তাধীন। এলাকার উত্তর পশ্চিম পাশে নবগঙ্গা নদী * রামনগর এলাকায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এলাকার বালিকা মাধ্যমিক ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন পিয়ারী শংকর নামের ব্যক্তি। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা দীপ্তি রানী বৈরেগী। এলাকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজার সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদ। উপজেলা নির্বাহী অফিস সহ কৃষি, শিক্ষা,মৎস অধিদপ্তর, খাদ্যগুদাম, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প অত্র এলাকায়।

পরিসংখ্যান অফিস, হাস মুরগীর খামার, হেলিপ্যাড, তহশীল অফিস, রেজিষ্ট্রি অফিস, ডাকবাংলো, পাবলিক পাঠাগার, প্রখ্যাত গরুর হাট ইত্যাদি এলাকার আওতায়। বিশ্ব বরেণ্য নৃত্যশিল্পী উদয় ও রবি শংকর ভ্রাতৃদ্বয়ের বসত বাড়ি ছিল অত্র এলাকায়। দাখিল মাদ্রাসাটাও এলাকাধীন। সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সুপার মাওলানা নজরুল ইসলাম। বর্তমান সুপারের তথ্য বাদ পড়েছে ভ্রান্তির কারণে। ওয়ার্ডের শেষ এলাকা শালবরাটে নেই কিছু।

এ ওয়ার্ডের জমির পরিমান ২২০২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ২৩১৩। মহিলা ২১৮০ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৮.৬ ও মহিলা ৩০.০ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

২ নম্বর ওয়ার্ড

এ ওয়ার্ডের চারটা এলাকার নাম ছোট কালিয়া, কার্ত্তিকপুর, মির্জাপুর ও সীতারামপুর। প্রথম এলাকা ছোট কালিয়ায় আছে আব্দুস সালাম নামে ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়। ১৯৭২ সালে এ কলেজ স্থাপন করেন শহীদ এখলাছ উদ্দিন বিশ্বাস। সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন আবু সাইদ। বর্তমান অধ্যক্ষ এ জামান। এ মহাবিদ্যালয়টা স্থাপিত হয়েছে জমিদার ভবাণী রঞ্জন সেনের বাড়িতে। সে জমিদারের নির্মিত একটা পিতলের রথ বিদ্যমান আছে। এ ধরণের রথ আর কেউ নাকি তৈরী করেনি কোথাও। অত্র এলাকায় বড় ধরণের দুটো পুকুর আছে।

মির্জাপুর গ্রামে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং দাখিল মাদ্রাসা ১৯৯৯ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে সুপারের পদে আছেন মাওলানা দবীর উদ্দিন। এ গ্রামে বাড়ি ছিল জমিদার শচীন্দ্র সেনের। সে বাড়িটা বিনিময় সূত্রে অন্যের দখলে * সীতারামপুর এলাকায় আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ।

গ্রামের দক্ষিণে ভক্তডাঙ্গা বিলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত খালের ওপরে সেতু। গ্রামের আদি বাসিন্দা এবং বিশেষ গুণী শেখ আইজদ্দিন মিয়া। তার দশ পুরুষ নিম্নের বংশ ধরের নাম আবুল হোসেন। এ ওয়ার্ডে জমির পরিমান ৮৭১ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ২১৪৮। মহিলা ২০৬৮ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৬.২ এবং মহিলা ২৫.৪ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৩ নম্বর ওয়ার্ড

এ ওয়ার্ডের পাঁচটা এলাকার নাম বেন্দা, বেন্দার চর, কুলসুর, পাঁচ কাহুনিয়া এবং উথলী। প্রথম এলাকা বেন্দায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় চন্ডি মন্ডব সংলগ্ন সে আমলের অতি প্রাচীন ও বিশাল আকারের দুটা বটগাছ। অনেক আগে এগাছের নিকটে অতর্কিতে মাটি ফুড়ে একটা পাথর আকৃতির উঠেছিল। হিন্দু সম্প্রদায় লোকেরা সে পাথরটাকে শিবলিঙ্গ সাব্যস্ত করে পূজো করা শুরু করেছিল। যে প্রথার কোন পরিবর্তন হয়নি দীর্ঘ কাল অতীত হলেও।

অত্র এলাকায় বাড়ি ছিল সুরোকার শিল্পী কমল দাস গুপ্তের। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী। এলাকার গুরুনাথ সেন ছিলেন অলৌকিক ব্যক্তি। জন সমক্ষে নবগঙ্গা নদী পার হতেন হেটে। আকাশ থেকে বর্ষা নামলে যতটুকু বন্দ করতেন সেখানে পানির ফোট পড়তে পারতো না। যার যত কঠিন ব্যাধি হোক এক ফুঁকে নিরাময় হতো। সে সাধকের ভক্তগণ জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে প্রত্যেক বছর অগ্রহায়ণ মাসের তিন দিন ব্যাপী।

শিক্ষিত হিন্দু প্রভাবশালী গণের বাড়ি ছিল এগ্রামে। ও সময় ক্বচিৎ শিক্ষালয় রইলেও তার শিক্ষক ছিলেন হিন্দু। সে কারণ মুসলিমদের শিক্ষালয় ছিল সতিন স্বরূপ। যদি কোন মুসলিম ছাত্র বিদ্যালয়ে যেতো তাহলে শিক্ষক গণ তাকে এমন প্রহার করতেন যাতে সে স্বইচ্ছায় বিদ্যালয় ত্যাগ করে। সে প্রমান পাওয়া যায় ডাক বাংলোর তত্ত্বাবধায়ক ৬৫ বছর বয়স্ক জালাল আহমেদ শিকদার থেকে। তিনি যা বললেন তা লিখলে গোয়ার মুসলিম জাতির উদ্ভব হবে রোষানলের। তাছাড়া শুধু হিন্দু সম্প্রদায়দের ও দোষ দেওয়া যায়না।

কারণ তখন মুসলিম জাতির শিক্ষার ওপরে কোন আগ্রহ ছিল না। তাঁরা হয়তো ভাবতো চির কালই লাঠির জোরে প্রাধান্য বহাল রাখা যাবে। কাজেই শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলে তাদেরকে আটকে রাখা সম্ভব হবে না। সন্তানরা শিক্ষত হওয়ায় চাকরীর মাধ্যমে শুরু করবে অপরের গোলামী। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সন্তান সন্ততি গণকে ছিন্ন রাখতো শিক্ষালয় থেকে।

সম্প্রতি সে ভুলটা ভেঙ্গেছে বিধায় গুরুত্ব দিচ্ছে শিক্ষার ওপরে। তবু ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করতে প্রয়োজন হবে সময়ের। তাতেও সন্দেহ আছে। কারণ এখনকার শিক্ষালয় থেকে উৎপত্তি হচ্ছে সন্ত্রাসীর। যেখানে শিক্ষার্থীদের গঠনতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি সেখানে গলদ আছে বিধায় হচ্ছে বিপরীত। শিক্ষার মান অর্থাৎ পদ্ধতি যত উন্নত হচ্ছে তত বৃদ্ধিপাচ্ছে সন্ত্রাসীদের সংখ্যা। এতে অভিভাবক মহলদের পক্ষথেকে বলা হচ্ছে শিক্ষকদের উদাসীনতাই শিক্ষার্থীদের অবনতির কারণ।

www.pathagar.com

আবার শিক্ষক গণের মন্তব্য ভিন্ন। তাঁরা বলছেন অভিভাবক মহলের উদাসীনতার মূলে শিক্ষার্থীদের অবনতি। এভাবে উভয় পক্ষ উভয়কে দোষারোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে কোন প্রতিকার না হয়ে। ফলে সমাধান হচ্ছেনা কিছু। এর সমাধান যে কি তা হয়তো জানা নেই কারো। যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয় গুরুত্ব দিয়ে সন্ত্রাস নির্মূল করার পদক্ষেপ নিতেন আগে। প্রত্যেকে গাড়ি বাড়ি করার ধাঁন্ধায় লিপ্ত আছেন বিধায় সোনার হরিণ ধরার বাসনায় ছুটছেন অহরহ। ফলে সুরাহা হচ্ছেনা কিছু।

দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার অভাব দেখা দেওয়ায় যে যা দায়িত্ব পালন করছেন শুধু দায়সারা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই অশান্তির দাবদাহ থেকে নিস্কৃতি পাচ্ছে না কেউ। দেশের প্রত্যেক মানুষ যে পেটের ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় অশান্তির আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই কারো।এর থেকে মুক্তি পেতে হলে অভিভাবক মহলকেই নিতে হবে উদ্যোগ। যার যার সন্তান গণের দিকে রাখতে হবে শ্যেন দৃষ্টি। যেহেতু সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব শিক্ষকদের চেয়ে তাদেরই অধিক। সে হিসেবে প্রত্যেক অভিভাবক গণের পক্ষ থেকে এর সমাধান করা উচিৎ।

বেন্দার চর এলাকায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের মাঝ দিয়ে খাল প্রবাহিত এবং দক্ষিণে বড়নাল বিল। বিশেষ ব্যক্তিত্ব এখলাছ উদ্দিন অহমেদ এলাকার অধিবাসী। তিনি সর্ব প্রথম খুলনা বিভাগের চেয়ারম্যান। প্রাক্তন জাতীয় সংসদের সদস্য পদে ছিলেন অনেক দিন। তাছাড়া তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা গণের একজন। কালিয়ার পৌর সভার প্রতিষ্ঠাতা ও তিনি।

কুলসুর এলাকায় আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। অত্র এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৭ সালে স্থাপত করেন এখলাছ উদ্দিন আহমেদ গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম। বর্তমান প্রধান ইস্রাফিল হোসেন মোল্যা। এলাকার পাল ও মধ্যপাড়ায় আছে দুটা দুর্গা মন্দির। এলাকার পূবে বড়নাল বিল এবং পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী। এলাকার বিশেষ ব্যক্তিত্ব বিনয় চন্দ্র সাহা * পাঁচ কাহুনিয়া এলাকায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা ও এতিম খানা। এলাকার পশ্চিমে নদী নবগঙ্গা ও পূবে বড়নাল বিল।

উথলী এলাকার পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং উত্তরে নবগঙ্গা নদী। পৌর সভার যেখানে ঐতিহ্যের যা কিছু তার বিবরণ উল্লেখ করা হলো। এ ওয়ার্ডে জমির পরিমান ২০৭৫ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ২৫৩৫। মহিলা ২৪৩৬ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩১.৬ ও মহিলা ২০.০ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১ নম্বর ইউনিয়ন বাবরা হাচলা

এ ইউনিয়ন ১২টা গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। ওই সব গ্রামের নাম বাবরা, বাগেরডাঙ্গা, নরসিঙ্গাপুর, সিঙ্গারডাঙ্গা, বারুইপাড়া, কাঞ্চনপুর, মাশিলা, পাটখেল বাড়ি, কালুখালী, জুশালা, শুকতাগ্রাম ও উড়াশী।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বাবরায় আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। ইউনিয়ন পরিষদটাও এগ্রামে। উক্ত গ্রামে ঈদগা এবং এজমালি গোরস্থান ও আছে। গ্রামের মাঝ দিয়ে খাল পবাহিত। অত্র এলাকার হাটে দীর্ঘকাল আগের অতি প্রাচীন এবং প্রকান্ড একটা গাবগাছ। তাছাড়া গ্রামের চতুর্দিকে বাবরা নামে বিশাল বিল।

সিংগারডাঙ্গা গ্রামে এফতেদায়ী মাদ্রাসাই আছে শিক্ষালয়ের মধ্যে। গ্রামের পূবে বিলের অভ্যন্তরে শ্মশান সংলগ্ন বিশাল একটা বটগাছ সে আমলের। সে জায়গাটা ফাঁকা নির্জন হওয়ায় উক্ত গ্রাছে হয়তো আস্তনা ভূত, পেতনী ও দৈত্য দানবদের * বারুইপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় ২টা দুর্গা মন্দির। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী এবং উত্তরে বিল। বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ সাহার বাড়ি এগ্রামে।

কাঞ্চনপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। ঈদগা সহ এজমালি গোরস্থান ও আছে এ গ্রামে। নবগঙ্গা নদী গ্রামের দক্ষিণে। গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত খালের ওপর সেতু * পাটকেল বাড়ি গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ঈদগা সহ এজমালি গোরস্থান ও আছে গ্রামে। পূবে বিশাল বিল এবং নবগঙ্গা নদী * কালুখালী গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে বালিচার বিল।

জুশালা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের উত্তরে জুশালার বিলের অভ্যন্তরে শ্মশান এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে খাল প্রবাহিত * শুকতা গ্রামে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটা করে। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন দীপক কুমার রাহাগণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক আব্দুল হান্নান। বর্তমান প্রধান নিরঞ্জন কুমার বোস। গ্রামে ঈদগা এবং এজমালি গোরস্থান আছে।

এ গ্রামের উত্তর পাশে প্রবাহিত খালের ওপরে সেতু। তৎসংলগ্ন শ্মশান। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদী ও পশ্চিমে বালিচা বিল * পরিসংখ্যানে হাচলা গ্রাম না রইলে ও তথ্যে পাওয়া যায় এ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং ঈদগা তাছাড়া বিলে সে আমলের প্রকান্ড হিজেল গাছ সংলগ্ন শ্মশান। গ্রামের পূবে ভেড়িবাঁধ * উড়শী গ্রামের ভেতর দিয়ে খাল প্রবাহিত। গ্রামের পূবে উড়শী বিল। এ গ্রামের বিশেষ ব্যক্তিত্ব মরহুম শেখ আব্দুল মালেক।

www.pathagar.com

গ্রামের আদি পুরুষ মরহুম কমরউদ্দিন মোল্যা। তার ৬পুরুষ নিম্নের আলহাজ্জ আব্দুল মান্নানের বয়স ৬৫ বছর। তথ্যে পুলিশ মনিরুল ইসলাস্ ও মাওলানা ওহিদুজ্জামান। এ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান সুবীর চন্দ্র। এটাই ইউনিয়নের পরিচিতি। এ ইউনিয়নের আয়তন ৩৪০২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৪৮৯৭, মহিলা ৪৮২৩ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৭.২ ও মহিলা ২৩.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

২ নম্বর ইউনিয়ন পুরুলিয়া

এ ইউনিয়নের আওতায় ১৫টা গ্রাম। ও গুলোর মধ্যে চাঁদপুর, রঘুনাথপুর, লক্ষীপুর, পুরুলিয়া, চন্দ্রপুর, ধলিয়াঘাটা, ফুলদহ, আমতলা, কলামুরখালী, বাজেবাবরা, নোয়াগ্রাম, দেওয়াডাঙ্গা, পারবিষ্ণুপুর, পারভোমবাগ ও বুড়িখালী। গ্রাম গুলোকে লাইনে সাজানো হয়েছে সরেজমিনের তথ্যে। তবু কোন কোন গ্রামের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যতার অভাব। যেমন কলামুর খালী গ্রামের মিল নেই পরিসংখ্যানের সঙ্গে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আছে এরূপ ব্যবধান।

ইউনিয়নের প্রথম চাঁদপুর গ্রামে আছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা * রঘুনাথপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৪ সালে স্থাপন করেন আলহাজ্জ জহুরুল হক। তখন থেকে প্রধান শিক্ষের পদে আছেন শ্যামল কুমার দাস। এগ্রামে মহিলা পুরুষ উভয় দাখিল মাদ্রাসা আছে। এ গ্রামের পূব ও পশ্চিম উভয় পাড়াতে আছে একটা করে প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের পশ্চিম পাশে চিত্রা নদীর তীরে শ্মশান।

কালিয়ার ইতিহাসে জানা যায় এ গ্রামের পশ্চিমে চিত্রা নদীর লঞ্চ ঘাটের ঘোলাটা জীবন্ত। কারণ সে ঘোলার পানির তলদেশে বসে আছে এক জটা ধর বুড়ি। মাথা থেকে তার দু'টা লম্বা জট ঝুলে পড়েছে দু'পাশে বলে লোকদের অভিমত। চলতি ছোট বড় নৌকা, লঞ্চ, বা ষ্টীমার যেটাকে টেনে ধরে সে বুড়ি সেটা নিমজ্জিত হয়। একবার ডুবন্ত লঞ্চ তোলার জন্য আনে ডুবুরি। সে ডুব দিয়ে পানির তল দেশে গিয়ে দেখতে পায় এক জটা ধর বুড়ি বসে আছে লঞ্চের ওপরে।

ডুবুরি সে বুড়ির নিকটবর্তী হতেই হাত ইশারায় তাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। ভীতু হয়ে ডুবুরি ফিরে আসতে বাধ্য হয় লঞ্চ তোলার বাসনা ত্যাগ করে। আসার পর ডুবুরি ঘটনার কথা ব্যক্ত করে উপস্থিত জনতা সমক্ষে। ১৯৬৬ সালে নদী পার হবার কালীন দু'টা মোষ ডুবে যায় উক্ত ঘোলায়। পরবর্তীতে সে মোষদের মরা দেহ ভাসতে দেখেনি কেউ কোন দিন। এজন্য এলাকা বাসী ওটার নাম দিয়েছে জীবন্ত ঘোলা। দীর্ঘকাল থেকে যে নামের পরিবর্তন হয়নি।

লক্ষীপুর গ্রামে নির্মানাধীন একটা কওমী মাদ্রাসা ছাড়া নেই আর কিছু। পুরুলিয়া গ্রামে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬১ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক শামসুর রহমান। বর্তমান প্রধান খান জালাল আহমেদ।

এ গ্রামের মহাবিদ্যালয় ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন শিল্পপতি অশোক রঞ্জন কাপুড়িয়া (অপু)। তখন থেকে অধ্যক্ষের পদে আছেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। একর দুয়েক এরিয়া নিয়ে মধ্যম আকারের কৈলাশ নামীয় দীঘি উত্তর দক্ষিণ প্রসারিত। অনেক আগে যে কোন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানাদীর জন্য প্রয়োজনী থালা বাটি পাওয়া যেতো। লাইন নামে খাল তীরে মহাশ্মশান। গ্রামের উত্তর পাশে মরণ পথের যাত্রী চিত্রা নদী।

এ গ্রামের চিত্রা নদী তীরে আছে দীর্ঘকাল আগের একটা পোড়া দালান। আগুনে আশপাশে বাড়ি ঘর পুড়ে গেলে ও অক্ষত থাকায় পরিচিত হয়েছিল পোড়া দালান নামে। কে কখন এ দালান নির্মান করেছিল সে সম্পর্কে জানা নেই কারো কোন কিছু। তবে সে দালানের পূব সংলগ্ন হ্যাট কোট পরিহিত দু'টা মানুষের প্রতিচ্ছবি আছে বিধায় লোকদের ধারণা দস্যু শ্রেণীর পর্তুগীজদের আস্তানা ছিল ওটা। ওখান থেকে তাঁরা লুটপাট চালাতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

কালে কালে জনপদ গড়ে উঠলে ও জঙ্গলে আবৃত দালানটা রয়ে যায় মানুষদের অন্তরালে। সাপদের আস্তানা বিবেচনায় ওর ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস পায়নি কেউ। তবে সে দালানের নিচের বিশাল কক্ষে প্রচুর সম্পদ লুকানো আছে বলে এলাকা বাসীদের ধারণা। অনুসন্ধান করলে গুপ্ত ধন বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। যেহেতু দালানটা যখন দস্যুদের ব্যবহারিক ছিল তখন ওতে সম্পদ যে লুকানো নেই তা নয়। সুতরাং সে দালানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়।

ধাড়িয়াঘাটা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারে ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত। গ্রামের উত্তরে চিত্রানদী এবং দক্ষিণে প্রকান্ড বিল পাটেশ্বরী। আগে এ বিলের আশে-পাশে বাস করতো নমশুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা * আমতলা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। কওমী মাদ্রাসা ও আছে একটা। গ্রামের উত্তর পাশে চিত্রা নদী এবং দক্ষিণে বিল পাটেশ্বরী।

কলামুরখালী গ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন মরহুম আব্দুল মালেক গণ, প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মরহুম আব্দুস সালাম। বর্তমান প্রধান মোঃ ইদ্রিস আলী। গ্রামের উত্তরে চিত্রা নদী এবং দক্ষিণে বিল পাটেশ্বরী * নোয়াগ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদী ও পশ্চিমে বিল পাটেশ্বরী। এ গ্রামে ছিল বিলীন নীল কুঠি * দেয়াডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। পূবে নবগঙ্গা নদী ও পশ্চিমে বিল।

বিষ্ণুপুর গ্রামে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দুটো। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদী * চন্দ্রপুর গ্রামের খালের তীরে শ্মশান ছাড়া নেই আর কিছু। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম। বর্তমান বিল্লাল হোসেন মোল্যা। ইউনিয়নের আয়তন ৬৭১৬ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৮৮২০। মহিলা ৮৭৭৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩২.৮ মহিলা ২১.৭ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৩ নম্বর ইউনিয়ন হামিদপুর

এই ইউনিয়নে গ্রাম আছে ১৭টা। ওগুলোর নাম বাবুপুর, রাজাপুর, বড়নাল, কুঞ্জপুর, ভবাণীপুর, ভোমভাগ, বিষ্ণুপুর, চালিতাতলা, কুলসুর, মছলন্দপুর, মাধবপাশা, পুকরুল, মদনগাতী, রামানন্দপুর, নারায়ণপুর, সাতরাখালী ও ছিলিমপুর। আগের বেন্দা নাম পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে নতুন হামিদপুর নামে পরিচিত হয়েছে এ ইউনিয়ন।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বাবুপুরে আছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এজমালি গোরস্থান সহ ঈদগা ও আছে গ্রামে। বিলীন নীল কুঠি ও ছিল। বিলে আছে প্রকান্ড বটগাছ। গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী থেকে প্রবাহিত খালের ওপরে স্লুইচ গেট * বড়নাল গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় । এ গ্রামটা বাশোখালী বিলের পাশে।

বিষ্ণুপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং গ্রামের পশ্চিম পাশে কালু পালের বৃহৎ বাগান। যে বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালায় পরিপূর্ণ। নবগঙ্গা নদী গ্রামের দক্ষিণে। কবি ও গীতিকার আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা এ গ্রামের অধিবাসী। গুণীন জরিফ ফকিরের বাড়িটাও ছিল এ গ্রামে। সে ফকিরের অলৌকিকতার মধ্যে ছিল উড়ন্ত পাখির বিপরীত দিকে তীর নিক্ষেপ করলেও সে তীরে বিদ্ধ হতো পাখি। সে ফকির ধরাধাম ত্যাগ করে চলে গেছে অজানার উদ্দেশ্যে।

চালিতাতলা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মরণপথের যাত্রী চিত্রানদী * মছলন্দপুর গ্রামে একটা বড় ধরণের সরকারী পুকুর পশ্চিম পাড়ায়। তাছাড়া এ গ্রামের মনিন্দ্রনাথ সাহার বাড়িতে বোশেখী মেলার প্রচলিত আছে। প্রত্যেক বছরের বোশেখ মাসে এ মেলাটা অনুষ্ঠিত হয়। মাধবপাশা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এজমালি গোরস্থান এবং ঈদগাও আছে গ্রামে। ডাকঘর তহশীল অফিস সহ বিলীন নীল কুঠি ছিল।

রামানন্দ পুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামেই ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত। এজমালি গোরস্থান ও আছে গ্রামে। নবগঙ্গা নদী গ্রামের পশ্চিমে এবং পূবে বড়নাল বিল * ছিলিমপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মেল্যাপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। চিত্রা নদী গ্রামের পূবে। এ গ্রামের বিশেষ ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল হামিদ মোল্যা। যার নাম করণে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ। এ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান আকবর হোসেন মোল্যা। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি।

এ ইউনিয়নে জমির পরিমান ৮৩৩৮ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯০০৭। মহিলা ৮৫৫২ জন। শিক্ষিত পুরুষ ২৯.৬ এবং মহিলা ১৭.১ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৪ নম্বর ইউনিয়ন মাউলী

এই ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১১টা। ওগুলোর নাম বাঘবাড়িয়া, বিলে আঁচলা, ঘোষিবাড়িয়া, গন্ধবাড়িয়া, ইসলামপুর, কলাগাছি, মহাজন, মাউলী, চাঁদের চর, তফসীডাঙ্গা ও তেলিডাঙ্গা।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বাঘবাড়িয়ার পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে কালিয়ার বিল ছাড়া নেই আর কিছু। তাছাড়া দুটো পরিবার বাদে ময় গ্রাম বিলীন হয়েছে নদীর গর্ভে * বিলে আচলা গ্রামেরও কোন অস্তিত্ব নেই। গ্রামের সম্পুর্ণটাই চলে গেছে নবগঙ্গা নদীর পেটে * ঘষিবাড়িয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পাল ও সাহা পাড়ায় কালী ও দুর্গা মন্দির আছে। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদী। গাতিদার সতিশ চন্দ্র সাহা ছিলেন এ গ্রামের অধিবাসী।

গন্ধবাড়িয়া গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদীর ঘোলাটা প্রসিদ্ধ। উক্ত ঘোলা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ওই সব দন্তীর মধ্যে দীর্ঘকাল আগে সন্ধের প্রারম্ভে কোন ব্যক্তি একটা সোনার ডিঙ্গি নৌকা ভাসতে দেখে সে ঘোলার তীরের সন্নিকটে। তখন লোকটা কৌশলে নৌকাটা ধরে কাশবনের সঙ্গে বেঁধে রেখে আসে লোক ডাকার জন্য। তারপর কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়ে সে নৌকাটাকে আর দেখতে পায়নি।

সমকালে একটা জাহাজ ঘোলার মধ্যে নিমজ্জতি হলে উদ্ধারের জন্য আনে ডুবুরি। তাঁরা পানির তলদেশ থেকে জাহাজ উত্তোলনের জন্য ডুব দিয়ে চলে যায় পানির গভীর তলদেশে। সেখানে পৌছে দেখতে পায় এক পরীর ন্যায় সুন্দরী মেয়ে জাহাজের কাছি ধরে বসে আছে। পরক্ষণে দু'জন ডুবুরিকে দেখতে পেয়ে হাত ইশারায় চলে যাবার নির্দেশ দেয়। ফলে ভীতু হয়ে ডুবুরি দ্বয় জীবন বাঁচাবার তাগিদে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এ ধরণের আরো অনেক কিংবদন্তীর প্রচালিত আছে লোক মুখে। আরো জানা যায় মাঝে মধ্যে সন্ধের পর ঝাঁজ বাজাবার শব্দ পাওয়া যায় ঘোলার ভিতর থেকে। এতে কারো কারো ধারণা সে ঘোলার অভ্যন্তরে অনেক কড়ি বিচরণ করার সময় ঝাঁজ বাজাবার ন্যায় শব্দ হয়। আদি কাল থেকে এ শব্দটা বলবৎ আছে বলে অনেকের অভিমত। তাছাড়া এ ঘোলায় নৌকা, ষ্টীমার ও যে নিমজ্জিত হয়েছে কত তার ইয়ত্তা নেই।

ইসলামপুর গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকাবাসী। তখন থেকে সুপারের দায়িত্বে আছেন মাওলানা সেকেন্দর আলী। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী এবং উত্তর পশ্চিমে ধলাবিল * কলাগাছি গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় কালী মন্দির। লক্ষীরানী দেবীর জমিদারী ছিল এ গ্রামে। নবগঙ্গা নদী গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রবাহিত।

www.pathagar.com

মহাজন গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৩ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। সাবেক প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান রিপন কুমার ঘোষ। এখানকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারে হরি, কালী ও দুর্গা মন্দির পাশাপাশি। সেখানে নামযজ্ঞ হয়। ইউনিয়ন পরিষদটা ও এগ্রামে স্থাপিত। গ্রামের পূবে নবগঙ্গা নদীতে ট্রলার ঘাট। এ গ্রামের বিশেষ ব্যক্তিত্ব কুঞ্জ বিহরী হাজরা বলে জানা যায় তথ্যে। গ্রামের আদি বাসিন্দা ও ছিলেন তিনি। চারণ কবি কাজী হানিফ এ গ্রামের বাসিন্দা।

মাউলী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং দ্বিতীয় এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় পাতলা ইটের গাথনী সে আমলের একটা ভাঙ্গা দালান আছে। নাট ও রাধা গোবিন্দ মন্দির ও আছে দুটো। এ গ্রামে বিলীন নীল কুঠি ছিল। স্থায়ী ইউনিয়ন পরিষদটাও এ গ্রামে স্থাপিত। গ্রামের পূব ও পশ্চিমে বালিচার বিশাল বিল।প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িটাও এ গ্রামে। তিনি লেখেন কবিতা। তাছাড়া বিজয় সরকারকে নিয়ে গবেষণাও করেন। চন্দ্রনাথ দাস নামে গাতিদার ছিলেন এ গ্রামের অধিবাসী।

চাঁদেরচর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের দক্ষিণে নবগঙ্গা নদী * তপসীডাঙ্গা গ্রামের পশ্চিম পাশে খালের ওপরে সেতু ছাড়া নেই আর কিছূ * তেলিডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। নবগঙ্গা নদী গ্রামের দক্ষিণে * উক্ত ইউনিয়নের বৃহৎ গ্রাম কাঠাদুরা পরিসংখ্যানে নেই। তথ্যে পাওয়া যায় এ গ্রামের আদি বাসিন্দা খান দেরাজতুল্য। তার সাত পুরুষ নিম্নের খান হাসান আলী।

তাছাড়া নড়াইল নামে জঙ্গলে আবৃত একটা ভিটে আছে এ গ্রামে। লোকদের অভিমত সে ভিটেয় ছিল বিলীন নীলকুঠি। উক্ত ভিটেটা নির্জন এবং জঙ্গলে আবৃত থাকায় বিভিন্ন কিংবদন্তীর উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে একটার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। অমাবস্যার গভীর রাতে সেখানে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে বলে বিভিন্ন লোকদের মন্তব্য। হ্যাচাক লাইটের উজ্জ্বল আলো দেখতে পায় মন্তব্য কারীগণ।

এলাকাবাসীদের অভিমত সেখানে গান বাজনা সহ ভোজের ও আয়োজন থাকে। ভোরের পূর্বক্ষণে তাঁরা অদৃশ্য হয়। কারো কারো ধারণা এটা ভুতদের সম্মেলন স্থান। নির্ধারিত দিনে জেলার যেখানে যে ভুত আছে প্রত্যেকে এসে যোগ দেয় এ সম্মেলনে। ওদের রাজা অপরাধী ভূতদের শাস্তি দেয় বিচারের পর। এ ধরণের আরো অনেক জনশ্রুতি জানা যায়। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র বিশ্বাস। বর্তমান মুনশী জহুরুল হক (জঙ্গু)।

যাহোক এ ইউনিয়নের আয়তন ৪৬৪২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৭৯৩৮ মহিলা ৭৯৫০ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৭.৬ মহিলা ২৩.৭ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৫ নম্বর ইউনিয়ন সালামাবাদ

এই ইউনিয়নের আওতায় গ্রাম আছে ২০টা। ও গুলোর নাম বলাডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, মুনশী নগর, বৈদ্যবাটী, বাকা, বড় কালয়িা, হরিডাঙ্গা, বাহিরডাঙ্গা, বিলবাউস, দশ নাওরা, বিলডহরিয়া, হরিশপুর, চন্ডিনগর, জয়পুর, হেদায়েতপুর, দেবীপুর, দুশোহাটী, রায়পুর, বাউড়িরচর, জোকা ও জোকারচর।

ইউনিয়নের দ্বিতীয় নলডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের পূবে ১৮ বাকি নদী এবং উত্তরে নবগঙ্গা নদী, গীতিকার ভক্ত বিশ্বাসের বাড়ি এ গ্রামে * মুনশী নগর গ্রামের অধিবাসী গাতিদার মহেন্দ্র নাথ দাস। গাতি দারের বাড়ি নিয়েই শুধু এ গ্রামটা। গ্রামের পূবে আঠারো বাকি নদী * বৈদ্যবাটি গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন শিক্ষালয় নেই। গ্রামের পূবে ১৮ বাকি নদী। আঠারোটা বাঁকের জন্য নাম করণ।

বাঁকা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং দ্বিতীয় হাফেজী মাদ্রাসা। তহশীল অফিস, সরকারী পরিবার ক্লিনিক সহ গ্রামের পূব পাড়ায় একটা বড় ধরণের পুকুর * বাহির ডাঙ্গা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী * বিলবাউস গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামে স্থাপিত ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী * বিলডহরিয়া গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পূবে নদী ১৮ বাকি।

হরিশপুর এক বংশের গ্রাম। সে গ্রামে আর কোন গোত্রের লোক নেই। তবে শতাধিক ভোটার সংখ্যা। এ বংশের আদি পুরুষ যতিশ চন্দ্র বিশ্বাস বলে জানা যায়। এ গ্রামের দক্ষিণে ভক্তডাঙ্গা বিল * চন্ডি নগর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং গ্রামের পশ্চিমে ভক্তডাঙ্গা বিল * জয়পুর গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০০২ সালে স্থাপন করেছেন খলিলুর রহমান গণ। প্রতিষ্ঠাতাই প্রধান শিক্ষকের পদে।

হেদায়েতপুর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। সরকারী সমাজ সেবা কেন্দ্র ও আছে একটা। গ্রামের পশ্চিমে ভক্তডাঙ্গা বিল * দেবীপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামের উত্তরে নবগঙ্গা নদী * দুশোহাটী গ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আছে শিক্ষালয় বলতে। গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ১৮ বাকি নদী * রায়পুর গ্রামের পশ্চিমে ওই নদী ছাড়া নেই আর কিছূ * বাউড়িরচর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পশ্চিমে নদী ১৮ বাকি।

জোকা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অধিক আর কিছু নেই * জোকারচর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে খালপাড়ে শ্মশান। তথ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সরদার আনোয়ার হোসেন মোল্যা। বর্তমান বাচ্চু মিয়া মোল্যা। এ ইউনিয়নের আয়তন ৫৬৩৯ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬৯০২, মহিলা ৬৬৬৫ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৯.৫ এবং মহিলা ২৩.৫ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৬ নম্বর ইউনিয়ন খাসিয়াল

১১টা গ্রামের সমন্বয়ে এ ইউনিয়ন গঠিত। ওই সব গ্রামের নাম চোরখালী, খাসিয়াল, পাকুড়িয়া, পাটনা, ব্রাহ্মণ পাঠনা, পুটিমারী, সিবানন্দপুর, সুড়িগাতী, পেঁচি ডুমুরিয়া, তালবাড়িয়া ও টোনা।

প্রবাহিত খালের ভেতর দিয়ে চোরেরা বিচারণ করতো বিধায় গ্রামের নাম করণ হয়েছে চোরখালী । এ গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭২ সারে স্থাপন করেন খান সাঈদ আলী গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক অশিত বরণ দাস। বর্তমান প্রধান খান ফিরোজ আহমেদ। অত্র এলাকার মানিকমিয় ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় ১৯৬৯ সালে স্থাপন করেন প্রক্তন চেয়ারম্যান মুনশী লাল মিয়া গণ। সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন শরীফ রজব আলী। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল কাসেম।

এ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজার বড়দিয়া নামে পরিচিত। এ বাজারে অতি প্রাচীন মসজিদ ও জাক জমক পূর্ণ গৌরী মন্দির একটা। সরকারী ডাকবাংলো ও আছে একটা। আরো আছে একটা খাদ্য গুদাম। গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী। এ জায়গার পরিবেশ অতি মনোরম। পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের ন্যায়। নদীর তীরের দৃশ্য আরো লোভনীয়। যা দেখে তন্ময় হতে হয়। তথ্য সংগ্রহ কালীন মুগ্ধ না হয়ে পারিনি মনোরম পরিবেষ দেখে। বিলম্ব করার বাসনা রইলেও সম্ভব হয়নি সময়ের অভাবে।

খাশিয়াল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬২ সালে স্থাপন করেন আদি জমিদারের ছেলে নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। সাবেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন। বর্তমান প্রধান আমীর হোসেন। অত্র এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ভবন স্থাপিত। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। শিল্পী চিত্ত রঞ্জন মিত্র এ গ্রামের অধিবাসী। কবিকার, নাট্যকার, ও গীতিকার যাযাবর মুনির হোসেনের বাড়িটাও এখানে।

এ গ্রামে ছোট বড় ৬টা দীঘি আছে। ওগুলোর মধ্যে বিশ্বাসদের প্রচীন দীঘি যেমন বৃহৎ তেমন সে দীঘি নিয়ে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে আদিকাল থেকে। এলাকাবাসীদের অভিমত উক্ত দীঘিতে ছিল সোনার নৌকা ও পবনের বৈঠা। মাঝে-মধ্যে সন্ধের পর দীঘি থেকে সে নৌকাটা চলে যেত সন্নিকটের মধুমতি নদীতে। তারপর বাইচ দিত রাতভর। বাচিয়াদের জয় জয়কার ধ্বনী শুনতে পেতো নদী সংলগ্নের বাসিন্দারা। এ শ্রুতিটা লোকমুখে প্রচলিত আছে।

বর্তমানে মধুমতি নদীতে চর পড়ায় অনেক দূরে সরে গেছে বিধায় এলাকা সহ রূপ নিয়েছে বাওড়ে। ফলে সে বাইচের নৌকা আর বাওড়ে নেই। অথবা দূরত্ব পেরিয়ে আসতে না পারায় নদীতেই রয়ে গেছে। যার জন্য আগের ন্যায় আর কোন গন্দ পাওয়া যায়না বাচিয়াদের। সে নৌকার শোকে হয়তো বাওড় যুক্ত দীঘিটা করে

www.pathagar.com

অশ্রু বিসর্জন। তাদেরকে সান্তনা দেওয়ার মত নেই কেউ। কাজেই দীঘি, বাওড় ও নৌকা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে মনঃকষ্টে। এ গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদী।

পাকুড়িয়া গ্রামে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাচীন মসজিদ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়। ল্যাংটা শাহের মাজার এ গ্রামে। তিনি পানির ওপর দিয়ে হেটে এ গ্রামে আসেন। তার অলৌকিক কোন ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি * পাটনা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আছে একটা। তবে মাধ্যমিকের তথ্য বাদ পড়েছে ভ্রান্তির কারণে। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও মধ্যপাড়ায় বারোয়ারী মন্দির। গ্রামের উত্তর পাশে প্রকান্ড বটগাছ একটা। পাটনা বিল গ্রামের পূবে এবং পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী। গ্রামের দক্ষিণে নলিয়া নদী প্রবাহিত। এ গ্রামে বিলীন নীলকুঠি ছিল।

ব্রাহ্মণ পাটনা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্যপাড়ায় বারোয়ারী মন্দির ও পূবে বিরাট পুকুর। গ্রামের পশ্চিমে নবগঙ্গা নদী * পুটিমারী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। দ্বিতীয় এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের আদি বাসিন্দা জমিদার কোরেশ মাহমুদ শিকদার। তার পাঁচ পুরুষ নিম্নের আব্দুস সালাম শিকদারের বয়স ৬৫ বছর। এ গ্রামের ত্রিসীমানায় কোন নদী বা বিল নেই।

সিবানন্দপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং একর দুয়েক এরিয়া নিয়ে একটা দীঘি আছে এ পাড়ায়। এ গ্রামে আছে ভুতের থান নামক জায়গা। বছর ৬৫ আগে একটা ঘটনা সূত্রে জায়গাটা পরিচিত হয়েছে এ নামে। এ গ্রামের হরিদাস নামের ব্যক্তি জেলেদের বাড়ির পাশে গিয়ে আত্ম হনন করেছিল গলায় রশি দিয়ে। পরবর্তীতে সে ভুত হয়ে ঘোরাঘুরি করতো এলাকা বেএলাকার অনেক জায়গায়।

সে হরিদাস ভুতকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তীর মধ্য থেকে একটা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। জৈষ্ট মাসের এক বিকেলে ভুত হরিদাসের ছোট ছেলে আম পাবার বাসনায় দাঁড়িয়েছিল গাছ তলায়। ইত্যবসরে মানুষের রূপধরে ভুত এসে হাজির হয় সে বালকটার কাছে। তারপর ছেলেকে অভয় দিয়ে বলে ভয় পেয়োনা আমি তোমার বাপ হরিদাস। যদিও লোক চক্ষুর অন্তরালে আছি তবু তোমাদের অর্থাৎ পরিবার বর্গদের অভাব অভিযোগ পুরণ করবো।

সুতরাং ভয় পেয়োনা নির্ভয়ে থাকো। তাছাড়া তোমার বাসনা পুরাবার জন্য কয়েকটা আম দিচ্ছি। তাই বলে গাছ থেকে কতকগুলো আমছিড়ে নিক্ষেপ করে তলায়। নির্ভয়ে সে আম গুলো কুড়িয়ে নেবার পর চলে যাবার নির্দেশ দেয়। বালক আম নিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘটনার কথা ব্যক্ত করায় তা বিশ্বাস করেনি কেউ। বরঞ্চ বালকটাকে মিথ্যেবাদী সাব্যস্ত করে প্রত্যেকে। লোকদের ধারণা জন্মে অল্প বয়সে বালকটা যে ভাবে মিথ্যে বলা শিখেছে কালক্রমে সে মিথ্যুকের শিরোপা অর্জন করবে।

www.pathagar.com

লোকদের সে ধারণা বাস্তবে রূপ নেবার আগেই ঘটে যায় আর একটা ঘটনা। সেদিন সিবানন্দপুর গ্রামের কয়েকজন লোক বড়দিয়ার হাট থেকে রাতে ফিরে যাচ্ছিল যার যার বাড়িতে। পথের মাঝে হরিদাস ভুত তাদের গতিরোধ করে বলে কেউ যেন আমার পরিবার বর্গদের ওপরে অত্যাচার না করে। ভুতের কথা শুনে বা সামনে দেখে যদিও ক্ষণেকের জন্য তাঁরা ভীতু হয়েছিল, ভুত উপদেশ বাণী বলে চলে যাবার পর লোকেরা বাড়ি এসে ভুলে যায় সে কথা।

জীবিত কালে হরিদাসের সঙ্গে জমাজমি নিয়ে যার বিরোধ ছিল সে ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করে বলে ভুত হবার পর হরিদাস। তা বললেও কোন গুরুত্ব না দিয়ে লোকটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে অর্থাৎ ভিটে বাড়ি থেকে হরিদাসের পরিবার বর্গকে উচ্ছেদের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছুবার আগেই ভুত চক্রান্তকারীর বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়ে ধরে তার গলা টিপে রাতে। তখন ক্ষমা চেয়ে লোকটা মুক্তি পায়।

এ ঘটনার পর কেউ কোন দিন আর হরিদাস ভুতের পরিবারদের ওপর হস্ত ক্ষেপ করেনি। এলাকায় এ ধরণের জনশ্রুতি আছে। তাছাড়া কালিয়া উপজেলার ইতিহাসে ও এঘটনার উল্লেখ আছে। সে গ্রন্থ লেখক মহসিন হোসাইন। কালিয়া উপজেলার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রন্থটা প্রাপ্ত হই ইউ, এন, ও পি,এ থেকে ২৪.২ ২০০২ সালে। এ গ্রন্থ যখন হাতে এল তখন আমার তথ্য সংগ্রহ সমাপ্তির পর্যায়। তবু বাড়ি এসে চোখ বুলিয়ে দেখি এ গ্রন্থের বেশ কিছু তথ্যের প্রয়োজন ছিল।

যা সহজে পাওয়া যেতো তা সংগ্রহ করার জন্য অনর্থক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে অনেক। তা হলে ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হচ্ছে গ্রন্থ লেখক মহসিন হোসাইনের কাছে। কারণ ইউনিয়ন ভিত্তিক ইতিহাস তিনি যে ভাবে উপস্থাপন করেছেন সত্যিই তা প্রশংসনীয়। তার কিছু পারিশ্রমিক পেয়েছেন বলে মনে হয় না। যেহেতু সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে এখনকার মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে বিধায় সমাজে লেখকরা হয়েছে মূল্যহীন, উপরন্ত লেখক গণকে পাগল সাব্যস্ত করে।

একবার ও ভাবেনা যাদের লেখা পড়ে মানুষ পশু থেকে ছিন্ন হবার সুযোগ পেলো। আবার যার সুত্র ধরে সভ্যতা অর্জনের মাধ্যমে উপনীত হলো চাকচিক্য ভূমন্ডলের অঙ্গনে। তা যত বর্জন করছে ততই সভ্যতা ভুলে লিপ্ত হচ্ছে পশু আচারণে। ভবিষ্যতে মানুষ যে সাবেক পর্যায় পৌছে যাবে সে আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার জন্য দিন দিন অবক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাবার একটাই পথ সাহিত্য সাংস্কৃতির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

শুড়িগাতি গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং মধ্য পাড়ায় একটা প্রকান্ড বটগাছ ব্যতিরেকে নেই আর কিছু * পেচি ডুমুরিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ * তালবাড়িয়া গ্রামের পূবে খালের ওপরে সেতু। বারোয়ারী মন্দির ও আছে একটা হিন্দু পাড়ায়। এ গ্রামে

www.pathagar.com

হরিতকির ভিটে নামে পরিচিত একটা জায়গা আছে জঙ্গলে আবৃত। লোক বসতির অনেক কাল আগে রাজেন্দ্র নাথ নামে এক সাধকের আগমন ঘটে এ গ্রামে।

ওসময় এলাকাটা জঙ্গলে ভরপুর থাকায় বাঘ, মহিষ সহ বিভিন্ন জীবদের ছিলো আস্তানা। সাধক ওদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতেন। যেহেতু পশুরা ছিল তার আজ্ঞাবহ। ধরাধাম থেকে সে সাধুর অস্তিত্ব বিলীন হলেও হরিতকির ভিটের কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে কিছু অংশে লোক বসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। এ তথ্যটা নেওয়া হয়েছে মহসিন হোসাইনের গ্রন্থ কালিয়ার ইতিহাস থেকে।

টোনা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দাখিল মাদ্রাসা ১৯৮০ সালে স্থাপন করেন মুনশী লাল মিয়া গণ। তখন থেকে সুপারের পদে আছেন মাওলানা ইকবাল হোসেন। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের উত্তরে প্রকান্ড বাওড় ছাড়া সাড়ে চার একর এরিয়া নিয়ে একটা দীঘি আছে মুনশী লাল মিয়ার খনন করা। অত্র এলাকার বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন স্পীকার আব্দুল হাকিমের বসত বাড়ি।

তমিজ উদ্দিন এ গ্রামের অধিবাসী। তিনি মধুমতি নদীতে গোসল করছিলেন কুমীর প্রতিরোধক খাঁচার ভেতরে থেকে। ইতিমধ্যে এক কুমীর এসে খাঁচার চটা ভেঙ্গে আক্রমন করে। তমিজ ও ছাড়বার পাত্র নয়। তাই তিনি কুমীরের লেজ ধরে টেনে তোলেন ডাঙ্গায়। লোক আসার আগে সুযোগ বুঝে কুমীরটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন রক্ষা করে। কিছুদিন পর সে তমিজকে হতে হয়েছিল কুমীরের পেটের বাসিন্দা। ঘটনা শতাধিক বছর পূর্বেকার।

এ টোনার উত্তরের সন্নিকটে মধুমতি নদীর বিশাল ঘোলা। সে ঘোলায় ষ্টিমার ও ছোট বড় কত নৌকা যে নিমজ্জিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক আগে ঘোলার তলদেশে ছিল সোনার নৌকা ও পবনের বৈঠা প্রবীন লোকদের অভিমত। বর্তমানে সে ঘোলার অকাল মৃত্যু হয়েছে বিধায় নৌকাটা আটকা পড়েছে মাটির নিচে। ফলে আগের মতো চাঁদনী রাতে দেখা যায়না সে নৌকা। লোকদের ধারণা মধুমতি নদী পূর্বের ন্যায় প্রবাহিত হয়ে আটক থাকা সোনার নৌকাটাকে উদ্ধার করে বুকে ভাসাবে। এলাকা বাসীদের এ ধারণা বাস্তবে রূপ নেবে কী নেবেনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এ গ্রামে বাড়ি ছিল কুস্তিগির বেদন মোল্যার। তার যেমন ছিল দৃষ্টপুষ্ট শরীর তেমন শক্তি ছিল অসুরের ন্যায়। যার জন্য বাঁশের কঞ্চি না ফেলে আগা ধরে টেনে বের করতো ঝাড় থেকে। এ ধরণের শক্তি থাকায় এক দিন রাতে বড়দিয়া হাট থেকে বাড়ি আসার সময় দেখতে পায় গোটা দুয়েক পাতি শেয়ালের ন্যায় জন্ত আগে আগে হেটে যাচ্ছে পথ দিয়ে। তাইদেখে দৌড়ানো অবস্থায় একটাকে ধরে ফেলে।

তারপর বাড়ি নিয়ে লোকেরা যখন বাঘ সাব্যস্ত করে তখন তাকে ছেড়ে দেয়। তাহলে আগের মানুষ কোন ধরণের শক্তি শালী ছিল তা সহজেই করা যায়

www.pathagar.com

অনুভব। তাদের তুলনায় যেমন গ্যালিভার ও লিলিপুট দ্বীপের খুঁদে মানুষরা। তদ্রূপই এখনকার মানুষ। কয়েক প্রজন্ম পর বেগুণ তলায় হাট মিলিয়ে মহামনীষীদের অমোঘ বাণীতে যে রূপ দেবে এতে কোন সন্দেহ নেই। উপর্যুক্ত ঘটনা দুটো কালিয়া ইতিহাস থেকে সংগৃহীত।

এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান লাল মিয়া মুনশী। বর্তমান খাজা নাজিম উদ্দীন শিকদার। ইউনিয়নে জমির পরিমান ৪৬৬২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬৬৯৪, মহিলা ৬৪৪৫ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪৮.২ এবং মহিলা ৩১.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৭ নম্বর ইউনিয়ন জয়নগর

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৫টা। ওগুলোর নাম চরঘেনাসুর, চরশুকতাইল, দুলালগাতী, ডুমুরিয়া দেবদুন, গাছবাড়িয়া, বাউড়িরচর, জয়নগর, পানিপাড়া, কামশিয়া, কেশবপুর, নড়াগাতী, নয়নপুর, পদুমা, রামপুড় ও তেবাড়িয়া।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম চরঘেনাসুরে ঐতিহ্যবাহী নেই কিছু। কারণ গ্রামটা চরের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তেমন কোন কিছু গড়ে উঠতে পারেনি। গ্রামের দক্ষিণে সর্বনাসী মধুমতি নদী। যে রাক্ষসী নদী গ্রাস করে মানুষদের বাড়ি ঘর ও জায়গা জমি। তার ক্ষুধা নিবারণে মানুষ নামের জীবেরা সব হারিয়ে দেউলিয়ায় পরিণত হয়। তবু সে নদীর বিরুদ্ধে জেহাদ বা বিরোধীতা করার সাধ্য নেই কারো।

দুলালগাতী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামে ঈদগা ও আছে একটা। পাঁচবাড়িয় গ্রাম নামে পরিচিত এ গ্রামটা। তাছাড়া গ্রামের তিন দিকেই বিল * নয়নপুর গ্রামে শুধু একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আছে * ডুমুরিয়া দেবদুন গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকা বাসী।

গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। বিলীন নীল কুঠি ছিল এ গ্রামে। পাগল ঠাকুর নামে পরিচিত গঙ্গাধর বসু এ গ্রামের অধিবাসী। তিনি অলৌকিক ধরণের ব্যক্তি ছিলেন বিধায় দিনে বা রাতে মধুমতি নদীর ওপর দিয়ে বিচরণ করতেন । এলাকার এক ব্যক্তি মানুষ খুন করে পাপ মোচনের জন্য আসে সাধুর কাছে। ঘটনা শুনে সাধু বলেন খুনের বদলে খুন ছাড়া পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই বলে সে লোকটাকে হত্যা করে সাধু। ফলে আইনের কাছে অপরাধী হওয়ায় বিচারের সম্মুখীন হতে হয় সাধুকে।

বিচারে ফাঁসি দিপান্তরের পরিবর্তে কারাদন্ড হয়। ফলে জেলের আইনে তাকে লোহার ডাঙ্গা বেড়ি লাগিয়ে রাখা হয় কারাগারের অভ্যন্তরে। পরেরদিন ভোরে জেল পুলিশ গণ দেখতে পায় সাধু জেলের বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। তখন তাকে পুনরায় নিয়ে যায় কারাগারে। তা নিলেও সাধুকে আটক রাখতে পারেনি চার দেওয়ালের ভিতরে। কারণ পরের দিন ভোরে জেলের পুলিশ গণ তাকে দেখতে পায় সে সাধু জেলের বাইরে প্রাতঃ ভ্রমনে রত আছে।

এ অবস্থায় কারা রক্ষী গণ সাধুকে অলৌকিক ব্যক্তি ভেবে ভীতু হয়ে ভেতরে নেবার সাহস পায়নি। তাই ঘটনাটা দ্রুত গতিতে অবহিত করায় জেল কর্তৃপক্ষকে। ব্যাপারটা অলৌকিক বিবেচনা করে জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় বিচারককে জানাতে। তিনি অনুভব করতে পেরে নিরূপায় হয়ে কারাগার থেকে সাধুকে মুক্তি দেবার নির্দেশ দেন। যদিও ঘটনাটা দীর্ঘকাল আগের তবু ভুলতে না পারায় স্মরণ রেখেছে এলাকাবাসী অতীতের ঘটনা পঞ্জি।

www.pathagar.com

গাছবাড়িয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। দ্বিতীয় এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের দক্ষিণে কলাবাড়িয়া বিল * বাউড়িরচর গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন জনগণ। গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদী। এ গ্রামে বাড়ি ছিল এক নাম না জানা জমিদারের। অনেক আগে সে জমিদারের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে।

পানিপড়া থেকে পরিবর্তন হয়ে গ্রামের নাম পানিপাড়া। এ গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। ল্যাংঠা শাহ নামে দরবেশের মাজারটা অত্র এলাকায়। তবে তার অলৌকিকতা সম্পর্কে জানা যায়নি বিশেষ কিছু * কামশিয়া গ্রামে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আছে * কেশবপুর গ্রামের পূব পাশে অতি প্রাচীন ও বৃহৎ একটা বটগাছ কালের সাক্ষী হিসেবে ঐতিহ্যের মধ্যে।

নড়াগাতী গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারে স্থাপিত ইউনিয়ন পরিষদ। তাছাড়া থানা, তহশীল অফিস এবং ডাকঘর ও আছে অত্র এলাকায় * বিলীন নীল কুঠি ও ছিল এ গ্রামে। উক্ত কুঠির উল্টো পাশে মজে যাওয়া একটা প্রকান্ড দীঘি ছিল বলে জানা যায় তথ্যে। পদুমা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তরে বিল। সে বিলের আশ পাশের যে কোন গাছ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় বলে তথ্যে জানা যায় * রামপুর গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের উত্তরে বিল।

ত্বেবাড়িয়া গ্রামে মালো নামে পরিচিত কয়েকটা ভিটে আছে পরিত্যক্ত। উক্ত ভিটে গুলো মনষা দেবীর আশ্রম বলে এলাকা বাসীদের ধারণা। কারণ সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির সাপদের বিচরণ। বছর ৫০ আগে এক সাপুড়িয়া আসে সাপ ধরার জন্য। সে মন্ত্র পড়ে মাটিতে থাবা দিতেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা সাপ গুলোকে ধরে হাঁড়িতে পুরতে থাকে সাপুড়িয়ার সঙ্গীরা। পরক্ষণে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসে বৃহৎ এক অজগর। বিরাট আকৃতির সাপ দেখে উপস্থিত লোকেরা ছুটে পালায়। গতিক সুবিধের নয় ভেবে সাপুড়ে ক্ষমা চেয়ে এবং ধৃত সাপ ছেড়ে দিয়ে মুক্তি পায়। এ শ্রুতিটা প্রচলিত আছে।

এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হেমায়েত হোসেন মুনশী। বর্তমান গাজী মনিরুজ্জামান। এ ইউনিয়নে জমির পরিমান ৭৮১৭ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৬৫৩৫, মহিলা ৬২৩০ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪০.৬ এবং মহিলা ২৮ জন।

www.pathagar.com

৮ নম্বর ইউনিয়ন কলাবাড়িয়া

এ ইউনিয়নের অধীনে ২৬টা গ্রাম। ওগুলোর নাম উত্তর বিলফর, গৌরীপুর, নিধিপুর, খলিশাখালী, শ্যামনগর, দক্ষিণ বিলফর, ঘোড়াখালী, পদ্মবিলা, চালনা, লক্ষীপুর, হরিশপুর, কাশিপুর, কলাবাড়িয়া, কালিনগর, শিবপুর, কনদুরি, মাথাভাঙ্গা, বিজয়নগর, আইজপাড়া, শ্রীনগর, ঘনশ্যামপুর, খামার, বেলেডাঙ্গা, পারখালী, লোহারগাতী ও মুলখানা।

ইউনিয়নের দ্বিতীয় গ্রাম গৌরীপুর নিয়ে মতান্তর আছে। এ নামটা হিন্দু সম্প্রদায়দের দেওয়া। মুসলিমদের দেওয়া নাম গরীবপুর। ফলে গ্রামটা দু' নামে বিভক্ত। এ গ্রামে শুধু একটা দুর্গা মন্দির ছাড়া নেই আর কিছু ঐতিহ্যের। গ্রামের দক্ষিণে মরণপথের যাত্রী বাঐশোনা নদী * খলিশাখালী গ্রামে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পদ্মবিলা গ্রামে আছে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা করে। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭২ সালে স্থাপন করেন এলাকাবাসী। প্রতিষ্ঠিত কাল থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন মুকুন্দকুমার বিশ্বাস * চালনা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের উত্তর পাড়ায় দুর্গা মন্দির। গ্রামের মাঝ দিয়ে কালী নদী প্রাবাহিত। এ নদীর তীরে শ্মশান এবং বেশ কিছু দুরে অতি প্রাচীন একটা প্রকান্ড বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে হয়তো নদীর পাহারায়। গ্রামের পূবে বৃহৎ বিল গজালিয়ার।

এ বিলে নমশুদ্র সম্প্রদায়দের বসতি। বাংলা ১৩৩৯ সালে তাদের সঙ্গে একটা দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল মুসলমানদের। সে দাঙ্গায় নগেন ও কেষ্ট নামে দুজন নিহত হয়। তাছাড়া উভয় পক্ষের আহত হয়েছিল অনেক। ও সময় এ ধরণের দাঙ্গা প্রায় হত যেখানে সেখানে। তবে দাঙ্গাটা নমশুদ্রদের সঙ্গে হতো। হাতিয়ার থাকতো ঢাল, সড়কি, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি। একে বলা হতো কাজিয়া। ঐ সব হাতিয়ার নিয়ে দু পক্ষের সামনা সামনি মোকাবিলা।

এ কাজিয়াটার উদ্দেশ্য ছিল শক্তির পরীক্ষা দিন ধার্য করে। নির্ধারিত দিনে উভয় পক্ষ এসে দাঁড়াতো সারিবদ্ধ ভাবে। উভয় পক্ষে লোক থাকতো শ' শ' অথবা হাজার হাজার। তারপর শুরু হতো দাঙ্গা। দু চার দিন থেকে দু এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতো। যতক্ষণ পর্যন্ত একদল পিছু না হটতো ততক্ষণ চলতো শক্তির পরীক্ষা। এতে উভয় পক্ষের হত নিহত যে কত হতো তার অবধি থাকতো না। ও সময় লাঠিয়ালদের ছিল সমাদর। আবার জমিদারদের থাকতো লাঠিয়াল বাহিনী। যার দরুন প্রজাদেরকে হতে হতো নিপীড়ন।

লক্ষীপুর গ্রামের মধ্য পাড়ায় শুধু একটা দূর্গা মন্দিরই আছে * কলাবাড়িয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটো এবং বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষালয় আছে তিনটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩২ সালে স্থাপন করেন এস, এম,

www.pathagar.com

ইসমাইল হোসেন গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন মতিয়ার রহমান। বর্তমান প্রধান এস, এম আবু সাঈদ। এ গ্রামে মোট ১৪টা মসজিদের মধ্যে যে পাড়ায় প্রাচীন আছে তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

পুরানো মসজিদ আছে মিয়াপাড়া, তালুকদার পাড়া, মোল্যাপাড়া, বোয়ালিয়া চরপাড়া। এ গুলো দীর্ঘকাল আগের মসজিদ। ভাঙ্গা নীল কুঠি আছে গ্রামের দক্ষিণ পাশে। সেখানে প্রকান্ড একটা বটগাছ আছে হয়তো সে কুঠির পাহারাদার হিসেবে। কালে কালে করে যাচ্ছে দায়িত্ব পালন। ১৮৪২সালে এগ্রামের মুসলিম গণ একতাবদ্ধ হয়ে নীলকর ইংরেজকে বিতাড়িত করে। ফলে ওখানকার নীল চাষের অবসান ঘটে। সে কুঠির নিদর্শন আছে।

ইউনিয়ন পরিষদটাও এগ্রামে। নলিয়া নদী গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত। তাছাড়া গ্রামের পূব পশ্চিম এবং উত্তরে প্রকান্ড বিল কালের ভাওয়া নামে। এ নাম করণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। গ্রামের বিশেষ ব্যক্তিত্ব এ্যাডভোকেট খায়রুজ্জামান। এ গ্রামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং এ্যাডভোকেট এস, এম, অলিউর রহমান ৮পুরুষের দাবিদার। তবে আদি পুরুষের নাম জানা নেই।

এ্যাডভোকেটের অভিমতে তার আদি অষ্টম পুরুষ এবং মোল্যা, মিয়া, তালুকদার ও শিকদার সহ শেখেরা এ পাঁচ আদি বসতি স্থাপন করেছিলেন কলাবাড়িয়া গ্রামে।প্রত্যেক গোত্রের বংশধর গণ বিদ্যমান আছে। তবে অধিকাংশই চাকরী জীবী। তাঁরা চাকরীতে নিযুক্ত আছেন দেশ বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাছাড়া এ ধরণের বৃহৎ গ্রাম নড়াইল জেলার আর কোন ইউনিয়নে আছে বলে মনে হয় না। তথ্যে এ্যাডভোকেট অলিউর রহমান।

বাঘাল তালুকদারের বাড়ি ছিল এগ্রামে। মুনশী এবং ঠাকুর নামে পরিচিত দুটা ছাড়া ভিটে আছে এগ্রামে। মুনশীর ভিটের উত্তর পশ্চিমের অদুরে মধ্যম আকারের একটা দীঘি বিদ্যমান আছে। তাছাড়া ঠাকুর ভিটের চর্তুদিকে ছিল খাল কাটা হয়তো দস্যু ও দুস্কৃতিকারীদের কবল থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য। এ ভিটে দুটোর আদি বাসিন্দা যাঁরা ছিলেন সে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে কালিয়া ইতিহাসে বিধায় লেখা নিস্প্রয়োজন। ১৯৭৯ সালে এগ্রামে জন্ম কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহসিন হোসাইনের। তিনি নির্ভীক লেখক।

হাজী ও হাফেজ আব্দুল করিম ছিলেন এগ্রামের বাসিন্দা। তিনি কোন ধরণের অলৌকিকতা অর্জন করেছিলেন সংক্ষেপে একটা ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। অনাবৃষ্টির জন্য এলাকাবাসীদের কান্না দেখে অনিচ্ছা সত্বেও হাফেজ ১২ কুড়োর মাঠে গিয়ে লোকদের সঙ্গে নামাজ শেষ না করতেই মুসল ধারে বর্ষা নামে। এ খবরটা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। এর কয়েক দিন পরেই অলৌকিক ব্যক্তি ধরাধাম থেকে চির বিদায় নিয়ে গমন করেন অজানার উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

কালিনগর গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও একটা আছে এগ্রামে * কন্দুরী গ্রামে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটা করে। গ্রামের মাঝে প্রাচীন মসজিদ একটা। হিন্দু পাড়ায় দূর্গা মন্দির। এ গ্রামে বাড়ি ছিল নাম নাজানা গাতিদারের। সে গাতিদারের বিলীন কাছারীর নির্দশন আছে * মাথাভাঙ্গা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এফতেদায়ী মাদ্রাসা। গ্রামের শিকদার বাড়ি প্রাচীন মসজিদ ও পূবে নলিয়া নদী। যার উৎপত্তি পাটনা থেকে।

আইজপাড়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিমে নলিয়া নদী * শ্রীনগর গ্রামে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে বিশাল বিল গজালিয়ার * ঘনশ্যাম পুর গ্রামে বাড়ি ছিল এক জমিদারের। বিনিময় সূত্রে সেই বাড়িতে বাস করে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। খামার গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩০ সালে স্থাপন করেন গাতিদার পূর্ববাবুর আদি পুরুষ।

তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান ভারপ্রাপ্ত আব্দুস সাত্তার মল্লিক। এগ্রামে একটা প্রাচীন মসজিদ আছে। হিন্দু পাড়ায় দূর্গা মন্দির * লোহার গাতী গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে নলিয়া নদী * মূলখানা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। দ্বিতীয় এফতেদায়ী মাদ্রাসা। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস,এম অলিউর রহমান। বর্তমান মাহমুদুল হাসান (কয়েল)। এটাই ইউনিয়ন পরিচিতি। এই ইউনিয়নের আয়তন ৬৮৬৫ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৮৫৫৪। মহিলা ৮৪৭০ জন। শিক্ষত পুরুষ ৩৯.৭ এবং মহিলা ২৮.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

৯ নম্বর ইউনিয়ন বাঐশোনা

এ ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৫টা। ও গুলোর নাম বাঐশোনা, পার বাঐসোনা, কানাইপুর, খলিশাখালী, চরকেকানিয়া, উত্তর ডুমুরিয়া, দক্ষিণ ডুমুরিয়া রামনগর, ফুলবদিনা, খালযোগানিয়া, নলামারা, মধুপুর, যোগানিয়া, দুতকুরা ও শরীফপুর।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম বাঐসোনায় আছে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা করে। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এলাকাবাসী। তখনকার প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাত। বর্তমান প্রধান মোঃ ওবায়দুল্যা। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। অত্র এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ও তহশীল অফিস স্থাপিত। গ্রামে একটা ঈদগা ও আছে। এখানকার হাটটা ঐতিহ্যবাহী। গ্রামের পূবে বিল ডাকাতিয়া এবং পশ্চিমে মধুমতি নদীর মরা শাখা।

এ গ্রামের নীলকুঠি ছিল প্রসিদ্ধ। যার অস্তিত্ব বিলীন না হয়ে বিদ্যমান আছে অক্ষত। তার মধ্যে আটটা বড় ধরণের পাকা ইটের হাউস এবং নীল জ্বাল দেবার একটা প্রকান্ড কড়াই। ১৯৮১ সালে নীল কুঠির সন্নিকটে পুকুর খনন করা কালীন আবিষ্কার হয় অনেক ইট। লোকদের ধারণা নীলকর কর্মচারীদের বসবাসের জন্য এখানে দালান ছিল। কালে কালে তা ধ্বংশ হয়েছে। সে প্রমান দিচ্ছে মাটির নিচের ইট গুলো যা পাওয়া গেছে।

এ গ্রামের আদি বাসিন্দা দেওয়ান ঘোরণ শাহ্ বলে জানা যায়। তিনি অন্য কোন দেশ থেকে এসে এগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাধক এবং অলৌকিক ধরণের ব্যক্তি। তবে অলৌকিক তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সে সাধক কখন যে এসেছিলেন তার ও সঠিক কোন তথ্য কারো জানা নেই। মোল্যা উপাধীতে আখ্যায়িত হয়ে তার বংশ ধরেরা বসবাস করেছে এ গ্রামে * পারবাঐসোনা গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টা। গ্রামের উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও পশ্চিমে বিল ডাকাতিয়া।

চরকোকানিয়া গ্রামের পূবে মধুমতি নদী। উক্ত গ্রাম ওই নদীর চরের ওপরে প্রতিষ্ঠিত * উত্তর ডুমুরিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং খারেজী মাদ্রাসা। এগ্রামে এজমালি গোরস্থান আছে। গ্রামের দক্ষিণে বিল ডাকাতিয়া * ফুলবদিনা গ্রামের মধ্য পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। জমিদার অমৃতনাথ দাস ছিলেন এ গ্রামের অধিবাসী। খাল যোগানিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় দুর্গা মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রকান্ড বটগাছ। গ্রামের দক্ষিণ ও পূবের বিলে প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসের ১তারিখে ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিত হয়।

নলামারা গ্রামে দু'টা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের হিন্দু পাড়ায় দুর্গা মন্দির * যোগানিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এগ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন জনগণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন আহমেদ।

www.pathagar.com

বর্তমান প্রধান আব্দুল খালেক। এ গ্রামের এতিহ্যবাহী বাজারে প্রাচীন মসজিদ ও পূজো মন্ডব। এ গ্রামে ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ও আছে একটা। গোরস্থান এবং ঈদগা ও আছে অত্র এলাকায়। গ্রামের পূবে নদী মধুমতি।

দূতকুরা গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় দুর্গা মন্দির। গ্রামের পূবে যোগানিয়া এবং পশ্চিমে বিল ডাকাতিয়া * শরীফপুর গ্রামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পূবে যোগানিয়া এবং পশ্চিমে ডাকাতিয়ার বিল * তথ্যে পাওয়া গেছে দক্ষিণ বাঐসোনা গ্রামে একটা হাফেজী মাদ্রাসা। এজমালি গোরস্থান ও ঈদগা আছে। তদ্রূপ দক্ষিণ যোগানিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ।

তাছাড়া গ্রামের বিশেষ ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল হক আদি বাসিন্দা। মঙ্গল শেখ সহ তার নিম্নের পাঁচ পুরুষ এবাদৎ হোসেন। অথচ এ গ্রাম দু'টা পরিসংখ্যানে নেই। এ ধরণের ফারাকের অন্ত নেই। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মুনশী আজিজুর রহমান। বর্তমান বালা উদ্দিন মোল্যা। পরিশেষে এ ইউনিয়নে জমির পরিমান ৬৮১৯ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৯১৮০, মহিলা ৮৭৪২ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪২.৪ এবং মহিলা ২৮.৬ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১০ নম্বর ইউনিয়ন পহরডাঙ্গা

এ ইউনিয়নে গ্রাম আছে ১১টা । ও গুলোর নাম বাগুডাঙ্গা, বল্লাহাটী, ডরবল্লাহাটী, চাপাইল, চরশিংগাতী, কচুয়াডাঙ্গা, মূলশ্রী, চরমধুপুর, পহরডাঙ্গা, পাখিমারা ও সরশপুর।

ইউনিয়নের প্রথম বাগুডাঙ্গা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫২ সালে স্থাপন করেন আফসার উদ্দিন মোল্যা গণ। সাবেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন কাজী আলাউদ্দিন। বর্তমান প্রধানের পদে যুগল কিশোর টিকেদার। আরো একটা ফোরকানীয়া মদ্রাসা আছে অত্র এলাকায়। গ্রামের শেখ ও মোল্যা পাড়ায় আছে দুটো প্রাচীন মসজিদ। ইউনিয়ন পরিষদটা ও এগ্রামে স্থাপিত। গ্রামের উত্তরে মধুমতি এবং দক্ষিণে ১৮ বাকি নদী।

ডর বল্লাহাটী গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং গ্রামের দক্ষিণে ১৮ বাকি নদী * চাপাইল গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাচীন মসজিদ শেখ পাড়ায়। গ্রামের পূবে মধুমতি ও দক্ষিণে ১৮ বাকি নদী * কচুয়াডাঙ্গা গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ ও গ্রামের দক্ষিণে খাল প্রবাহিত * মূলশ্রী গ্রামের শিকদার পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। এ গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত খালের ওপরে স্লুইজগেট সহ আরো একটা সেতু। উত্তরে মধুমতি ও দক্ষিণে নদী ১৮ বাকি।

চরমধুপুর গ্রামের মোল্যা পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। গ্রামের উত্তরে মধুমতি নদী ছাড়া নেই আর কিছু * পহরডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকা বাসী। প্রথমকার সুপার শামসুল হক। বর্তমান সুপার জিন্নাত আলী লস্কর। গ্রামের শিকদার ও শেখ পাড়ায় প্রাচীন দুটা মসজিদ এবং গ্রামের উত্তরে নদী মধুমতি * পাখিমারা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা এবং দাখিল মাদ্রাসা ও আছে একটা। ১৯৮৮ সালে মাদ্রাসা স্থাপন করেন এলাকা বাসী।

গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং হিন্দু পাড়ায় দুর্গা মন্দির। গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত খালের ওপরে স্লুইজ গেট। ঘোড়া খালটা গ্রামের দক্ষিণে। গ্রামের উত্তরে ১৮ বাকি নদী * সরশপুর গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। গ্রামের পশ্চিম ও উত্তর পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং মধুমতি নদী। পরিসংখ্যানে চর আস্তাইল এবং চরগোবরা গ্রাম নেই। তবু তথ্যে পাওয়া গেছে আস্তাইলে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গোবরায় দুর্গা মন্দির। তথ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান এছাহাক আলী মোল্যা। বর্তমান কামরুল ইসলাম।

এ ইউনিয়নে জমির পরিমান ৪৬৮২ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ৫৮৪২, মহিলা ৫৭৬৭ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৩৮.৭ এবং মহিলা ৩০.৯ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১১ নম্বর ইউনিয়ন পেড়লী

এ ইউনিয়নে আছে ১১টা গ্রাম। ওগুলোর নাম যাদবপুর, খড়রিয়া, মহিষখোলা, কদমতলা, জামরিলডাঙ্গা, পাটেশ্বরী, সাতবাড়িয়া, গঙ্গারামপুর, পেড়লী, পেড়লীস্থান ও শীতলবাটী। এ সব গ্রাম গুলোতে যা কিছু আছে তার বিষদ বিবরণ।

ইউনিয়নের প্রথম গ্রাম যাদবপুরে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ গ্রামে দাখিল মাদ্রাসা ১৯৫২ সালে স্থাপন করেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ গণ। তখনকার সুপার ছিলেন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান সুপার মাওলানা গোলাম কিবরীয়া।

এ গ্রামের মধ্যপাড়ায় আছে প্রাচীন মসজিদ। দক্ষিণ পাড়ায় চিত্রা নদীর তীরে মন্দির। গ্রামের মাঝে এজমালি গোরস্থান। গ্রামের দক্ষিণে ও পশ্চিমে চিত্রা নদী। গ্রামের পূবে পাটেশ্বরী বিল। যে বিলের অন্ত নেই। সে বিলের ভেড়ির ওপর দিয়ে যেতে হয়েছিল আমাকে বাইসাইকেল নিয়ে জরাজীর্ণ এবং ভাঙ্গা সেতু পার হয়ে। এ গ্রামে বাড়ি ছিল মরহুম হাজী তালুকদার আব্দুল গনির। তার নিম্নের তিন পুরুষের নাম এম, এ দাউদ। বয়স ৫৮ বছর। তার আগের আরো অনেক পুরুষ রইলেও কারো নাম জানা নেই।

খড়রিয়া গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তিনটা এবং বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষালয় দুটা। এ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন গোঞ্জের আলী শিক্ষক গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সরফরাজ হোসেন। বর্তমান প্রধান আকছির উদ্দিন বিশ্বাস। এখানকার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে স্থাপন করেন আব্দুর রহমান গণ। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন মোবাশ্বের হোসেন ভুইয়া। গ্রামের মোল্যাপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ।

এ গ্রামে কওমী মাদ্রাসা আছে একটা। এখানকার ঐতিহ্যবাহী বাজার সংলগ্ন চিত্রা নদীর তীরে একটা প্রকান্ড পাকুড় গাছ। গ্রামের পূব পশ্চিম পাশে ঈদগা ও দক্ষিণ পশ্চিমে এজমালি গোরস্থান। এখানকার বাজারে লঞ্চঘাট। এগ্রামের আদি বাসিন্দা মরহুম গাতিদার আব্দুল গফুর মোল্যা। তার তিন পুরুষ নিম্নের রবিউল হোসেনের বয়স ৫০ বছর বলে জানা যায় তথ্যে। এ গ্রামের পূব দিয়ে প্রবাহিত চিত্রা নদী।

মহিষখোলা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মধ্যপাড়ায় প্রাচীন মসজিদ এবং পূব পাড়ায় এজমালি গোরস্থান। দক্ষিণে চিত্রা নদী এবং উত্তর পূবে পাটেশ্বরী বিল। কবি ও চিকিৎসক আল ইমরান এ গ্রামের অধিবাসী * জামরিল ডাঙ্গা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটা। এখানকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৮৮ সালে স্থাপন করেন আলতাফ হোসেন মোল্যা গণ। প্রথমকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবু সাঈদ, বর্তমান প্রধানের পদে দিপক কুমার।

www.pathagar.com

এ গ্রামে কওমী মাদ্রাসাও আছে একটা। এখানকার পুরানো বাজারে মসজিদ, পূজামন্ডব একটা আছে হিন্দু পাড়ায়। মাঠে আছে বৃহৎ একটা বটগাছ। গজল লেখক মুজিবর রহমানের বাড়ি এগ্রামে * সাতবাড়িয়া গ্রামে বেসরকারী একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে একটা দাখিল মাদ্রাসা ও আছে। গ্রামের পশ্চিমে চিত্রা নদী এবং গঙ্গারামপুর গ্রামে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পূবে চিত্রা নদী ছাড়া নেই আর কিছু।

পেড়লী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা। এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৮ সালে স্থাপন করেন ফাজেল মোল্যা গণ। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন সন্নাসী চরণ। বর্তমান প্রধান গোলাম সরোয়ার মোল্যা। এ গ্রামের মহাবিদ্যালয় ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন বীর প্রতীক মাহবুব আলম। তখন থেকে অধ্যক্ষের পদে আছেন আবু রেজাউল ইসলাম। গ্রামের খানকা পাড়ায় আছে একটা সে আমলের প্রাচীন মসজিদ।

এখানকার হাটটাও ঐতিহ্যবাহী এবং পুরানো। গ্রামের পূবে চিত্রা নদী। এ গ্রামের আদি বাসিন্দার নাম পীর মরহুম ওয়ালী বলে জানা যায় তথ্যে। আরো জানা যায় ৬৫ বছর বয়স্ক মঞ্জুর মোল্যা সে পীরের বংশধর। ইউনিয়ন পরিষদটাও এ গ্রামে। পেড়লীস্থান গ্রামের বাসিন্দা কবি ও সাহিত্যিক আবু সাঈদ * শীতলবাটি গ্রামে আছে একটা মাত্র দাখিল মাদ্রাসা শিক্ষালয় বলতে।

আধ্যাত্মিক মরহুম মৌলবী সাদেক হোসেনের বাড়ি ছিল এ গ্রামে। তিনি পালকীতে চলাফেরা করতেন বলে জানা যায়। সে পালকীর বাহক ছিল জ্বীনেরা। মানুষের রূপ ধরে তাঁরা পালকী বহন করতো। এ ধরণের বহু অলৌকিকতা সহ তিনি যে কোন ব্যাধি গ্রস্তকে রোগ মুক্ত করতেন ঝাড় ফুকের মাধ্যমে। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন। বর্তমান আবদুর রহমান মোল্যা। ইউনিয়ন পরিচিতি ব্যাখ্যা করা হলো। এই ইউনিয়নের আয়তন ৮১৭৫ একর। লোক সংখ্যা পুরুষ ১১৮৭৯, মহিলা ১১৮৯৭ জন। শিক্ষিত পুরুষ এবং ৩৬.৮ মহিলা ২৩.০ পয়েন্ট।

www.pathagar.com

১২ নম্বর ইউনিয়ন চাঁচুড়ী

এই ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ২০ টা। ও গুলোর নাম পুর্ব থেকে চাপুলিয়া, লাঙ্গুলিয়া, চাঁচুড়ী, ডহর চাঁচুড়ী, কৃষ্ণপুর, কদমতলা, দাদনতলা, হাঁড়িয়ার ঘোপ, সুমেরু খোলা, আমবাড়ি, বনগ্রাম, কালডাঙ্গা, আটলিয়া, আটঘরিয়া, আরাজি কলিমন, আরাজি বাঁশগ্রাম, কলিমন, বিষ্ণুপুর, সাতঘরিয়া ও মোল্যাডাঙ্গা। এরপর ঐতিহ্যবাহী গ্রাম গুলোর বিবরণ।

এ ইউনিয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রামে কিছু না থাকায় তৃতীয় গ্রাম চাঁচুড়ী থেকে শুরু করা হচ্ছে। এগ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের দক্ষিণে মরণ পথের যাত্রী চিত্রা নদী। উত্তরে প্রকান্ড চাঁচুড়ী বিল। যে বিলের সীমা রেখার নেই অন্ত। এ বিলের মধ্যে গাংনাল নামে খাল প্রবাহিত। অনেক আগে বর্ষা মৌসুমে অগাধ পানিতে বিলটা হতো ভরপুর। ও সময় পূর্ণিমা রাতে বিল এলাকার অধিবাসী গণ নৌকা বাইচের শব্দ শুনতে পেতো। সঙ্গে বাচিয়াদের জয়জয়কার কলধ্বনী এবং বৈঠার প্রকট শব্দ। নৌকা বাইচের শব্দে অনেকের যেতো ঘুম ভেঙ্গে। এধরণের জন শ্রুতি প্রচলিত আছে ধীর্ঘকাল থেকে।

এগ্রামে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাজারের দক্ষিণ পাশে পুকুর খনন কালীন আবিষ্কার হয় সে আমলের অনেক পাতলা ইট। ওগুলো বিলীন নীল কুঠির ভগ্নাবশেষ বলে লোকদের ধারণা। * ডহর চাঁচুড়ী গ্রামে শিক্ষালয় বলতে আছে একটা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। উত্তরে চাঁচুড়ী বিল এবং জীর্ণ মরা চিত্রা * কৃষ্ণপুর গ্রামে শুধু একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। উত্তরে চাঁচুড়ী বিল এবং দক্ষিণে ক্ষয় প্রাপ্ত চিত্রা নদী। গ্রামের ভিতর দিয়ে খাল প্রবাহিত।

এ গ্রামের আদি বাসিন্দা ছিলেন জমিদার চারুদত্ত। তিন পুরুষ নিম্মের সমীর কুমার দত্ত বলে জানা যায় তথ্যে। আদি পুরুষের আরো আগের রইলে ও তাদের নাম জানা নেই কারো * কদমতলা গ্রামে শুধু একটা কওমী মাদ্রাসা শিক্ষালয়ের মধ্যে। গ্রামের পূব পাড়ায় প্রাচীন মসজিদ। দক্ষিণে চিত্রা নদী প্রবাহিত। এ গ্রামে একটা মাজার আছে কুরেলা শাহ্ নামে এক দরবেশের। তিনি কখন কোন দেশ থেকে এসেছিলেন তার সঠিক কোন তথ্য নেই কারো জানা।

সে সাধক ছিলেন অলৌকিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার ভিতর থেকে দু'একটার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সংক্ষেপে। আখড়া বাড়িয়া গ্রামে এক হিন্দু সাদক ছিলো এ দরবেশের সুহৃদ। কারণ বসতঃ এ দরবেশ একদিন গিয়ে উপস্থিত হন সাধকের বাস ভবনে অর্থাৎ আশ্রমে। কিন্তু বন্ধুকে আপ্যায়ন করার মতো কিছুই ছিলো না সাধকের ঘরে। তবু বন্ধু যখন এসেছে তখন তাকে কিছু খেতে না দিলে কেমন হয় ভেবে সাধক হাড়ি থেকে একটা শশার বীজ বের করে দিলো মাটিতে পুতে।

www.pathagar.com

সেই মুহূর্তে বীজ থেকে গাছ বেরিয়ে ধরলো কয়েকটা শশা। ওর থেকে বড় একটা ছিড়ে বন্ধুকে খেতে দেয় সাধক। শশা খেয়ে এ দরবেশ বিদায় নেন বন্ধুর বাড়ি থেকে। আর একদিন কোন কারণে সাধক আসে দরবেশের আস্তানায়। সে আসার পর দেখতে পায় দরবেশ লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। এ অবস্থায় ডেকে তোলবেন কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে দরবেশ বিছনা ছেড়ে উঠে বসার পর জানতে চাইলেন আগমনের হেতু। জবাবে সাধক বললো আপনার জ্বর হয়েছে তা জানতে পেরে এলাম দেখতে। কিন্তু আপনাকে তো সুস্থই দেখা যাচ্ছে।

দরবেশ বললেন জ্বরটাকে যে বিছানার অভ্যন্তরে রেখে এসেছি। তাই শুনে সাধক সেদিকে লক্ষ্য করে দেখতে পায় বিছানার লেপ কাঁথা গুলো কাঁপছে থর থর করে। বিছানার কম্পন দেখে সাধু তো হতবাক। এ ধরণের আরো অনেক ঘটনা প্রবাহ প্রচলিত আছে লোক মুখে। নদী পারা পারের জন্য তিনি কোন নৌকায় উঠতেন না। খড়ম পায়ে দিয়ে হেটে পারা পার হতেন চিত্রা নদী। এসব ঘটনাবলি জনশ্রুতি হয়ে আছে এলাকা বাসীদের কাছে * দাদনতলা ও হাড়িয়ার ঘোপ গ্রামের দক্ষিণে মরা চিত্রা নদী ছাড়া নেই আর কিছু।

সুমেরু খোলা গ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগ্রামে ছিলো বিলীন নীলকুঠি * বনগ্রামে ও একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া ঐতিহ্যের নেই কিছু * কালডাঙ্গা গ্রামে শুধু একটা কওমী মাদ্রাসা এবং আটঘরিয়া গ্রামে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় * আরাজি বাঁশগ্রামে আছে একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এগ্রামের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন মানব চন্দ্রবসু। তখন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন শেখ আব্দুর রাজ্জাক। এগ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সন্নিকটে আবিস্কার হয়েছে মোঘল আমলের একটা ইমারত বছর কয়েক আগে। মরণ পথের যাত্রী চিত্রা নদীর তীরে মাটির নিচে এদালানের সন্ধান পায় এলাকাবাসী। দীর্ঘকাল আগের মাটির উঁচু ঢিবি দেখলেও কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

পরবর্তীতে পতিত ঢিবির ওখানে শ্মশান প্রতিষ্ঠিত করা লক্ষ্যে মাটি খননের সময়ে সে ইমারতটা আবিষ্কার হয়। দালান প্রাপ্তির পর লোকদের মন্তব্য জলদস্যুদেরকে দমন করার জন্য মোঘল আমলে এটা নির্মিত হয়েছিল শান্তি রক্ষা শিবির হিসেবে। যদিও দীর্ঘকাল আগের ইমারতটা তবু মেঝে ও দেওয়াল ছিল অক্ষত। তবে মাটি দিয়ে কেন যে আচ্ছাদিত করা হয়েছিল সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য কারী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি কেউ। ফলে সন্দেহের বীজ রয়ে গেছে প্রত্যেকের মনে।

এ বিদ্যালয়ের পাশে আছে অতি প্রাচীন দুটো বট ও পাকুড় গাছ। ও গুলো আছে হয়তো প্রহরীর দায়িত্ব পালনে। আবার অশরীরী ভুত, পেতনী, জ্বীন, পরী

www.pathagar.com

অথবা দৈত্য দানবদের আশ্রম হিসেবে। যেহেতু ওই শ্রেণীর অশরীরীরা হাবুডুবু খাচ্ছে সমস্যার আবর্তে পড়ে। কারণ মানুষ গাছ পালা যে ভাবে নিধন করছে তাতে ওরা হচ্ছে আশ্রয় হীন। বিজ্ঞানে অশরীরীদের সমর্থন না রইলে ও আজগুবি ব্যাধিতে দেশের মানুষ যে আক্রান্ত না হচ্ছে তা নয়।

এ গ্রামের মধ্যপাড়ায় আছে একটা কালী মন্দির। বিলের মাঝে আছে একটা শ্মশান। গ্রামের পশ্চিম পাশে একটা খাল প্রবাহিত হয়ে বাগডাঙ্গা থেকে চলে গেছে চন্ডিপুর ইউনিয়ন পর্যন্ত * কলিমন গ্রামে আছে শুধু এফতেদায়ী একটা মাদ্রাসা। গ্রামের পূবে চাঁচুড়ীর প্রকান্ড বিল * বিষ্ণুপুর গ্রামে শিক্ষালয় বলতে আছে শুধু একটা বেসকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রাচীন একটা মসজিদ আছে ঈমানদার ব্যক্তিদের নামাজ পড়ার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে।

জমিদার দুর্গাপদ বোসের বাড়ি ছিল এগ্রামে। বিনিময় সূত্রে সে অক্ষত বাড়ির এখনকার মালিক বেদুইন সাত্তার তথ্যে তাই জানা যায়। এ ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস। বর্তমান লুৎফর রহমান। ইউনিয়নের আয়তন ৫৫৯০ একর, লোক সংখ্যা পুরুষ ৬২৬২। মহিলা ৬২২৯ জন। শিক্ষিত পুরুষ ৪১.৫। মহিলা ২৭.২ পয়েন্ট। সরেজমিনের তথ্যে গ্রাম গুলো লাইনে লিপিবদ্ধ।

www.pathagar.com

জীবন বৃত্তান্ত

সমাজ সেবক ফাজেল আহম্মেদ মোল্যা ১৮৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন নড়াইল জেলার থানা কালিয়ার পেড়লী ইউনিয়নের পেড়লী গ্রামে। বাল্য শিক্ষা মক্তব থেকে শুরু হয়ে সেখানেই সমাপ্তি ঘটে বিধায় শিক্ষায় আর কোন অগ্রগতি হয়নি। ফলে অল্প বয়স থেকে নিয়োজিত হন ব্যবসার সঙ্গে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি বিশেষ হয়নি। তবে ভাগ্যের পরিবর্তন করে দেয় স্বপ্ন। এক রাতে স্বপ্ন বলে নদীর অমুক জায়গায় একটা কাঠ আছে ওটা তুলে এনে নৌকা তৈরী করো।

স্বপ্নের নির্দেশে সে কাঠটা তোলার দায়িত্ব দিলেন কয়েক জন লোকের ওপরে। তাঁরা ব্যর্থ হওয়ায় মোল্যা নিজে গিয়ে সে কাঠটা নদী থেকে তুলে এনে নির্মান করেন নৌকা। ওটা সমাপ্তির পর পুররায় স্বপ্নের নির্দেশে শুরু করেন কাঠের ব্যবসা। ক্রমান্বয়ে সুন্দরবন থেকে কাঠ এনে প্রভূত সম্পদের মালিক হন। মোল্যার নিজের গড়া নৌকার পরিমান ছিল প্রায় তিন শতাধিক বলে এলাকাবাসীদের অভিমত।

ব্যবসার অর্থ দিয়ে জমিদারী ও পত্তন করেছিলেন তিনি। তাছাড়া সমাজ সেবা মূলক কাজের মধ্যে নিজের এলাকা সহ গাজীর হাট, নাউলী, রঘুনাথপুর ও ফুলতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় অনেক শিক্ষালয় স্থাপন করেছিলেন জীবদ্দশায়। অনুরূপ বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও ছাত্রাবাস নির্মান করেছিলেন অনেক। পানির অভাব দূরীভূত করার জন্য এলাকা ও বেএলাকার বিভিন্ন জায়গায় পুকুর খনন করেছিলেন গোটা সাতেক।

নড়াইল সহ ছাত্রাবাস ও করেছিলেন কয়েকটা। তম্মধ্যে নড়াইলের ছাত্রাবাসের জমি ছিল উল্লেখ যোগ্য। পরবর্তীতে সে জমির ওপরে নির্মান হয়েছে শিল্পকলা একাডেমী ও অডিটরীয়াম। জমিটা মোল্যার ছিল বিধায় তার নাম সংযুক্ত করা উচিত ছিল। তাছাড়া পেড়লী থেকে ফুলতলা পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার সড়কটা মোল্যা সাহেবের কীর্তি। স্মৃতি স্বরূপ যে সড়কের নাম করণ করেছে এলাকাবাসী। এহেন সমাজ সেবক ১৯৩৪ সালে ইহধাম ছেড়ে যাত্রা করেন পরকালের উদ্দেশ্যে

তিনি দুনিয়া ছেড়ে গেলেও বিরল সমাজ সেবকের কথা এলাকার মানুষ স্মরণ রেখেছে আদিকাল। থেকে যাতে ভুলে না যায় তার জন্য শিক্ষালয়, মসজিদ, পুকুর ও সড়ক আছে ভাস্বর হয়ে। উপরন্ত অনেক কবি সাহিত্যিক গণ মরহুম মোল্যাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন গান, কবিতা ও নাটক। লেখক গণ ওই সব লিখে মরহুমকে রেখেছেন অমর করে, যাতে ভূমন্ডল লয় না হওয়া পর্যন্ত থাকে অক্ষয় ।

হয়তো মরহুম মোল্যার আরো অনেক অবদান ছিল বা আছে, তবু পূর্ণঙ্গা তথ্য না পাওয়ায় লিখতে হলো সংক্ষেপে।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুনশীর বাপের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা থানার আলমডাঙ্গার মোচাইনগর গ্রামে রইলেও তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৫৭ সালে মাতুলালয় বাঁচামারী গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা আসমানখালী নতিপোতা ও সদর থানার মাধ্যমিক একাডেমীতে। ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৭৪ সালে ভর্তি হন চুয়াডাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ে। ও সময় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় ছেদ পড়ে লেখাপড়ায়।

তবু ১৯৭৭ সালে পুনরায় ভর্তি হন যশোরের এম, এম, মহাবিদ্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা কলেজের আই, এ পরীক্ষা শেষ করে। ১৯৮০ সালে যশোর থেকে অনার্স সহ বাংলায় বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম,এ অধ্যয়নের জন্য গমন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে বাংলা বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত হন ১৯৮২ সালে। ১৯৮৩ সালে দর্শনা কলেজে যোগদান করেন প্রভাষক পদে। ওই সালে চুয়াডাঙ্গার পৌর কলেজে যোগদেন এবং পরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত।

১৯৯০ সালে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়ে চলে আসেন নড়াইলের আব্দুল হাই ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ে। এখানে আসার পর স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি নড়াইল কলেজে যোগদানের পর ডিগ্রী কারিগরী বিজ্ঞান সহ উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেন। মেয়েদের অবৈতনিক পাঠদানের ব্যবস্থা চালু করে সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হন। এসব অবদানের জন্য চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ পদক এবং মধুসূধন পদক প্রাপ্ত হন বিভিন্ন সময়।

১৯৯২ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক। ১৯৯৭ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ১৯৯৭ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সংগঠক এবং ১৯৯৮ সালে শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি পান। ওই সালে বিয়াম আয়োজিত প্রশিক্ষনার্থী অধ্যক্ষদের মধ্যে চুড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। সামাজিক ও শিল্প ক্ষেত্রে তিনি বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ সহ নড়াইল এবং বিভিন্ন এলাকার পাবলিক পাঠাগারের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ও পিছিয়ে নেই। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিচরণ, কবিতা, ইতিহাস সব ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে ১৪টা। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি নড়াইলের বাসিন্দা।

www.pathagar.com

উজির আহমেদ খান ১৯৪৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন লোহাগড়া থানার মঙ্গলপুর গ্রামে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হন এলাকা থেকে। নড়াইলের ভিকটোরীয়া মহাবিদ্যালয় থেকে আই,এ পাশ করে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন বড়দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে যশোরের মেহেরুল্যা একাডেমীতে প্রধান শিক্ষকের পদে। পরবর্তীতে শিয়রদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বদলী ওই পদ নিয়ে।

১৯৬৫ সালে শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে ভর্তি হন যশোরের এম,এম, কলেজে। অর্থনীতিতে বি,এ পাশ করে এম,এ অধ্যয়নের জন্য গমন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭২ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরী গ্রহণ করেন মোল্যা হাটের ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে। ১৯৭৩ সালে চাকরী হয় রাজশাহীর অগ্রণী ব্যাংকে। ওই সালে কর্মকর্তার পদ নিয়ে হরিয়ানা ব্যাংকে। ১৯৭৪ সালে বি,সি,এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন রাজবাড়িতে।

১৯৭৫ সালে ওই দপ্তরের কর্মকর্তা হিসেবে মগুরা ও পিরোজপুরে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চাকুরী করেন। ১৯৮১ সালে খুলনা বিভাগীয় প্রশিক্ষণ একাডেমীতে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮২ সালে যশোর কালেকটরীর প্রবেশন অফিসার হন। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বঠিয়াঘাটা, মনিরামপুর ও যশোর সমাজ সেবা দপ্তরে চাকুরী করেছেন কর্মকর্তাপদে। ১৯৯৬ থেকে ওই দপ্তরের উপ-পরিচালক হিসেবে প্রথমে গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও যশোরে চাকুরী করেছেন ২০০১ সাল পর্যন্ত

এ সালের ডিসেম্বরে নড়াইল জেলায় বদলী হয়ে এসেছেন ওই পদ নিয়ে সমাজ সেবা অধিদপ্তরে। চাকুরীর মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য চর্চা ও করেন। লেখেন কবিতা, প্রবন্ধ ও গান। তাছাড়া নিজ গ্রাম মঙ্গলপুরে ইসলামী পরিষদ, এতিমখানা, মাদ্রাসা, ক্লাব সহ বিত্তহীন সংস্থা ইত্যাদির সভাপতি। এ ধরণের আরো অনেক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন বিভিন্ন এলাকায়।

পরিশেষে কর্মকর্তা উজির আহমেদ ইসলামী আদর্শের নীতি বজায় রেখে এ পর্যন্ত পৌছুতে সক্ষম হয়েছেন বিধায় তাকে ভাগ্যবান ব্যক্তি বলা হলে অত্যুক্তি হয় না বিশেষ। কারণ চাকচিক্যের অধঃপতন মুখী সমাজের পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া টাইতো অতীব ভাগ্যের ব্যাপার। যাহোক সর্বক্ষেত্রে ইনি পৃষ্ঠপোষক।

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট মিয়া মোঃ শেখ আব্দুল্যা ১৯৪৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন কালিয়া থানার পেড়লী ইউনিয়নের জামরিলডাঙ্গা গ্রামে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্থানীয় ভাবে, পরে মাদারীপুরের ইসলামিক একাডেমী থেকে ১৯৬০ সালে উত্তীর্ণ। রাজশাহী বিভাগীয় নড়াইলের ভিকটোরীয়া মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে আই,এ এবং ১৯৬৪ সালে বি,এ পাশ করেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বি, এড সহ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে এল,এল,বি পাশ করেন ওখানে রাজশাহী থেকে।

তারপর শুরু হয় চাকুরী জীবন। প্রথমে নিজের থানার বর্তমানে হামিদপুর ইউনিয়নে কুলসুর গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ঢাকার টংগী উচ্চ বিদ্যালয়ে গমন করেন ওই পদ নিয়ে। সেখান থেকে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়ে চাকরী নেন বাঁশগাড়ী গ্রামের ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ে নরসিংদীতে। সেখান থেকে বদলী হয়ে আসেন নিজের জেলায় মাইজপাড়ার মহাবিদ্যালয়ে ওই পদ নিয়ে।

কয়েক বছর পরে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে। শিক্ষাকতা করা কালীন শ্রেষ্ট শিক্ষক হিসেবে নির্ধারিত হয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষালয়ে। ১৯৮২ সালে শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে সম্পৃক্ত হন আইন ব্যবসার সঙ্গে। ১৯৯৬ সালে প্রাপ্ত হন সুপ্রীম কোর্টের এনরোলমেন্ট। বর্তমানে তিনি নড়াইল উকিল বারের সভাপতি। তিনি সাহিত্য চর্চা ও করেন। দীর্ঘ দিন থেকে কবিতা প্রবন্ধ লেখা অব্যাহত রেখেছেন।

এসব লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত। তাছাড়া শব্দের চাবুক, রক্তবীজ সহ এ ধরণের আরো অনেক একুশে সংকলন প্রকাশ করেছেন। নিজ গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সমাজ সেবা মূলক অনেক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন। জেলার বিভিন্ন পাঠাগার সহ শিক্ষা ট্রাষ্টের ও সদস্য আছেন ভিন্ন ভিন্ন জায়গার। এ ধরণের এস, এম, সুলতান ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে শরিয়াতপুর পর্যন্ত ছিলেন বা আছেন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালীন যশোর জেলা ছাত্র কল্যাণ নামে যে সমিতি গঠন হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার সংগঠক সভাপতি। যুগ হিসেবে তিনি প্রকৃত সমাজ সেবক কিনা কর্মকান্ডই সে পরিচয় দিচ্ছে।

- সমাপ্ত -

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক ও শিক্ষক গুরু আব্দুর রহিম আসাদীর দেওয়া পরিবর্তিত নাম হরমুজ আলীর হুলে গালিব হরমুজ। জন্ম বাংলা ১৩৩৩ সালের ২২ অগ্রাহায়ন যশোর সদর থানার নিভৃত পল্লী বসুন্দিয়া গ্রামে। বিদ্যে সপ্তম শ্রেণী ডিঙ্গাইনি। সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ কাল ১৯৮৯ এর প্রথম দিকে বিধায় ওই জগতের কচি শিশুর ন্যায় হাটি হাটি পা পা। শিশু শিল্পীর ন্যায় স্বল্প বিদ্যে এবং অধিক বয়স পরাভূত হয়েছে লেখনীর গতির কাছে। যেহেতু যে কোন নতুনত্ব বিনা পরিবেশে একবারে চূড়ান্ত ঘন্টায় ৬শ' শব্দ লেখায় অভ্যস্ত। ক্ষিপ্র এ লেখার গতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সাহিত্যের শাখা প্রশাখা, যেমন- গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস,প্রবন্ধ,ফিচার,রম্যরচনা, কিংবদন্তী, সমীক্ষা, প্রতি-বেদন, ছড়া, গান ও সব ধরণের নাটক ইত্যাদি। এসব লেখা কোনটা বাদ নেই প্রকাশ হতে। একাধিক পত্রিকার সঙ্গেও সম্পৃক্ত সাংবাদিকতায়। সব ধরণের গ্রন্থ নিজে প্রকাশ করেছি ৯টা। ঢাকার সাহিত্য প্রকাশনা করেছে একটা। সাক্ষাৎকার ছাপা হয়নি বা হচ্ছেনা এমন পত্রিকা বিরল।

আবার জাতীয় কবির পদে উন্নীত করার দাবি উঠেছে দৈনিক পূরবী, দেশ হিতৈষী, ওশান সহ বিভিন্ন পত্রিকার পক্ষ থেকে। সে দাবির ভিত্তিতে যশোর শহর এলাকায় ২৫ সদস্যের কমিটিও গঠন হয়েছে গালিব হরমুজ গবেষনাগার পরিষদ নামে তাদের এ দাবি হয়তো অযৌক্তিক নয়। যোগ্যতার মাপকাঠি যাচাই করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটির পক্ষ থেকে। তাছাড়া বছরে আমার ৪/৫ টা সব ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ হোক এটাই প্রত্যাশা।

চাহিদানুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশ না হওয়ায় জ্বলন্ত প্রতিভার দংশন থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিনে। ভূলুণ্ঠিত ক্ষিপ্র প্রতিভা দংশন করছে অহরহ। এর বিকাশ ঘটাবার জন্য সরকারী সহায়তা প্রয়োজন। তবেই প্রদীপ থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিতর মাধ্যমে জাতির অন্ধকারে পথ চলা করে দেবে সুগম। আর সরকারী সহায়তা না পেলে শুধু জ্বলন্ত প্রতিভা গুমরে মরায় সীমাবদ্ধ না থেকে ক্ষীণ আলোর প্রদীপটাও চিরতরে নিভে যাবার সম্ভাবনা অত্যাধিক।

তাছাড়া এধরণের অন্যান্য জেলার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করার বাসনা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ রেখেছি অব্যাহত। ক্ষীণ শরীরটাকে অবসরের সুযোগ না দিয়ে সব সময় রাখি ব্যতিব্যস্ত। যে বয়সে প্রত্যেক মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন আমি তার ব্যতিক্রম অর্থাৎ কঠোর সাধনায় নিয়োজিত। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। সে হিসেবে সাধনা সফল লক্ষ্যে সুধী মহল আমার দু একটা বই কিনে সহায়তা করবেন সে আবেদন রাখি। পরিশেষে অপ্রতুল বিদ্যের জন্য ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার রইল অনুরোধ।